বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

**রীট পিটিশন নং ১৩৭৬০/২০১৮**

সাভার থানা অসহায় পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

....দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বিজ্ঞ জজ, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ

এ্যাডভোকেট হাবিব-উন-নবী সংগে

এ্যাডভোকেট আশিকুর রহমান

এ্যাডভোকেট মুরাদ মিয়া

এ্যাডভোকেট শফিকুল আলম

.....দরখাস্তকারী পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনিরুজ্জামান

-----প্রতিবাদী পক্ষ নং ২

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডি,এ,জি সংগে

এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট শায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

**শুনানীর তারিখঃ ২৬.১১.২০১৯, ০৩.১২.২০১৯, ০৪.১২.২০১৯, ০৩.০২.২০১৯ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৪.০২.২০২০।**

**বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ মোতাবেক বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিক বিহীন যে কোন সম্পত্তি আইনসংগতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যাস্ত।*

*সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(১) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।*

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(১) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এরূপ সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থেকে দরখাস্তকারী জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২) (অ) (আ) মোতাবেক রীট পিটিশন দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক যে রুল ইস্যু করা হয়েছিল তা অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ-

> *" Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the Judgment and decree dated 02.11.2017 (decree signed on 09.11.2017) (Annexure-E) passed by the learned Arpita Sampatty Protyarpan Appellate Tribunal and the Court of learned District Judge, Dhaka inArpita Sampatty Protarpan Appeal No. 20 of 2017 disallowing the appeal and thereby affirming the judgment and decree dated 25.10.2016 (decree signed on 30.10.2016) (Annexure-D) passed by the learned Arpita Sampatti Pratyarpan Tribunal and the learned Senior Assistant Judge, Savar Court, Dhaka in Arpita Sampatti Pratyarpan Suit No. 479 of 2012 decreeing the suit should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect"*

অত্র রুলটি নিস্পত্তির নিমিত্তে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

রীট পিটিশনার ***"সাভার থানা অসহায় পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"*** ঢাকা সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি। নালিশী ১৫.৭৪ একর সম্পত্তির মূল মালিক ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে, নালিশী সম্পত্তি সেনসাস লিষ্ট অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। পরবর্তীতে নালিশা সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পতি তথা Vested property তালিকাভুক্ত করা হয়।

**অতঃপর দীর্ঘ ৪৭ বছর পর,** বিগত ইংরেজী ২০১২ সালে অত্র ২ এবং ৩নং প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন গ্যান্ধারীয়া মৌজার খতিয়ান নং সিএস-১, এস এ-২, আর এস -২২৬ এর ১৫৫৬

শতাংশ অর্পিত সম্পত্তি তথা- (১) সি এস এবং এস এ প্লট নং ৩০, আর এস প্লট নং ৩১২ এর ১৫০২ শতাংশ থেকে ১৩৮৪ শতাংশ ভূমি যাহার চৌহদ্দী উত্তরে সিদ্দিক এবং কাহিম,দক্ষিনে নবু মিয়া, পূর্বে লাল মিয়া এবং কোরবান আলী, পশ্চিমে আনিন চৌধুরী; (২) সি এস এবং এস এ প্লট নং ৩০, আর এস প্লট নং ৩১৩ এর ১৫০২ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ যাহার চৌহদ্দী উত্তরে রুস্তম আলী, দক্ষিণে হাজী ইমান আলী, পূর্বে সোবহান মোল্লা এবং রমজান আলী পশ্চিমে মনচুর আলী এবং হাজী ইমান আলী; (৩) সি এস এবং এস এ প্লট নং ৭২, আর এস প্লট নং ৪৮, ১৬ শতাংশ ভূমি যার **চৌহদ্দী নাই;** (৪) সি এস এবং এস এ প্লট নং ৭৮, আর এস প্লট নং ৪৪, ভূমি ৫৬ শতাংশ যার **চৌহদ্দী নাই;** একুনে ১৫৫৬ শতাংশ সম্পত্তির মালিকানা দাবী করে এবং প্রকাশিত গেজেটে ‘ক’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হতে অবমুক্তির জন্য তাদের আবেদন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় দাখিল করলে তা অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং ৪৭৯/২০১২ হিসেবে নিবন্ধিত হয়। দরখাস্তকারীর বর্ণনা মতে অত্র ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ বিগত ইংরেজী ২০১২ সালে উপরিল্লিখিত ১৫.৫৬ একর সম্পত্তির সংশ্লিষ্টতায় জাল দলিল পত্র সৃজন করে জেলা জজ ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা আদালতে অত্র অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং-৪৭৯/২০১২ দাখিল করে।

**সিনিয়র সহকারী জজ, সাভার আদালত, ঢাকা এর** বিগত ইংরেজী ২৫/১০/২০১৬ তারিখের রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ৩০.১০.২০১৬) দ্বারা অত্র অর্পিত মোকদ্দমা নং- ৪৭৯/২০১২ বাদীপক্ষের অনুকুলে মঞ্জুর হয় এবং উক্ত আদালত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক, ঢাকা উপরিল্লিখিত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে জেলা জজ, ঢাকা আদালতে অর্পিত আপিল মোকদ্দমা নং- ২০/২০১৭ দাখিল করেন। অতঃপর **অর্পিত সম্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, ঢাকা এর বিজ্ঞ বিচারক** বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ০৯.১১.২০১৭) মূলে অর্পিত আপীল মোকদ্দমাটি শুনানী অন্তে খারিজ করে সিনিয়র সহকারী জজ, সাভার আদালত, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.১০.২০১৬ তারিখের রায় বহাল রাখেন।

দরখাস্তকারী সরকারকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ এবং আপিল উভয় মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছিলেন এবং সাক্ষী হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যর্থতার কারণে সরকার অর্পিত সম্পত্তি আদালতে এবং অর্পিত সম্পত্তি আপিল আদালতে মোকদ্দমাটি হেরে যায়। অতঃপর দরখাস্তকারী অত্র ৫নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবরে দরখাস্ত প্রদান করে উপরিল্লিখিত অর্পিত সম্পত্তি এবং আপিল মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে রীট পিটিশন

দাখিল করে সরকারী সম্পত্তি রক্ষার অনুরোধ করেন। দরখাস্তকারীর উপরিল্লিখিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ৫নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, ঢাকা সলিসিটর উইং-কে বিগত ইংরেজী ২৪.০১.২০১৮ তারিখে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে মন্ত্রণালয় বিগত ইংরেজী ০৩.০৪.২০১৮ তারিখে এই মর্মে অভিমত প্রদান করেন যে, *"সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রীট পিটিশন দাখিলের কোন প্রয়োজন নেই।"* সরকারী সম্পত্তি রক্ষায় প্রতিপক্ষগণ কোনরূপ প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়ায় অত্র দরখাস্তকারী বাধ্য হয়ে নালিশী সরকারী সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব অনুভব করে অত্র রীট পিটিশনটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

এ্যাডভোকেট হাবিব-উন-নবী দরখাস্তকারীপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ২নং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ জাল জালিয়াতির মাধ্যমে দলিল পত্র সৃজন করে অত্র সম্পত্তি গ্রাস করার হীনমানষে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালে অত্র মোকদ্দমা দাখিল করে। প্রকৃত পক্ষে বিরেণ চন্দ্র সাহা পোদ্দার ভারতে চলে যায় এবং তিনি কিংবা তার কোন ওয়ারিশ বাংলাদেশে আর প্রত্যাবর্তান করেন নাই।

২নং প্রতিপক্ষ যেহেতু মিথ্যা এবং জাল জালিয়াতিমূলক দলিল দস্তাবেজ আদালতে উপস্থাপনের মাধ্যমে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় হাসিল করেছেন সুতরাং উপরিল্লিখিত রায় দুটি বাতিলযোগ্য।

অপরপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ মনিরুজ্জামান ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে হলফানান্তে জবাব দাখিল পূর্বক বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীগণের অত্র মোকদ্দমা দায়েরের কোন এখতিয়ার নাই। অত্র ২নং প্রতিপক্ষ নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক বিরেন চন্দ্র সাহা পোদ্দারের সন্তানহেতু অত্র সম্পত্তির আইনসম্মত মালিক। তিনি অত্র রুলটি খারিজের প্রার্থনা করেন।

আমরা অত্র রীট পিটিশন এবং এর সাথে সকল সংযুক্তি এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করা হলো এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর প্রস্তাবনা (preamble) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> *"অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধীকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।"*

অর্থাৎ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ প্রণীত হয়েছে শুধুমাত্র অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমুহ এর বাংলাদেশী মুল মালিক বা তার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত বাংলাদেশী মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) এর নিকট প্রত্যর্পনের উদ্দেশ্যে।

অর্পিত সম্পত্তি সঠিক এবং যথাযথভাবে মূল মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়ার গুরু দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণের শেষ ভরসাস্থল, আশ্রয়স্থল বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উপর পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে অর্পন করা হয়েছে যেন কোন প্রতারক এসে মূল মালিকের সম্পত্তি জাল কাগজপত্র সৃজন করে, মূল মালিকের ভূয়া ওয়ারিশ দাবি করে নিতে না পারে। সকল অর্পিত সম্পত্তিসমূহ হয় মূল মালিকের, নয়তো জনগনের।

এখন আমরা দেখব অর্পিত সম্পত্তি আইনে বর্ণিত মূল মালিক কাকে বলা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২(ড) গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> *“ (ড) ‘মালিক’ অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মুল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী ( Successor in interest), বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকারীসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।”*

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর উপরিল্লিখিত প্রস্তাবনা এবং ধারা ২(ড) সহজ সরল পাঠে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন কেবল মাত্র নিম্ন বর্নিত ব্যক্তিগণ দাখিল করতে পারবেনঃ-

*(ক) বাংলাদেশী মূল মালিক*

*(খ) বাংলাদেশী মূল মালিকের উত্তরাধিকারী*

*(গ) বাংলাদেশী মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী **(Successor in interest)***

*(ঘ) বাংলাদেশী মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী **(Successor in interest)** এর উত্তরাধিকারী সূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন **(Co-sharer in possession by lease or in any form)** যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী **(Successor in interest)** বা*

*উত্তরাধিকারীসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।*

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা ১ মোতাবেক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদনের সাথে আবেদনকারীকে তার দাবীর সমর্থনে তার সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ১০এর উপ-ধারা ৬ (গ) মোতাবেক দরখাস্তকারীগণের মালিকানা বিষয়ে সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে মালিকানার বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্ত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে সঠিক বিবেচনার সুযোগ ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা হয়েছে।

অর্থাৎ মালিকানার বিষয়ে সতাসত্য অনুসন্ধান করা আদালতের আইনত দায়িত্ব এবং উক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত আদালত যেমনি বিচেনা করবেন সে মোতাবেক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনাল বিবেচনায় যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা উপ-ধারা ৮(চ) মোতাবেক সিদ্ধান্তসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আবেদনকারীর উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্ত সমূহ ব্যাখ্যা করা আইনে বর্ণিত দায়িত্ব।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২৫ মোতাবেক আবেদন নিস্পত্তির ব্যাপারে আইন বা বিধিতে পর্যাপ্ত বিধান নাই বলিয়া মনে করিলে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে উহার বিবেচনামত ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক হয় এইরূপ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জেলা জজ এবং অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল আদালতে অত্র ২নং প্রতিপক্ষ ও শ্রী রবী চন্দ্র শাহা পোদ্দার কর্তৃক দাখিলকৃত "**An application under section 10(1) of the Aurpita Sampotty Potrarpon Ain, 2001 (as amended 2011), for releasing the schedule property from V. P. "Ka List" as mentioned in serial No. 758, Case No. 295/75 at Mouza- "Ghandharia" P. S.- Savar, District-Dhaka which is published in the Govt. Gazette under section 9 of the same Act"** নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো

***"In the Court of District Judge & Vested/E.P. Property Tribunal, Dhaka***

***<u>Vested Property Case No. 479/2012</u>***

1. ***Sree Madhob Chandra Saha Poddar***
2. ***Sree Rubi Chandra Saha Poddar***

***Both Sons of Late Biresh Chandra Saha alias Biresh Chandra Saha Poddar***
***Both of Konda, P. O. Nagar Konda***
***P. S.- Savar, Dist.- Dhaka.***
***At present- North Kalshi, Section-12***
***Block- Pa, Pallabi, P. S. Mirpur, Dhaka- 1216.***

***........... Petitioners.***

***-Versus-***

***Peoples Republic of Bangladesh***
***Represented by***
***Deputy Commissioner, Dhaka***
***Dhaka collectorate Bhabon***
***Dhaka.***

***............ Respondent.***

***Sub: An application under section 10(1) of the Aurpita Sampotty Potrarpon Ain, 2001 (as amended 2011), for releasing the schedule property from V. P. "Ka List" as mentioned in serial No. 758, Case No. 295/75 at Mouza- "Ghandharia" P. S.- Savar, District- Dhaka which is published in the Govt. Gazette under section 9 of the same Act.***

***The humble petition on behalf of the petitioners begs to state as follows:-***

***1. That there was a tenancy at Mouja "Gandharia" comprising of a hue protion of land. Amongst that protionof land C. S. Plot Nos. 30, 72 and 78 are the land in question of this petition. Some Ramani Mohan Rai was a korfa Raiyot of that land along with the said tenancy. Subsequently he left the land of those plots.***

2. ***That some Khetra Mohan Saha Poddar was a tenant in occupancy of the land measuring 15.74 acres of C. S. plot Nos. 30, 72 and 78. He was holdong and possessing the same land. Said Khetra Mohan Saha Poddar applied to the superior authority i.e. the owner of the tenancy to get a settlement of the said 15.74 acres of land. The authority having investigated the application and got himin occupancy of the said land allowed the applicationand settled the said land with Khetra Mohan Saha Poddar on 16.08.1949. Thus the said Khetra Mohan Saha Poddar became the tenant directly under the owner of the tenancy and paid rents to the later.***

3. ***That the said Khetra Mohan Saha Poddar, while enjoying and possessing the schedule land, died leaving behind his sole successor, his only son, Biresh Chandra Saha Poddar. Thus Biresh Chandra Saha Poddar by way of inheritance became the tenant of the said land under the superior owner. During the S. A. operation he was found in occupancy of the land as tenant and was correctly recorded in the concerned record of the said land. Thus by operation of State Acquisition and Tenancy Act 1950 Biresh Chandra Saha Poddar became the tenant of the said land directly under the state.***

4. ***That said Biresh Chandra Saha Poddar being the tenant of the said land was enjoying and possessing the same. During the period of R. S. operation Biresh Chandra Saha Poddar was living in his village and was enjoying the***

***schedule land. Afterwards he died leaving behind his two sons i.e. the petitioners as his successors.***

5. ***That in thus way the petitioners became the owners of the schedule land by way of inheritance of Biresh Chandra Saha Poddar. They have been enjoying and possessing the said land by way of inheritance without any hindrance fromany quarter. For their convenience by now they are residing at North-Kalshi, Section -12, Block-Pa, Mirpur-1216, Pallabi, Dhaka. They frequently go to the schedule land and lookafter the same. There are a number of huts and Katcha house of the petitioners in the said land and a huge number of fruit trees namely mango trees, jackfruit trees, lichi trees etc. which the petitioners have been enjoying since long past.***

6. ***That the father of the petitioners was continuously residing in his village i.e. in Bangladesh and the petitioners have also been residing in Bangladesh. They got the National Identity cards. That neither the petitioners nor their father had ever faced any disturbance in their enjoyment of the suit land. The government did never claim any right, interest or possession in the suit land.***

7. ***That the schedule property has been wrongly included in V. P. "Ka List" in serial No. 758, Case No. 295/75 at mouza- "Ghandharia", P. S.- Savar, Dist- Dhaka. Now the schedule property it is required to be released from the said V. O. "Ka List".***

***Wherefore, it is, most humbly prayed that the learned court would graciously be pleased to pass necessary order for releasing the schedule property from vested property "Kist List" serial No. 758, Case No. 295/75, at Mouza- Ghandharia, P. S.- Savar, Dist- Dhaka for the ends of justice.***

***And for this act of kindness, the petitioners as in duty bound shall ever pray.***

***<u>S C H E D U L E</u>***

***District- Dhaka, Police Station- Savar, Mouja- "Gandharia", Khatian No. C. S. 1, S. A. 2, R. S. 226, quantum of land is 15.56 Acres out of vested 15.75 acres of land.***

1. ***Plot No. C. S. & S. A. 30, R. S. 312, land measuring 1384 decimals out of decimals whichis butted and bounded by on the North-Siddique and Rahim, on the South- Nobu Mia, on the East- Lal Mia and Korban Ali, on the West- Anis Chowdhury.***

2. ***Plot No. C. S. and A. A. 30, R. S. 313, land measuring 100 decimals out of 1502 decimals which is butted and bounded by on the Noth- Rustom Ali, On the Sout- Haji Iman Ali, On the East- Sobhan Molla and Ramjan Ali, On the West- Munsur Ali and Hazi Iman Ali.***

3. ***Plot No. C. S. and S. A. 72, R. A. 48, land measuring 16 decimals.***

4. ***Plot No. C. S. and S. A. 78, R. S. 44, land measuring 56 decimals. In total 1556 decimals.***

***<u>A F F I D A V I T</u>***

***I, Sree Madhob Chandra Saha Poddar, aged about- 65 years, Son of Late Biresh Chandra Saha alias Biresh Chandra Saha Poddar, North Kalshi, Section- 12, Block- Ps, Pallabi, P. S. Mirpur, Dhaka- 1216, by profession- Service, by faith- Muslim, by nationality- Bangladeshi (by birth), do hereby solemnly affirm and declare as follows:-***

1. ***That I am the petitioner No. 1 of this petition and as such acquainted with the facts and circumstances of the petition and competent to swear this affidavit.***

2. ***That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief and matters of record and in verification where of I signing this affidavit on 30.07.12 at 10.37 a.m. before the commissioner of Affidavit.***

***Sd/- Illegible***
***---------------------------***
***Deponent***

***The deponent is known to me and identified by me and he has signed in may presence.***

***Sd/- Illegible***
***---------------------------***
***Advocate***

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং- ৪৭৯/২০১২ এর সকল আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো ঃ

*<u>অঃ সঃ ট্রাঃ ৪৭৯/২০১২</u>*

*<u>০১</u>*
*৩০.০৭.১২*

*তালিকাভূক্ত করা হউক। ইহা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন ২০০১ এর ১০(১) ধারার বিধান মতে নালিশী তপশীল সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় বাদীপক্ষ নির্ধারিত ১০০০/-টাকার কোর্ট ফি সহ অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। তৎসহ ফিরিস্তিযোগে কিছু কাগজপত্র/ফটোকপি দাখিল করিয়াছেন। তৎসহ বিবাদী প্রতি জারির জন্য রোজ সহ তলবানা দাখিল করিয়াছেন। নথি গ্রহণ বিষয়ক শুনানীর*

*জন্য পেশ করা হইল। আগামী ২৫.০৯.১২ তারিখ গ্রহণযোগ্যতা শুনানী।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০২*
*২৫.০৯.১২*

*অদ্য গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে । বাদী হাজিরা দিয়েছে। পেশ করা হলো।*

*শুনিলাম। গৃহীত হহইল। আগামী ১৮.১০.১২ ইং তাং সমন ও এডি ফেরতের দিন ধার্যে বিবাদী পক্ষের প্রতি সমন ইস্যু করা হউক। অত্র মোকদ্দমাটি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য অতিঃ জেলা জজ আদালতে বদলী করা হইল।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০৩*
*২.১০.১২*

*মাননীয় জেলা জজ আদালত, ঢাকা হতে অত্র মোকদ্দমাটি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বদলীমূলে পাওয়া গেল। দেখলাম। সমনও এডি ইস্যু করা হয় নাই। সমন ও এডি ইস্যু করা হোক। আগামী ১৮.১০.২০১২ইং তারিখ সমন ও এডি ফেরত।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০৪*
*১৮.১০.১২*

*অদ্য সমন ও এডি ফেরতের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দিয়াছে। সমন ও এডি জারী অন্তে ফেরত আসে নাই। আগামী ০১.১১.১২ ইং তারিখ সমন ও এডি ফেরত।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০৫*
*০১.১১.১২*

*অদ্য সমন ও এডি ফেরতের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছে। সমন ফেরত আসিয়াছে। আগামী ২৭.১১.১২ ইং তারিখ জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০৬*
*২৭.১১.১২*

*অদ্য জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দিয়েছে। কোন জবাব ও আপত্তি দাখিল করে নাই। আগামী ২১.০১.১৩ ইং তারিখ জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*০৭*
*২১.০১.১৩*

*অদ্য জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদীপক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া উহাতে বর্ণিত কারণে জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য সময়ের প্রার্থনা করেছেন। দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আগামী ইং ১০.০৩.১৩ তারিখ জবাব ও আপত্তি দাখিল।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

০৮
১০.০৩.১৩
অদ্য জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষে হাজিরা দিয়াছে। বিবাদীপক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া উহাতে বর্ণিত কারণে জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য সময়ের প্রার্থনা করেছেন। দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আগামী ২০.০৫.১৩ ইং তারিখ জবাব ও আপত্তি দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

০৯
২০.০৫.১৩
অদ্য জবাব ও আপত্তি দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ গর হাজিরা। বিবাদীপক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া উহাতে বর্ণিত কারণে জবাব দাখিলের জন্য সময়ের প্রার্থনা করেছেন। দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আগামী ০১.০৯.১৩ ইং তারিখ জবাব দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

১০
০১.০৯.১৩
মাননীয় জেলা জজ আদালতের আদেশ নং ১৩৫/সাধারন, তাং ২১.০৭.১৩ ------ (অস্পষ্ট) মোতাবেক অত্র মোকদ্দমার নথি দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত আদালত, ঢাকায় বদলী করা হলো।

স্বা/- অস্পষ্ট

১১
১০.১০.১৩
মাননীয় জেলা জজ, ঢাকা এর আদেশ নং ১৩৫/সাধারন তাং ২১.০৭.১৩ ইং অনুসারে অত্র মোকদ্দমার নথি অতিঃ জেলা জজ, ৭ম আদালত, ঢাকা থেকে বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বদলী মূলে পাওয়া গিয়াছে। দেখিলাম। মোকদ্দমাটি অত্রাদালতের রেজিষ্ট্রিতে তালিকাভূক্ত করা হোক। আগামী ১৯.১১.১৩ তারিখ জবাব দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

১২
১৯.১১.১৩
অদ্য জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ জবাব দাখিল করে নাই। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আগামী ২২.০১.১৪ ইং তারিখ জবাব দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৩
২২.০১.১৪
অদ্য জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আগামী ২০.০২.১৪ ইং তারিখ জবাব দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৪
২০.০২.১৪
অদ্য জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষে ওকালতনামাসহ এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া জবাব দাখিলের জন্য সময়ের প্রার্থনা করেন। শুনানী ক্রমে মঞ্জুর। (v.o.p) আগামী ০৮.০৪.১৪ ইং তারিখ জবাব দাখিল।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৫
০৮.০৪.১৪

অদ্য জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী পক্ষ জবাব দাখিল করে নাই কিংবা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। দেখলাম। আগামী ১২.০৫.১৪ ইং তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৬
১২.০৫.১৪

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদীপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। পেশ করা হলো। দেখলাম। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আগামী ১৬.০৭.১৪ ইং তারিখ একতরফা শুনানী। সরকার পক্ষে ভি, পি, কৌশুলীকে জ্ঞাত করা হউক।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৭
১৬.০৭.১৪

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিজ আদালতের মামলায় শুনানীতে ব্যস্ত থাকায় আগামী ০৩.০৯.১৪ তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৮
০৩.০৯.১৪

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিজ আদালতের মামলায় শুনানীতে ব্যস্ত থাকায় আগামী ১১.১১.১৪ ইং তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

১৯
১১.১১.১৪

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিজ আদালতের মামলায় শুনানীতে ব্যস্ত থাকায় আগামী ১৮.০২.১৫ তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২০
১৮.০২.১৫

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিজ আদালতের মামলায় শুনানীতে ব্যস্ত থাকায় আগামী ২৮.০৪.১৫ তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২১
২৯.০৪.১৫

ধার্য্য তারিখ সরকারী ছুটি থাকায় অদ্য নথি পেশ করা হইল। অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিজ আদালতে ব্যস্ত থাকায় আগামী ০৭.০৭.১৫ তারিখ একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২২
০৭.০৭.১৫

অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার এক-দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে প্রার্থনা

করিয়াছে। নথি পেশ করা হলো। শুনিলাম। দরখাস্ত শুনানী না করায় না-মঞ্জুর করা হলো। (Vop) বাদীর সাক্ষী - পি,ডব্লিউ-১ শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার এর হলফ অন্তে আংশিক জবাবন্দি গ্রহণ করা হলো। তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-১-৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। আগামী ০৮/০৮/১৫ ইং তারিখ একতরফা বক্রী সাক্ষী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৩

০৯.০৮.১৫

ধার্য্য তারিখ সরকারী ছুটি থাকায় অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে সময়ের প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষবারের মত মঞ্জুর করা হইল। আগামী ২৭.০৮.১৫ ইং তারিখ বক্রী একতরফা শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৪

২৭.০৮.১৫

অদ্য বক্রী একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী পক্ষ এক দরখাস্ত দাখিলক্রমে বর্ণিত কারণে জবাব গ্রহন করার প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো জবাব গৃহীত হল। আগামী ০৮.০৯.১৫ ইং ইস্যু গঠন।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৫

০৮.০৯.১৫

অদ্য ইস্যু গঠনের জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী ও বিবদী সরকারী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। নথি পেশ করা হইল। দেখলাম, অদ্য ইস্যু গঠন করা হইল। আগামী ০৮.১০.১৫ ইং তারিখ F.H.

স্বা/- অস্পষ্ট

২৬

০৮.১০.১৫

অদ্য F.H এর জন্য দিন ধার্য্য আছে। উভয়পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বাদীর সাক্ষী শ্রী-মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার এর লোক অন্তে জবানবন্দী ও আংশিক জেরা গ্রহন করা হইল। আগামী ১৮.১০.১৫ ইং তারিখ পি, ডব্লিউ-১ এর জেরা।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৭

১৮.১০.১৫

অদ্য পি, ডব্লিউ-১ এর জেরার জন্য দিন ধার্য্য আছে। উভয়পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বাদীর সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১ শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা (পোদ্দার) এর হলফ অন্তে জেরার সমাপ্ত করা হইল। আগামী ১০.১১.১৫ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৮

১০.১১.১৫

অদ্য বিবাদীর সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য আছে । বাদী হাজিরা দিয়াছে । বিবাদী দরখাস্ত দিয়া সময় নিবেদন করেন। শুনিলাম। শেষবারের মত সময় মঞ্জুর। (Vop) আগামী ০৬.০১.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী।

স্বা/- অস্পষ্ট

২৯
০৬.০১.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে সময় নিবেদন করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল। আগামী ২০.০১.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩০
২০.০১.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী ও বিবাদী সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে সময় নিবেদন করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল।আগামী ২৮.০১.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩১
২৮.০১.১৬

**অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ দেঃকাঃ আইনের ৬ আদেশ ১৭ নিয়মে এক দরখাস্ত দিয়া জবাব সংশোধনের প্রার্থনা করেন। কপি জারি হইয়াছে। বিবাদীর সাক্ষী D.W-1 মোঃ রেজাউল করিম এর আংশিক জবানবন্দী গ্রহন করা হইয়াছে। বিবাদীপক্ষ ফিরিস্তি যোগে কাগজ দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া সময় নিবেদন করেন। নথি জবাব সংশোধনী দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।**

শুনিলাম। বিবাদী সরকার পক্ষের জবাব সংশোধনীর দরখাস্ত ও নথি পর্যালোচনা করলাম । বাদী ও বিবাদী সরকার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয়ের বক্তব্য শ্রবন করা হইল। নথি ও জবাব সংশোধনীর দরখাস্ত মঞ্জুর যোগ্য বিধায় জবাব সংশোধনী দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল। প্রার্থীতমতে জবাব সংশোধন করা হোক। জবাব সংশোধনীর দরখাস্ত অতিরিক্ত জবাব হিসাবে গন্য হইল। আগামী ০৯.০২.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩২
০৯.০২.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার এক দরখাস্ত দিয়া সময় নিবেদন করেন। শুনিলাম। সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর। (Vop) আগামী ২৩.০২.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৩
২৩.০২.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী এক দরখাস্ত দিয়া সময় নিবেদন করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর । (Vop) আগামী ২৮.০২.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৪
২৮.০২.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বিবাদী সরকার এক দরখাস্ত দিয়া

সময় নিবেদন করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল । আগামী ১৪.০৩.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৫
০৩.০৩.১৬

মাননীয় জেলা জজ, আদেশ নং ৫০ সাধারণ (তারিখ ২৯/০২/১৬ ইং) তারিখে আদেশ এর কপি পাওয়া গেল। আদেশদৃষ্টে দেখা যায় যে, অত্র আদলতের অঃসঃ ৪৭৯/১২ নং নথিতে বিচার ও নিস্পত্তির জন্য সিনিয়র সহকারী জজ, সাভার আদালতে বদলী করা হইয়াছে। দেখিলাম, সত্বর নথি প্রেরণ করা হউক।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৬
১০.০৩.১৬

**মাননীয় জেলা জজ, আদলত ঢাকা, হইতে আদেশ নং ৫০ সাধারণ/তাং ২৯/০২/১৬ ইং মোতাবেক এবং একই তারিখের স্মারক নং ২৩৬, ডি,জে ঢাকা/১ এম -৭/১৬ ইং বলে যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত আদালত ঢাকা হইতে অর্পিত ৪৭৯/১২ নং মোকদ্দমার নথি পাওয়া গেল। দেখিলাম। আগামী ২৩.০৩.১৬ তারিখ বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।**

**স্বা/- অস্পষ্ট**

৩৭
২৩.০৩.১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী ও বিবাদীর সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদীপক্ষে একখানা দরখাস্তমুলে বর্ণিত কারণে D.W-2 হিসাবে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনাটি ---- করা হইল। অতএব, D.W-2 মোঃ ইসমাইল হোসেন এর জবানবন্দি আংশিক গ্রহন করা হইল। দাখিলী কাগজপত্র প্রদঃ ক-গ চিহ্নিত করা হইল। আগামী ৩১.০৩.১৬ তারিখ D.W-2 এর সাক্ষী জেরা।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৮
৩১.০৩.২০১৬

অদ্য D.W- 2 এর সাক্ষী জেরার জন্য ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষে ও পক্ষভূক্ত বিবাদী পক্ষে ও বিবাদী সরকার পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। পক্ষ ভূক্ত বিবাদী পক্ষে হলফনামা সহ দেঃ মাঃ বিঃ আইনের ১ এর ১০(২) নিঃ মতে এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে বিবাদী শ্রেনীভুক্ত হওয়ার নোটিশ করিয়াছে। কপি বিলি হয় নাই। আগামী ২৫.০৪.১৬ ইং তাং D.W- 2 এর সাক্ষী জেরা ও দঃ শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৩৯
২৫.০৪.২০১৬

অদ্য D.W- 2 এর সাক্ষী জেরা ও দঃ শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ ও বিবাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। পরে বিবাদী সরকার পক্ষ এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর

করা হলো। আগামী ১১.০৫.১৬ ইং তাং D.W- 2 এর সাক্ষী জেরা ও দঃ শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪০
১১.০৫.২০১৬

অদ্য **D.W- 2** এর সাক্ষী জেরা ও দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী ও বিবাদী পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। পক্ষভুক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী পক্ষ লিঃ আপত্তি দিয়াছে। কপি বিলি হইয়াছে। নথী পেশ করা হইল। অতঃপর বিবাদী সরকার পক্ষে এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। নথী পেশ করা হইল। দেখিলাম। দরখাস্তকারী পক্ষে মূল বক্তব্য হলো তারা ঐ সম্পত্তি নিয়ে অর্পিত ২২৮৭/১২ মামলা করেছে। তারা ঐ সম্পত্তি সাফ কবলা দলিল মূলে মালিক। একারনে বর্তমান মামলায় তাদের স্বার্থ আছে বিধায় ২-৪ নং বিবাদীনি পক্ষভুক্ত করার প্রার্থনা করেছেন। অন্যদিকে দরখাস্তকারী পক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। যেহেতু অর্পিত সম্পত্তির মামলায় মূল বিবেচ্য বিষয় হলো নালিশী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্তির আদেশ পেতে পারেন কিনা। তাই এখানে সরকারই একমাত্র প্রয়োজনীয় পক্ষ। নালিশী সম্পত্তিতে কার স্বত্ব আছে এগুলো যেহেতু এখানে নির্ধারিত হবে না তাই অন্য কোন পক্ষের পক্ষভুক্ত হওয়ার সুযোগ নাই। স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারীরা অন্য একটি অর্পিত মামলা করেছেন যা চলমান আছে। সেখানে তারা অবমুক্তির জন্যই দায়ের করেছেন। সুতরাং কার কি সত্ব বা স্বার্থ আছে এটি যেহেতু এখানে নিস্পত্তি হবে না তাই তারা প্রয়োজনীয় পক্ষ নয় বিধায় পক্ষ ভুক্তির প্রার্থনা না মঞ্জুর করা হলো। আগামী ২২.০৫.১৬ তারিখ **D.W- 2** এর বাকী জেরা।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪১
২২.০৫.২০১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষ এক দরঃ দাখিল ক্রমে সময়ের প্রার্থনা করেছে। পক্ষভুক্ত বিবাদী পক্ষ অপর এর দরঃ দাখিল ক্রমে উচ্চ আদালতে রিভিশন দায়েরের জন্য সময়ের প্রার্থনা করেছে। প্রার্থনাদ্বয় মঞ্জুর (V. O. P)। আগামী ১৯.০৬.১৬ ইং তারিখ বিবাদীর সাক্ষী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪২
১৯.০৬.২০১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। পক্ষভূক্ত বিবাদী ও বিবাদী সরকার পক্ষে পৃথক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা শেষবারের মত মঞ্জুর। আগামী ২৪.০৭.১৬ ইং ৩নং বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৩
২৪.০৭.২০১৬

অদ্য ৩নং বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। পক্ষভুক্ত বিবাদী পক্ষে এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিতের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হইল। বিবাদী সরকার পক্ষ অপর এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর। আগামী ০৭.০৮.১৬ ইং তাং ৩নং বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৪
০৭.০৮.২০১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। D. W-2 এর সাক্ষী জেরা গ্রহন করা হইল। আগামী ১৪.০৮.১৬ ইং বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুকিতর্ক।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৫
১৪.০৮.২০১৬

**অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষে দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর। আগামী ২৩.০৮.১৬ ইং বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানী। সঙ্গে অঃ ২২৮৭/১২।**

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৬
২৩.০৮.২০১৬

অদ্য বিবাদীর সাক্ষী ব্যর্থতায় যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষে ও বিবাদী সরকার পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী সরকার পক্ষে এক দরখাস্ত মূলে বর্নিত কারনে D.W-1 কে Re-call এর প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল। অতঃপর D. W-2 মোঃ ইসমাইল হোসেন এর হলফান্তে জবানবন্দী ও জেরা গ্রহন করা হলো। D. W-2

কর্তৃক কাগজ প্রদঃ ঘ সিরিজ, ঙ সিরিজ, চ সিরিজ চিহ্নিত হলো। অতঃপর D. W-3 রহিমা বেগম এর হলফান্তে জবানবন্দী ও জেলা গ্রহন করা হইল। D. W-3 এর কাগজ পত্রাদি প্রদঃ ছ, জ সিরিজ চিহ্নিত হইল। সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইল। আগামী ১৯.০৯.১৬ ইং তারিখ যুক্তিতর্ক শুনানী। সঙ্গে অঃ ২২৮৭/১২।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৭
১৯.০৯.২০১৬

অদ্য যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বিবাদী পক্ষ এক দরঃ দাকিল ক্রমে সময়ের প্রার্থনা করেছে। প্রার্থনা মঞ্জুর (V. O. P)। আগামী ২৭.০৯.১৬ ইং তাং যুক্তিতর্ক শুনানী। সাথে অঃ ২২৮৭/১২।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৮
২৭.০৯.২০১৬

অদ্য যুকিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইল। আগামী ০৯.১০.১৬ ইং তাং রায় প্রচার। সাথে অঃ ২২৮৭/১২।

স্বা/- অস্পষ্ট

৪৯
০৯.১০.২০১৬

অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য আছে। বাদী ও বিবাদী পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। নথি পেশ করা হল। আগামী ২৫.১০.১৬ ইং রায় প্রচার। সাথে অঃ ২২৮৭/১২।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫০
২৫.১০.২০১৬

অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। অতঃপর প্রকাশ্য আদালতে ভিন্ন ২২ পৃষ্ঠায় রায় প্রকার করা হরেঅ। রায় নথীর সহিত সামিলে রাখা হইল। রায়ে উল্লেখ করিয়াছে যে, অর্পিত মোকদ্দমা ৪৭৯/১২ বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয় এবং অর্পিত ২২৮৭/১২ না-মঞ্জুর হয়। তদুপরী নালিশী তপসিল বর্নিত সম্পত্তি অর্পিত ৪৭৯/১২ মোকদ্দমায় বাদীদের অনুকূলে অবমুক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। জেলা প্রশাসক মহোদয়

ঢাকাকে অর্পিত ৪৭৯/১২ বাদীদের পক্ষে অবমুক্তির প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫১
৩০.১০.২০১৬

অদ্য ডিক্রী প্রস্তুত আমার স্বাক্ষর ও আদালতের সীল মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫২
২২.০৮.২০১৭

অদ্য মাননীয় জেলা জজ আদালত এর স্মারক নং- ৬৮৪, তারিখ- ২১.০৮.১৭ ইং মূলে অর্পিত আপীল ১১/১৭ নং মোকদ্দমার বরাতে অত্র মোকদ্দমার তলব পত্র পাওয়া গেল।

দেখিলাম। সত্বর নথি প্রেরণ করা হোক।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫৩
০৩.০১.২০১৮

মাননীয় জেলা জজ আদালত ঢাকা হইতে স্মারক নং- ০৩, তাং- ০২.০১.১৮ ইং মোতাবেক অর্পিঃ আঃ ১১/১৭ এর ১৭.০৯.১৭ ইং আদেশ পাওয়া গেল উহা এইরূপ এই যে,

*In the above suit the appellant was not a party but he was preferred this appeal as a third person. There is no provision in the Arpation Shampatio Tribunal Ain providing for an appeal by a person which is not party in original suit. As such the appeal is summarily dismissed on contest without any order as to cost.*

দেখিলাম। উক্ত আদেশটি নথিভুক্ত রাখা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫৪
০৩.০১.২০১৮

মাননীয় জেলা জজ আদালত ঢাকা হইতে স্মারক নং- ০৪, তাং- ০২.০১.১৮ ইং মোতাবেক অর্পিঃ আঃ ২০/১৭ এর ০২.১১.১৭ আদেশ পাওয়া গেল উহা এইরূপ এই যে,

*ORDERED*

*That the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal Appeal case be dismissed on contest against the respondents without any order as to cost. The impugned Judgment and decree passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal and Senior Assistant Judge, Savar Court, Dhaka in অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- 479 of 2012 on 25.10.2016 is hereby affirmed.*

দেখিলাম। উক্ত আদেশটি নথি ভুক্ত রাখা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫৫
০৭.০১.২০১৮

এই নথিটি একটি নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমা। বাদী পক্ষ এক দরখাস্ত দিয়া দরখাস্তে বর্নিত কারনে তাহাদের দাখিলীয় মূল কাগজ পত্র ফেরত দানের প্রার্থনা করিয়াছে।

দেখিলাম। সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল সাপেক্ষে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট

৫১
১৩.১০.২০১৬

মাননীয় জেলা জজ মহোদয়ের স্মারক নং- ৪, তাং- ০২.০১.১৮ ইং মূলে অর্পিত আঃ ১১/১৭ নং মামলার রায়ের কপিসহ অত্র নথি পাওয়া গেল। সংক্ষেপে আপীল আদালতের রায়ের আদেশ নিম্নরূপ ঃ

*That the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal Appeal case be dismissed on contest against the respondents without any order as to cost. The impugned Judgment and decree passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal and Senior Assistant Judge, Savar Court, Dhaka in অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- 479 of 2012 on 25.10.2016 is hereby affirmed.*

*দেখলাম রায়ের কপি নথিভুক্ত রাখা হোক।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

*৫২*
*১৪.১১.২০১৯*

*মাননীয় জেলা জজ মহোদয়ের স্মারক নং- ৫২৫, তারিখ- ১৪/১১/১৯ ইং মূলে অর্পিত আঃ ১১/১৭ এর সংগে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন- ১৩৭৬০/০৮ এর প্রয়োজনে অত্র নথি তলব দিয়েছেন। দেখলাম। নথি অদ্যই মাননীয় জেলা জজ আদালতে প্রেরণ করা হোক।*

*স্বা/- অস্পষ্ট*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদী এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষীগনের সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো ঃ

*জবানবন্দি লিখিবার ধারা*

*শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার*
*পিতা- মৃত শ্রী বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার*
***পি, ডাব্লিউ- ১***

*আমি ১ নং দরখাস্তকারী। ২ নং দরখাস্তকারী আমার ভাই। নালিশী জমি সাভার থানাধীন গেন্ডারিয়া মৌজায় অবস্থিত। নালিশী জমির সি, এস, খতিয়ান- ১, এস, এ খতিয়ান -২, আর, এস খতিয়ান নং ২২৬। সি, এস ও এস, এ দাগ নং ৩০, ৭২ এবং ৭৮। আর, এস, দাগ নং ৪৪, ৪৮, ৩১২ এবং ৩১৩। নালিশী জমি পরিমান ১৫.৫৬ একর। নালিশী জমির মালিক ছিলেন আমার দাদা ক্ষেত্র মোহন সাহা পোদ্দার। তিনি একমাত্র পুত্র বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারকে ওয়ারিশ বিদ্যমানে মৃত্যুবরন করে। আমার পিতা পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় আমাকে এবং আমার ভাই এবং দরখাস্তকারীকে ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা যায়। এই ভাবে আমরা মালিক হয়ে ভোগ দখলে আছি। নালিশী জমিতে আমাদের টিনের ঘর, আম-কাঁঠাল লীচু সহ বিভিন্ন মৌসুমী ফলের গাছ আছে। নালিশী জমিতে আমার দাদা, বাবা এবং তদপর আমরা ক্রমন্বয়ে ভোগ দখল করে আসছি। নালিশী জমি সম্প্রতি প্রকাশিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় আমাদের জমি ভুলবশতঃ ও বেআইনীভাবে ৭৫৮ নং ক্রমিকে তালিকাভূক্ত হয়েছে। সরকার কখনো নালিশী জমি ভোগ দখলে ছিল না। আমরাই সব সময় দখলে ছিলাম। সরকার নালিশী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত করায় আমরা নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছি। আমি প্রার্থীত মতে ডিক্রী চাই। আমি ১ নং সি, এস*

খতিয়ান, ২ নং এস, এ খতিয়ান এবং ২২৬ নং আর, এস খতিয়ানের সহীমুহরী নকল আদালতে দাখিল করেছি। প্রদর্শনী-১ (সিরিজ)। আমি আমার এবং আমরা প্রত্যেকে জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি দাখিল করেছি। প্রদঃ ২ (সিরিজ)। আমি আমাদের জন্ম সনদপত্রের মূল কপি দাখিল করলাম। প্রদঃ ৩ (সিরিজ)। আমি সিটি প্রত্যয়নপত্র মূল কপি দাখিল করলাম। প্রদঃ ৪ (সিরিজ)। আমি নালিশী ভূমি বাবদ গ্যাজেটের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করলাম। আমি প্রার্থীত মতে প্রতিকার চাই।

স্বা/-
০৭/০৭/১৫

জবানবন্দি

সত্য নয় যে, নালিশা সম্পত্তি সরকারের সম্পত্তি। সত্য নয় যে, ১৯৬৫ সনে পাক ভারত যুদ্ধের সময় **S.A.** মালিকগন দেশ ত্যাগ করে ভারত চলে যায়। সত্য নয় যে, নালিশী সম্পত্তি সঠিকভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করে ইজারা দেয়া হয়েছে। সত্য নয় যে, ২৯৫/৭৫ নং **VP Case** মূলে নালিশা সম্পত্তি **census** ও প্রত্যর্পন সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়। সত্য নয় যে, লীজ গ্রহীতারা নালিশী সম্পত্তির দখলে আছে। সত্য নয় যে, **RS** খতিয়ানে মালিকের নামের নীচে হাল সাং ভারত পক্ষে বাংলাদেশ সরকার সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সত্য নয় যে, **RS record** পর সময় **SA** মালিকদের দখলে পাওয়া যায় নাই। সত্য নয় যে, নালিশী সম্পত্তি প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তি এবং সঠিকভাবে ক তালিকাভুক্ত হয়েছে।

জেরা **xxx:**

নালিশী **SA** দাগ ৪টি। ৪ টি দাগেই আমি দাবী করি। (অসমাপ্ত)

স্বা/-০৮.১০.১৫

জেরা **xxx**
১৮.১০.১৫

আমার দাখিলী **CS** পর্চা নং -১, **CS** মালিক রমনী মোহন রায় আমার কিছু হয় না। বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার **CS** মালিক রমনী মোহনের আত্মীয় নয়। আমার দাদা ক্ষেত্র মোহন সাহা পোদ্দার নালিশী সম্পত্তি রমনী মোহন এর কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছিল। বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করেছি।

সত্য নয় যে, বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করি নাই। **SA**-৩০, ৭২, ৭৮ দাগ নিয়ে মামলা করেছে। ৩০ দাগে ১৫.০২ একর, ৭২ দাগে ১৬ শতক, ৭৮ দাগে ৭৪ শতক দাবী করি। সত্য নয় যে, বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার ১৯৬৫ সনের পাক ভারত যুদ্ধের পূর্বেই ভারত চলে যায় বা ২৯৫/৭৫

নং **VP case** মূলে নালিশী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হয়। সত্য নয় যে, বিরেশ চন্দ্র সাহা ভারত চলে যাওয়ায় **RS** খতিয়ানে শুদ্ধভাবে তার হাল সাং ভারত, পক্ষে বাংলাদেশ সরকার হিসাবে রেকর্ড হয়। ২০১১ সালে **RS record** ভুল মর্মে মামলা করি। মামলার কাগজপত্র দাখিল করেছি। নম্বর জানা নাই। মামলা **abate** হয়ে যায়। বিরেশ চন্দ্র আমার পিতা মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেছি। সত্য নয় যে, কোন কাগজপত্র দাখিল করি নাই। কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রমাণের জন্য তাকে দিয়ে সাক্ষ্য দেয়াব। সত্য নয় যে, আমার দাখিলা প্রত্যয়নপত্র যোগসাজশী। সত্য নয় যে, নালিশী সম্পত্তি সঠিকভাবে ক তালিকা ভূক্ত হয়েছে। সত্য নয় যে, নালিশী সম্পত্তি সরকার এর দখল ও নিয়ন্ত্রনে। সত্য নয় যে, সরকারী সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কাগজপত্র সৃজন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, আমার মামলা খারিজ হবে।

স্বা/-
১৮.১০.১৫

জবানবন্দি লিখিবার ধারা

মোঃ রেজাউল করিম
পিতা- মৃত সেকান্দার আলী মিয়া

## ডি, ডাব্লিউ- ১

আমি মামলার বিবাদী। সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। মামলার সাক্ষ্য প্রদানের আমাকে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা পত্র দিয়েছে। এই সেই ক্ষমতা পত্র প্রঃ “ক” । নালিশী সম্পত্তি **S.A.** খতিয়ান-২। **S.A.** দাগ ৩০। মোট জমির পরিমান ১৫.২ একর। **S.A.** রেকর্ডীয় মালিক বিরেশ চন্দ্র সাহা। **R.S. 226** খতিয়ান যার দাগ ৩১২। জমির পরিমান **R.S.** মোতাবেক ১৩.৮৪। **R. S.** রেকর্ডটি বীরেশ চন্দ্র সাহা পিতা-ক্ষেত্র সাহা হাল সাং ভারত পক্ষে **customian** বাংলাদেশ সরকার। **R.S.** রেকর্ডটি সঠিক। **B.A** এবং **K.S** রেকর্ডটি অর্পিত ২২৮৭/১২ নং মামলায় দাখিল আছে। চলমান

স্বা/-
২৮.০১.১৬

জবানবন্দি লিখিবার ধারা

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিতা- মৃত দুখাই বেপারী

## *ডি, ডাব্লিউ- ২*

*অত্র মোকদ্দমার নালিশী সম্পত্তি সাভার থানার গান্দারিয়া মৌজায় অবস্থিত। **S. A** খতিয়ান ২। **S. A** দাগ ৩০। মোট জমির পরিমান ১৫১.২। আমি **S. A** পর্চার সইমহুরী মূল কপি দাখিল করলাম প্রদর্শনী- "ক"। আমাকে কর্তৃপক্ষ সাক্ষী দেয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন ০৮.০২.২০১৬ আমি এর মূল কপি দাখিল করলাম প্রদর্শনী- "খ"। **R. S** খতিয়ান ২২৬। **R. S** দাগ নং- ৩১২। মোট জমির পরিমান ১৩০.৮৪ শতাংশ। **R. S** রেকর্ড বিরেশ চন্দ্র সাহা, পিতা- ক্ষেত্র মোহন সাহা, হাল সাং- ভারত পক্ষে ডেপুটি কাস্টডিয়ান এনেমি প্রপার্টি ল্যান্ডস (অস্পষ্ট) বিল্ডিং এর নামে রেকর্ড হয়। আমি **R. S** রেকর্ড এর মূল কপি দাখিল করলাম প্রদর্শনী- "গ"। এই রেকর্ড শুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। এস. এ. রেকর্ডের পরে বিরেশ চন্দ্র সাহা পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কোনরূপ হস্তান্তর না করে ভারত চলে যান। পরবর্তী সময়ে সরকার ২৯৫/৭৫ ভিপি কেস চালু করেন। আমি ঐ আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি ২৮ ফর্দ দাখিল করলাম। নালিশী সম্পত্তি আমরা সাভার থানার অসহায় পরিবার পূর্ণবাসন বহুমুখী সমবায় সিমিতি লিঃ আবুল বাশার গংদের বিভিন্ন পরিমানে লিজ দেয়া হয়। আমরা ১৪২০ পর্যন্ত লীজ মানি পরিশোধের চিঠির সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করলাম। ৬৪ ফর্দ। এই চিঠির প্রেক্ষিতে তারা লীজ পরিশোধ করেন। তাদের কর্তৃক মানি পরিশোধের রশিদ ও চিঠির সত্যায়িত ফটোকপি ১৪ ফর্দ দাখিল করলাম। এই নালিশী সম্পত্তি হলো অর্পিত/অনাবাদী সম্পত্তি। এই সম্পত্তি 'ক' তালিকায় ৭৫৮ নং ক্রমিকে শুদ্ধ ভাবে এসেছে। নালিশী সম্পত্তি লীজ এর মাধ্যমে সরকার দখল করেন। বাদী যে মালিকানা দাবী করেন তা মিথ্যা। বাদীর কোন দখল নাই। এই মামলায় বাদী কোন অবমুক্তির আদেশ পেতে পারেন না। আমি বাদীর মামলা খারিজ চাই।*

*XXX বাদী পক্ষে*

*আমি ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে আমিন বাজার ভূমি অফিসে ২০১৫ সনের জানুয়ারী মাসে যোগদান করি। এর আগে আমি গুলশানে ছিলাম।*

*অসমাপ্ত*
*২৩.০৩.১৬*

*বাদী পক্ষে বাদী জেরা xxx ০৭.০৮.১৬*

লীজ হয় ১৯৭৫ সালে। ভিপি কেস চালু হয় ১৯৭৫ সালে। চালুর কাগজ আদালতে দাখিল করেছি। ভিপি কেস কাগজ পত্র সত্যায়িত করে দাখিল করেছি। ১৩.০৭.৭৫ তারিখে শুরু করি। কোন আইনে ভিপি করেছে সেটি ০৬.০৯.৬৫ তারিখের পর থেকে। **১৯৬৫** সালে **Defence of Pakistan Ordinance** এর বিধান বলে এই সম্পত্তি ভিপি করা হয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ১৩.০৭.৭৫ তারিখে। সত্য নয় যে, ঐ তারিখে আমাদের ভিপি কেস চালু করার কোন এখতিয়ার ছিল না। ভিপি কেস ২৯৫/৭৫ একটি বেআইনী এখতিয়ার বহির্ভূত ভিপি কেস তা সত্য নয়। সত্য নয় যে, এখতিয়ার বহির্ভূত ভিপি কেস এর মাধ্যমে কোন লীজ প্রদান করা হয় নাই। সত্য নয় যে, বেআইনী লীজ দ্বারা কেউ দখল পায় নাই। বর্তমান তালিকাটি ভিপি কেস ২৯৫/৭৫নং ভিপি কেস এর বরাতে হয়েছে। সত্য নয় যে, ভিপি কেস বেআইনী সে কারনে তালিকাটাও বেআইনী। সত্য নয় যে, জমির মালিক বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার কখনও নালিশী জমি ত্যাগ করে ভারতে যান নাই। সত্য নয় যে, **R. S.** রেকর্ডের সময় ও তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। সত্য নয় যে, **R. S.** রেকর্ড এর সময় ভুল বশত তার নাম এর শেষে হাল সাং ভারত পক্ষে ডেপুটি কাষ্টডিয়ান লেখাটি এসেছে। সত্য নয় যে, তিনি দেশে থাকার কারনে আইনগত ক্ষমতা থাকাকালীন আমরা কোন ভিপি কেস চালু করি নাই। **R. S.** খতিয়ান নালিশী মৌজা সম্ভবত ১৯৭২ সনে প্রস্তুত হয়। **R. S.** খতিয়ান জরীপ অধিদপ্তর করে থাকেন। জরীপের সময় আমরা বিরেশ চন্দ্র সাহাকে কোন নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। সত্য নয় যে, বিরেশ চন্দ্র এই দেশে মৃত্যু বরন করেছেন। সত্য নয় যে, তার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির মালিক হন তার ২ ছেলে অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয়। সত্য নয় যে, তারা মালিক হিসেবে এই সম্পত্তি ভোগ দখলে আছেন। সত্য নয় যে, আমরা আইন বহির্ভূত লীজের কাগজ পত্র দাখিল করে আদালতে দাখিল করেছি। সত্য নয় যে, তালিকায় আনয়ন করাটি অবৈধ বিধায় ঐ সম্পত্তি অবমুক্তি হবে।

সমাপ্ত
২৩.০৩.১৬

রিকল মূলে জবানবন্দি ২৩.০৮.১৬

আমি লীজ ২৯৫/৭৫ ভিপি কেস এর আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি ২৮ ফর্দ দাখিল করলাম। প্রদর্শনী- "ঘ" সিরিজ (মূল নথির

সাথে মিলিয়ে) লীজ মানি পরিশোধের চিঠি সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করলাম ৬৪ ফর্দ। প্রদর্শনী- "ঙ" সিরিজ (মূল নথির সাথে মিলিয়ে) লীজ মানি পরিশোধের রশিদ ৬ ফর্দ সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করলাম। প্রদর্শনী- "চ" সিরিজ (মূল নথির সাথে মিলিয়ে)।

বাদী পক্ষে জেরা

প্রথমে লীজ দেয়া হয় ১৩.০৭.৭৫ তারিখে। সত্য নয় যে, এখানে তারিখটি ওভার রাইটিং আছে। এখানে তারিখ ১৫.০৭.৭৫ ও খতিয়ান ২ ওভার রাইটিং তা সত্য নয়। আমি এগুলো নিজে লিখি নাই। তখন আমার চাকুরী হয় নাই। প্রথমে লীজ দেয়া হয়েছে জয়উদ্দিনকে পরে বলে ডান দিকে জয়উদ্দিন গং লেখা আছে। আমার চশমা ব্যতিত দেখতে সমস্যা হয়। ঐ সময়ই জয়উদ্দিন সহ ৪২০ জনকে লীজ দেয়া হয়েছে। তাদের নামের একটি লীষ্ট আছে। আমি এটি দাখিল করি নাই। রেকর্ডে গং আছে রেকর্ডে ৪২০ জনের নাম নাই। লীজ দেয়ার জন্য যে আবেদন প্রয়োজন হয় তা আমাদের রেকর্ডে আছে। পরে বলে আবেদন আছে কিনা আমার জানা নাই। আমি লীজের আবেদনের কোন কপি দাখিল করি নাই। তালিকা করার আগে মালিকদের কোন নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না। আমার রেকর্ডে নোটিশ আছে কিনা তা বলতে পারব না আমি দাখিলও করি নাই। সত্য নয় যে, এ সম্পত্তি কখনও অর্পিত সম্পত্তি ছিল না। ১৩.০৭.৭৫ তারিখের যে লীজ দেয়ার কাগজ দেখিয়েছি সেটা ব্যাক ডেট বসিয়ে মিথ্যা ভাবে সৃজন করেছি। সত্য নয় যে, জয়নউদ্দিন নামে কোন ব্যক্তির অস্থিত্ব নাই। সত্য নয় যে, ঐ সম্পত্তি লীজ নেয়ার জন্য ৭৫ সালে কেউ আবেদন করেন নাই। সত্য নয় যে, কথিত লীজ মূলে কেউ দখল পায় নাই বা আমরা দখলে দিতে পারে নাই। ৫৬নং আদেশে তাং ১৭.১২.১২ এ সাভার থানার অসহায় পরিবার পূর্ণবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষে ৪২০ জন সদস্যকে লীজ নবায়ন করি। এদেরকে লীজ দেই ১৩.০৭.৭৫ এর ১নং আদেশে ঐ সমিতিকেই লীজ দেই। ১নং আদেশে জয়নদ্দিন গং লেখা আছে সমিতির কোন নাম এখানে নাই। ১৪২০ সাল পর্যন্ত লীজ নবায়ন করা আছে। বাকী সময় পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। ৬১নং আদেশ ১৬.০১.১৩ এ সরেজমিনে দখল নেয়ার জন্য আবেদন করেছেন লীজী তা লেখা আছে এবং ঐ আদেশে লীজীদের সরেজমিনে দখলে দেয়ার জন্য সার্ভেয়ার কামাল হোসেনকে পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে উল্লেখ আছে তা সত্য। ০৪.০৩.১৩ তারিখের ৬২নং আদেশে কামাল হোসেনকে পত্র দেয়া যেতে পারে লীজীদের দখল

দেয়ার জন্য তা লেখা আছে। কামাল হোসেন লীজীদের দখল দিয়েছেন এমন কোন কথা রেকর্ডে আছে কিনা আমার জানা নাই। সত্য নয় যে, আমরা বহুমুখী সমবায় সমিতিকে কোন লীজ দেই নাই এগুলোর আমরা কতিপয় কাগজ সৃজন করেছি। সত্য নয় যে, এগুলো সকল কাগুজে লীজ। সত্য নয় যে, ঐ জমিতে জমির মালিক পক্ষ দখলে আছেন। সত্য নয় যে, কাগজাত লীজের বলে তারা কখনও দখল পায় নাই। সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষী দিলাম।

সমাপ্ত
২৩.০৮.১৬

## জবানবন্দি লিখিবার ধারা

রহিমা বেগম
স্বামী- মোঃ মিজানুর রহমান

## ডি, ডাব্লিউ- ৩

আমি সাভার থানার অসহায় পরিবার পুনর্বাসন সমবায় সমিতির বর্তমান সভাপতি।সভার সকলে সাক্ষী দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতিপত্র দাখিল করলাম। প্রদর্শনী-ছ।

আমরা লীজের আবেদনের ফটোকপি দাখিল করলাম ৮ ফর্দ। কর্তৃপক্ষ আমাদের ৪২০ জনকে লীজ প্রদান করেন। আমি তালিকা বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করলাম ২২ ফর্দ। প্রদর্শনী-জ সিরিজ (মূল নথির সাথে মিলিয়ে) নালিশী সম্পত্তি আমরা সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে ভোগ দখলে আছি। বাদীদের ভোগ দখলে নাই। এখানে কাঁচা পাকা ঘর উঠিয়ে ভোগ দখলে আছি।

xxx বাদী পক্ষে জেরাঃ

আমি ব্যক্তিগতভাবে গৃহিনী। আমার স্বামী ঠিকাদারী করেন রাজের। আমার বাচ্চরা লেখাপড়া করেন গেন্ডারিয়া স্কুলে পরে বলে নাম জানি না। ৩ জন সন্তান এক জন বিয়ে হয়েছে। আমি এর আগে থাকতাম গোপালগঞ্জ। আজ থেকে অনেক বছর আগে ঢাকা আসি। ১৩ বছর বয়স থেকে গান্দারিয়ায় থাকি। বর্তমান বয়স ৪১। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে বলতে পারব না কাগজ দেয়া আছে পরে বলে ১৫/১৬ বছর আগে হয়েছে। প্রথম সভাপতি ছিল আনোয়ার। সমিতির গঠন তন্ত্র আছে অদ্য দাখিল করি নাই। রেজিষ্ট্রি করেছি আগারগাঁও এ ২০০২ সালে। আমি কাগজ দাখিল করি নাই। লীজ পাওয়ার জন্য প্রথম আবেদন করি ১২ সালের দিকে। আমাদের সরকারি অফিস থেকে নামের তালিকা দিয়েছে। সত্য নয় যে, আমি নথি থেকে

*ফটোকপি নিয়েছি। আমার আগে যে সাক্ষী দিয়েছেন সে সময় আমি ভিতরে ছিলাম। বর্তমানে লীজ আছে তবে নবায়ন করা হয় নাই। ২১, ২২, ২৩ সালের দরখাস্ত দেয়া াছে। তবে কোন কাগজ দেই আমাদের দখল বুঝিয়ে দেয়ার কাগজপত্র আদালতে জমা দিয়েছি। আমাদের দখল বুঝিয়ে দিয়েছে ২০১৩ সালে পরে বলে ২০১৪ সালে দখল বুঝিয়ে দিয়েছে। সত্য নয় যে, এখানে আমাদের সরকারের বাইরে কোন স্বার্থ নাই। সত্য নয় যে, এই সমিতি নামে কোন সমিতির অস্থিত্ব নাই। সত্য নয় যে, আমি অসহায় ব্যক্তি নই। সত্য নয় যে, ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সত্য নয় যে, আমরা যোগসাজশীভাবে এই লীজের কাগজ তৈরী করেছি। সত্য নয় যে, সরকার কোন লীজ নেয় নাই। সত্য নয় যে, আমরা দখলে নাই। সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।*

*স্বা/-*
*২৩.০৮.১৬*

**মোঃ শামীম আহমেদ, সিনিয়র সহকারী জজ, সাভার আদালত, ঢাকা** কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মোকদ্দমা নং- ৪৭৯/২০১২ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.১০.২০১৬ তারিখের রায়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অংশটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*“ এই মোকদ্দমার ২টি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনে ২০০১ সংশোধিত ২০১১ এ ১০ (১১) ধারার বিধান মোতাবেক অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত দরখাস্ত। আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ ভাবে এটি দাখিল করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ বস্তুগত বিপরীত মুখী কোন প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন নাই। মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে বাধা নাই বিধায় বিচার্য বিষয় ১ বাদী পক্ষে অনুকূলে গৃহীত হলো। এই বিচার্য বিষয় দুটি পরস্পর সংযুক্ত বিধায় আলোচনার সুবিধার্থে এবং একই বিষয়ের পৌনঃ পুনিক আলোচনা রোধে একত্রে গৃহীত হলো।*

যেহেতু অর্পিত ৪৭৯/১২ ও অর্পিত ২২৮৭/১২ মোকদ্দমায় এস,এ রেকর্ডীয় মালিক বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার পর্যন্ত স্বীকৃত তাই অর্পিত ৪৭৯/১২ মোকদ্দমার সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনা পরবর্তী অর্পিত ২২৮৭/১২ মোকদ্দমার সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনা করা হবে।

বাদী পক্ষ সি,এস রেকর্ডীয় মালিক ক্ষেত্র মোহন সাহা পোদ্দার এর পুত্র এস,এ রেকর্ডীয় মালিক বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার এর ওয়ারিশ সুত্রে নালিশী সম্পত্তি দাবী করেন। বাদী পক্ষ সি,এস, এস, এ ও আর,এস খতিয়ান প্রদর্শনী-১ সিরিজ হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করেছেন। এস,এ রেকর্ড ও আর,এস রেকর্ড যে বাদীদের পিতার নামে সেটা বিবাদী পক্ষ ও স্বীকার করেন। বিবাদী পক্ষের বক্তব্য হলো ১৯৬৫সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় এস,এ রেকর্ডীয় মালিকগণ দেশ ত্যাগ করে ভারত চলে যাওয়ায় তাদের সম্পত্তি প্রথমে শত্রু সম্পত্তি পরে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়।

যুক্তিতর্ক শুনানী কালে বাদীপক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবি উল্লেখ করেন এই সম্পত্তি অর্পিত সম্পতির তালিকায় নেয়াটাই অবৈধ হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন, ২০০১ অনুযায়ী যদি সঠিকভাবে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা করা হয় ও থাকে তাহলেও উক্ত ব্যক্তির ওয়ারিশ কিংবা তাদের মাধ্যমে হস্তান্তর মুলে ব্যক্তিদের বরাবর সম্পত্তি অবমুক্ত হবে। বাদী পক্ষ যে

বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার এর ওয়ারিশ সেই মর্মে জাতীয় পরিচয় পত্রে মুল কপি প্রদর্শনী-২ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের জন্ম সনদের মুল কপি প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নাগরিক সনদ পত্রের মুল কপি প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোর বিপরীতে কোন প্রমান বিবাদী পক্ষ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই মোকদ্দমার সম্পত্তি লীজ দেয়া হয় ২৯৫/১৫ ভিপি কেস এর মাধ্যমে জেরার জবাবে ডি. ডব্লিউ-২ বলেন প্রথমে লীজ দেয়া হয় ১৩.০৭.৭৫ তারিখে। অথচ ২৩/৩/১৯৭৪ সালের পরে কোন ভিপি কেস শুরু করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা ২৩/৩/১৯৭৪ তারিখে **Ordinance No.1 of 1969** প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, বর্তমান ভিপি কেসটি এই তারিখের পর হওয়ায় সেটি অবৈধ। অত্র মোকদ্দমার ভিপি কেস চালু হয়েছে ১৩/৭/৭৫ তারিখে। অথচ জেরার জবাবে ডি. ডব্লিউ-২ বলেন আর,এস খতিয়ান নালিশী মৌজা সম্পত্তি ১৯৭২ সনে প্রস্তুত হয়েছে। জরীপের সময় আমরা বীরেশ চন্দ্র পোদ্দারকে কোন নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। সত্য নয় যে, বীরেশ চন্দ্র এই দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, ভিপি কেস এর কার্যক্রম আর, এস রেকর্ডের আগে তারা শুরু করেন নাই।

অন্যদিকে বাদীরা যে বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারের ওয়ারিশ নয় সেই মর্মে কোন প্রমাণ (বস্তুগত) তা আদালতে দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাদীদের দাখিলীয় প্রদর্শনী সমূহ যে সুষ্ঠু বা জাল তাও তারা প্রমাণ করতে পারেন নাই।

এছাড়া নালিশী সম্পত্তি যে আইনানুগভাবে অর্পিত হয়েছে সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব হলো সরকারের/বিবাদীর। এ থেকে তারা কোনভাবেই তাদের **"Burden Shift"** করতে পারেন না।

বিবাদী পক্ষ কেন কিভাবে ভিপি হয়েছে বা আইনগত ভাবে এটি ভিপি হয়েছে কিনা সেটি প্রমাণের চেয়ে নালিশী সম্পত্তি কিভাবে লীজ দিয়েছেন কারা লীজ মুলে দখলে আছেন এটি প্রমান যথেষ্ট ছিলেন বেশী। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ডি, ডব্লিউ-৩ হিসেবে রহিমা বেগম এ সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেছেন যিনি সাভার থানায় অসহায় পরিবার পুনর্বাসন সমবায় সমিতির বর্তমান সভাপতি। এছাড়া ডি, ডব্লিউ-২ কে এ বিষয়ে জোর করা হলে তিনি বলেন, রেকর্ডে গং আছে রেকর্ড ৪২০ জনের নাম নাই। লীজ দেয়ার জন্য যে আবেদন প্রয়োজন হয় তা আমাদের রেকর্ডে আছে। পরে বলে আবেদন

আছে কিনা আমার জানা নাই। আমি লীজের আবেদনের কোন কাগজ দাখিল করি নাই। তালিকা করার আগে মালিকদের কোন নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না। আমার রেকর্ডে নোটিশ আছে কিনা বলতে পারব না আমি দাখিল ও করি নাই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে লীজ আবেদনের কোন কাগজ তারা দাখিল করতে পারেন নাই এমনকি কোন নোটিশ ও তারা দাখিল করেন নাই। অথচ বিবাদী পক্ষ সাভার থানায় অসহায় পরিবার পূনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতির নামীয় লীজ মানি পরিশোধের কাগজ পত্র ও সদস্যদের নামের তালিকা আদালতে দাখিল করেছেন যা বিবাদীর মোকদ্দমা প্রমাণে অপ্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় দেখা যায় বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারের সম্পত্তি অবৈধ ভাবে ভিপি তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে এবং বাদীরা তার বৈধ ওয়ারিশ।

অন্যদিকে অর্পিত ২২৮৭/১২ মোকদ্দমার বাদী পক্ষ সেই বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারের নিকট থেকে দলিল নং ২৯৪-২৯৯ তাং ৬/২/৮৩ ও দলিল নং ৬৫৫২ তাং ১১/৬/৮৯ মুলে নালিশী সম্পত্তি জোর করে ভোগ দখলে আছেন মর্মে দাবী করেন যা প্রদর্শনী-৫ সিরিজ ও প্রদর্শনী-৬ হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করেছেন।

আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় অত্র মোকদ্দমা ২টির তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ভিপি তালিকাভুক্ত হওয়া অবৈধ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কে নালিশী সম্পত্তি মালিক দখলকার বা কার স্বত্ব আছে এটি বর্তমান মামলার বিবেচ্য নয়। এটি দিতে হলে দালিলীক যে প্রমাণ ২২৮৭/১২ অর্পিত মামলায় বাদী প্রদান করেছেন তার উপর একটি সিদ্ধান্তে এসে তার পর প্রদান করতে হবে। এছাড়া এটি প্রদান সম্ভব নয়। আবার একই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে অবমুক্ত হবে সেটিও আইন ও ন্যায় সংগত নয়।

অর্পিত ৪৭৯/১২ দায়ের করা হয়েছে ৩০/৭/১২ তারিখে এবং অর্পিত ২২৮৭/১২ দায়ের করা হয়েছে ২৭/৯/১২ তারিখে। একারণে অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত প্রথম দরখাস্তটি মঞ্জুর যোগ্য মর্মে অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। অর্পিত ২২৭৮/১২ মোকদ্দমার বাদী পক্ষ তাদের দালিলীক প্রমানাদির মাধ্যমে তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারের মাধ্যমে অর্পিত দলিল গুলো সঠিক ও আইনানুগ হলে বীরেশ চন্দ্রের ওয়ারিশ হিসেবে অর্পিত ৪৭৯/১২ এর বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব থাকবে না। উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে একই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন মামলার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বরাবরে অবমুক্তির সুযোগ না থাকায় অর্পিত ৪৭৯/১২

মঞ্জুর যোগ্য এবং এটি মঞ্জুর হওয়ার কারণে অর্পিত ২২৮৭/১২ নামঞ্জুর করা হলো।

উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় বিচার্য বিষয় ১, ২ ৪৭৯/১২ অর্পিত মামলা ও ২২৮৭/১২ বাদী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হলো। এবং অর্পিত ৪৭৯/১২ মোকদ্দমার বাদী পক্ষে নালিশী সম্পত্তি অবমুক্ত হবে মর্মে আদালত মনে করে।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক

অতএব, আদেশ হয় যে,

অর্পিত মোকদ্দমা ৪৭৯/১২ বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। এবং অর্পিত ২২৮৭/১২ নামঞ্জুর হয়। এতদ্বারা নালিশী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অর্পিত ৪৭৯/১২ মোকদ্দমাটি বাদীদের অনুকূলে অবমুক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। জেলা প্রশাসক মহোদয় ঢাকাকে অর্পিত ৪৭৯/১২ এর বাদীদের পক্ষে অবমুক্তির প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। ”

সিনিয়র সহকারী জজ শামীম আহমেদ রায়ে বলেন যে “বাদী পক্ষ যে বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার এর ওয়ারিশ সেই মর্মে জাতীয় পরিচয় পত্রে মুল কপি প্রদর্শনী-২ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপিত করেন। এছাড়াও তারা তাদের জন্ম সনদের মুল কপি প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নাগরিক সনদ পত্রের মুল

*কপি প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়গুলোর বিপরীতে কোন প্রমান বিবাদী পক্ষ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।"*

অর্থাৎ অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষের উপস্থাপিত প্রদর্শনী-১, ২, ৩ এবং ৪ সিরিজের উপর ভিত্তি করে এবং যেহেতু বিবাদী পক্ষ এর বিপরীতে কোন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে পারেননি সেহেতু উক্ত প্রদর্শনীর উপর ভিত্তি করে বাদীপক্ষ মূল মালিকের উত্তরাধিকারী প্রমাণিত বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর ধারা ১০ এর উপধারা ৬(৭) মোতাবেক মালিকানা বিষয়ে সতাসত্য অনুসন্ধান এবং ৮(৪) মোতাবেক সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কিছুই করেন নাই। এক কথায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী ভাবে রায়টি প্রদান করেছেন।

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালত, ঢাকা এর আদালত এর অর্পিত আপীল মোকদ্দমা নং- ২০/২০১৭ এর সকল আদেশসমূহ অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ**

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নম্বর (জ) ১৩।
HIGH COURT FORM NO. (J) 13

আদেশ শীটের ফরম।
Form of order-sheet

জেলা- ঢাকা।
DISTRICT

জেলা জজ আদালত, ঢাকা

**COURT OF** উপস্থিতঃ- এস এম কুদ্দুস জামান

মামলা/মোকদ্দমা নম্বর- অর্পিত আঃ ২০/২০১৭

জেলা প্রশাসক, ঢাকা বনাম শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা

পোদ্দার

----- আপীলকারী। ------ রেসপনডেন্ট।

| ক্রমিক নম্বর Serial Number | আদশে অথবা মামলার তারিখ Order of other Proceeding | আদেশ বা অন্যান্য মামলা Order or other proceeding | আদালতের স্বাক্ষর Signature of Court | আদেশের উপর অফিসে তারিখসহ গৃহীত ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনবোধে উকিল বা পক্ষগণের তারিখসহ স্বাক্ষর Office action taken on order with date and dated signature of pleaders parties when necessary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ২০/৪/১৭ | তালিকাভুক্ত করা হউক। অত্র আপীলটি ঢাকার বিজ্ঞ সিনিঃ সহঃ জজ, সাভার আদালতের অর্পিত ৪৭৯/১২ নং মোকদ্দমার বিগত ২৫/১০/২০১৬ ইং তারিখের আদেশের রায় এবং ৩০/১০/২০১৬ ইং তারিখের ডিক্রীর অসম্মতিতে অত্র মোকদ্দমাটি ১৩ দিন বিলম্বে দায়ের করা হইয়াছে। ফিরিস্তি মোতাবেক তর্কিত রায় ও ডিক্রীর সই মোহর নকল এবং ডাক ও আদালত যোগে প্রতিপক্ষের প্রতি জারীর জন্য রোজসহ তলবানা দাখিল করেছেন। তৎসহ এক দরখাস্ত দ্বারা দরখাস্তের বর্নিত কারনে তামাদী আইনের ৫ ধারামতে ১৩ দিন বিলম্ব মওকুফের প্রার্থনা করেন। আগামী ২৩/৪/২০১৭ ইং তারিখ গ্রহন বিষয়ক শুনানী।<br><br>স্বা/- অস্পস্ট<br>জেলা জজ, ঢাকা। | | |

২
২৩.৪.১৭

অদ্য গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হলো।

Heard the learned lawyer for the appellant, perused the petition under Section 5 of the Limitation Act for condonation of delay of 13 days in preferring the appeal which has been satisfactorily explained by the appellant. The above delay is condoned. The appeal is admitted for hearing.

Issue notice upon the respondent Nos. 1-2 fixing 07.06.2017 for S. R. & A. D.

Call for the lower courts record.

The appellant is directed to file postal receipts by 07.06.2017.

Dictated & corrected by me

| | |
|---|---|
| Sd/- Illegible | Sd/- Illegible |
| (S. M. Kuddus Zaman) | (S. M. Kuddus Zaman) |
| District Judge, Dhaka | District Judge, Dhaka |

৩
০৭.০৬.২০১৭

অদ্য LCR প্রাপ্তি, নোটিশ ফেরত ও ডাক রশিদ দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। LCR পাওয়া যায় নাই। নোটিশ জারী অন্তে ফেরত আসে নাই। আগামী ০৯.০৮.২০১৭ তাং LCR প্রাপ্তি ও নোটিশ ফেরতের জন্য দিন ধার্য্য করা হল।

স্বা/- অস্পষ্ট
জেলা জজ, ঢাকা।

৪
০৯.০৮.২০১৭

অদ্য LCR প্রাপ্তি, নোটিশ ফেরত ও ডাক রশিদ দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। LCR পাওয়া যায় নাই। নোটিশ জারী অন্তে ফেরত আসে নাই। ১-২নং রেসপনডেন্ট

ওকালতনামা যোগে হাজিরা দিয়াছে। Respondent has entered appearance. The appeal is ready for hearing. To 24.08.2017 for appeal hearing.

Dictated & corrected by me

Sd/- Illegible — Sd/- Illegible

District Judge, Dhaka — District Judge, Dhaka

৫
২৪.০৮.২০১৭

অদ্য আপীল শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। রেসপনডেন্ট হাজিরা দিয়াছে। অ্যাপিলেন্ট দরখাস্ত দ্বারা শুনানীর জন্য সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে।

Petition for time is allowed as last chance. To 17.09.2017 for hearing of the appeal.

Dictated & corrected by me

Sd/- Illegible — Sd/- Illegible

District Judge, Dhaka — District Judge, Dhaka

৬
১৭.০৯.২০১৭

অদ্য আপীল শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। রেসপনডেন্ট পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। আপীল শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হইল।

Seen. To 22.10.2017 for appeal hearing.

Dictated & corrected by me

Sd/- Illegible — Sd/- Illegible

District Judge, Dhaka — District Judge, Dhaka

৭
২২.১০.২০১৭

অদ্য আপীল শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। রেসপনডেন্ট পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। আগামী ০১/১১/২০১৭ তাং আপীল শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করা হল।

স্বা/- অস্পষ্ট
জেলা জজ, ঢাকা।

৮
০১.১১.২০১৭

অদ্য আপীল শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। রেসপনডেন্ট হাজিরা দিয়াছে। আপীল শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হল। রেসপনডেন্ট পক্ষকে শুনলাম। আগামী ০২.১১.২০১৭ তাং অ্যাপিলেন্ট পক্ষকে শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট
জেলা জজ, ঢাকা।

৯
০২.১১.২০১৭

অদ্য অ্যাপিলেন্ট পক্ষকে শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। অ্যাপিলেন্ট হাজিরা দিয়াছে। রেসপনডেন্ট হাজিরা দিয়াছে। শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হল। অ্যাপিলেন্টকে শুনলাম। অদ্যই রায় প্রচারের জন্য নথি পেশ করা হউক। নথি রায় প্রচারের জন্য পেশ করা হল। অতঃপর প্রকাশ্য আদালতে কম্পিউটারে কম্পোজকৃত ৭ (সাত) পৃষ্ঠায় এই মর্মে রায় প্রদান করা হল যে,

ORDERED

That the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal Appeal case be dismissed on contest against the respondents without any order as to cost. The impugned Judgment and decree passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal and Senior Assistant Judge, Savar Court, Dhaka in অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- 479 of 2012 on 25.10.2016 is hereby affirmed. Send down the L. C. R along with a copy of this judgment to the learned court below at once.

রায় নথিভুক্ত করা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট
জেলা জজ, ঢাকা।

১০
০৯.১১.২০১৭

ডিক্রী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাতে আদালতের স্বাক্ষর ও সীল মোহর যুক্তমতে দেওয়া গেল।

স্বা/- অস্পষ্ট
জেলা জজ, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আপীল ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন ট্রাইব্যুনাল আপিল মোকদ্দমা নং- ২০/২০১৭ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

***<u>Arpita Sampatti Protarpon Tribunal Appeal No. 20/2017</u>***

***This appeal at the instance of Government of Peoples Republic of Bangladesh represented by Deputy Commissioner Dhaka is directed against judgment and decree dated 25.18.2016 (Decree drawn on 30.10.2016 passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti protarpon Tribunal and Senior Assistant Judge Saver Court, Dhaka.***

***In অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং 479 of 2012 decreeing the same in full on contest.***

***Facts leading to this appeal in short are that the Respondent as Plaintiff instituted above suit for release of the suit property measuring and area of 1556 decimal land and appertaining to C.S. Khatian No. 1 S.A. Khatian No. 2 R.S. Khatian No. 226 of Mouza Gandaria under Saver P.S. as described fully in the schedule to the plaint from the list of Ka schedule of the gazette published for Arpita Sampatti alleging that above property originally belonged to Khetra Mohan Saha Poddar in whose name C.S. khatian of the suit property was correctly prepared. Above Khetra Mohan Saha Poddar died leaving only son Biresh Chandra Poddar who was in peaceful possession of the suit property and in his name S.A. and R.S. khatians of the suit property were correctly recorded. In the city Survey khatian the suit property was recorded in the name of Biresh Chandra Saha Poddar but his address was***

*shown in India. Above Biresh Chandra Saha Poddar died leaving two sons namely Madhab Chandr Saha Poddar and Ruhichandra Saha Poddar as his heirs who are the plaintiff of this case. Plaintiff are the citizens of Bangladesh as per they pray of for release of the suit property from ka schedule of the gazette. Hence this suit.*

*Defendant contested the suit by filing a written statement wherein he has denied all material claims and allegations made in the plaint and stated that the suit property originally belonged to Biresh Chandra Saha Poddar who left this country for good for India during 1965 Indo Park. war and never came back to Bangladesh. As such the suit property has been enlisted as Arpito Sampatti. The Government has leased out the suit property to the poor peoples who are possession in the suit property. The false suit of the plaintiff is liable to be dismissed with cost.*

*At trial plaintiffs examined one P. W. and documents produced and proved by the plaintiff were marked exhibit Nos. 1 series 2, 3 and 4 series respectively. While the defendant examined three D. Ws and documents produced and proved by the defendants were marked ext. Nos Ka.Kha. Ga.Gha. Uma. series Cha series chha and. ja series. respectively.*

*On consideration of facts and circumstances of the case and materials on record. the learned Judge of the Arpita Sampati Protaapon Tribunal and Senior Assistant Judge Saver Court Dhaka was pleased to decree in the suit in full holding that the plaintiff are heirs of the original owner of the suit property namely Biresh Chandra Saha Poddar and accordingly directed*

***the defendant to release the suit property from the Ka schedule of the Arpita Sampatti.***

***Being aggrieved by above Judgment and decree passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti Tribunal the defendant has preferred this appeal contending that the learned judge has failed to appreciate property the material on record and most illegally decreed suit on the basis of conjecture and surmise which is not tenable in law.***

***Point for determination***

1. ***Is the impugned Judgment and decree passed by the learned Senior Assistant Judge Saver Court Dhaka in অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং 479 of 2012 on 25.10.2016 tenable in law.***

***<u>Findings and decision</u>***

***It is admitted that the suit property originally belonged to Biresh Chandra Saha Poddar and in his name S.A. R.S. and City survey khatian of the suit property were correctly recorded.***

***It is also admitted that the suit property has been enlisted in ka schedule of the Arpita Sampatti as described in the schedule to the plaint.***

***Plaintiff have instituted this suit for release of the suit property from the ka schedule of the Arpita Sampatti alleging that they are the sons of Biresh Chandra Saha Poddar and his sole heirs and both of them citizen of Bangladesh.***

***It is well stated that the purpose and objective of অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০১২ is to return back the Arpita Sampatti to the heirs of its original owners provided that such heirs are citizens of Bangladesh.***

***Undisputedly the suit property belonged to Biresh Chandra Saha Poddar and in his name three record of rights were correctly prepared. <u>Sree Madhab Chandra Saha Poddar and Sree Ruhichandra Saha Podder as plaintiff instituted this suit and they have mentioned that they are the sons of late Biresh Chandra Saha Poaddar At paragraph Nos. 4 and 5 of the plaint the plaintiff have specifically claimed that they are two sons of above mentioned Biresh Chandra Saha Poddar and his sole heirs.</u>***

***Above claim of the plaintiff has been further supported by the evidence of P.W. 1 Madhab Chandra Podder. Above PW has reiterated in his examination in chief above claim and stated that Biresh Chandra Saha Poddar was the original owner of the suit property and he died leaving two sons namely Madhab Chandra Saha Poddar and Ruhichandra Saha Poddar. The witness claimed himself to be the son of Biresh Chandra Saha Poddar.***

***The Defendant contested the suit by filing written statement. In his written statement the defendant did not make any specific denial to above claim of the plaintiff that the plaintiff are not the heirs of Biresh Chandra Saha Poddar nor any claim was made in the written statement that the plaintiff are imposters of they are false persons and their claim of inheritance is false and unfounded. As mentioned above in this case the defendant has examined three DWs namely Md. Rezaul Karim Md. Ismail Hossain and Rahima Begum. But none of them has stated in their respective examination in chief that the plaintiff are not sons and heirs of above mentioned Biresh Chandra Saha Poddar, As such above claim of the plaintiff have in fact been admitted by pleading of the defendant.***

***At the time of hearing of the appeal the learned Government pleader stated that the plaintiff are not the sons of Biresh Chandra Saha Poddar who was the original owner of the disputed property but they are imposters. The plaintiff have filed this false case to grab the disputed which have been leased out to poor people.***

***In reply to above allegation the learned lawyer for the plaintiffs stated that this point was not raised by the defendant at any stage of the proceeding and the learned lawyer produced into photo copies of National ID cards of the plaintiffs which dully attached by a Joint Secretary of the Election Commission Secretariat Dhaka. Above National ID Cards show that the plaintiff are sons of Biresh Chandra Saha Poddar and they are citizens of Bangladesh.***

***Since the defendant did not challenge the claim of the plaintiffs that they are not the heirs of Biresh Chandra Saha at trial I am unable to find any substance in the above submission of the learned lawyer for the Appellant. On the consideration of above facts and circumstances of the case and materials on record I am of the view that the plaintiff have***

***succeeded to prove that the suit property originally belonged to Biresh Chandra Saha Poddar and they are sole heirs of above Biresh Chandra Saha Poddar and they are citizens of Bangladesh. As such the leaned judge of the Tribunal has rightly decreed the suit and directed for release the suit property from ka schedule of the Arpita Sampatti Gazette which calls for no interference.***

***Court fees paid in memo of appeal are adequate. Accordingly it is***

***Ordered.***

***That the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal Appeal case be dismissed on contest against the respondents without any order as to cost. The impugned order and decree passed by the learned Judge of the Arpita Sampatti Protarpon Tribunal and Senior Assistant Judge Saver Court, Dhaka in অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং 479 of 2012 on 25.10.2016 is hereby affirmed.***

***Send down the L.C.R. along with a copy of this Judgment to the learned court below at once.***

***Dictatec & corrected by***

***Sd/ S M Kuddus Zaman*** ***Sd/ S M Kuddus Zaman***
***Judge of the Arpita*** ***Judge of the Arpita***

*Sampatti protarpon Appellate Tribunal & District Judge, Dhaka 2.11.17*

*Sampatti protarpon Appellate Tribunal & District Judge, Dhaka 2.11.17*

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের উপরিল্লিখিত রায়টি পড়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালে (পরবর্তীতে রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) সুনীল আম্বানি এর লেখা **Ethical Reasoning in Judicial Process** এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো ঃ

## *ETHICAL REASONING IN JUDICIAL PROCESS*

*By*
*Sunil Ambwani,*
*Judge, Allahabad High Court,*
*Allahabad*

***1. The reasons, satisfy us to draw conclusions which affect people's lives, influence their behaviour, and sometimes change society's reactions to issues that govern life. Paradoxically, these reasons are very often not supported by reasoning, leaving people confused, as a result, raising doubt over institutional wisdom and integrity. The reasoning in support of reasons is an important function in decision making process. It assures society of the quality of the decisions, promotes healthy and informed debate and clears the way of improvement of future actions. Ethical reasoning is important in all spheres of influential decision making.***

*2. Judgment writing requires skills of narration and storytelling. After giving facts and discussing admissible and relevant evidence a judge is required to give reasons for deciding the issues framed by him. The reasons convey the judicial ideas in words and sentences. The reasons convey the thoughts of a judge and are part of judicial exposition, explanation and persuasion.*

*3. There is a difference between giving reasons and the reasoning, which may ultimately lead to a decision by a judge on the issue or the issues raised before him. The process adopted by a judge in arriving at a decision through the reasoning, tests a judge of his ability and integrity. He may adopt a syllogistic process, inferential process or intuitive process. 'Syllogism' means, a*

*deductive scheme of a formal argument consisting of a major and a minor premise and a conclusion. A judge accepts an argument on a major premise, which overweighs the minor premise to draw his own conclusion. In case of inferential process a judge simply relies upon the evidence, and reaches to a conclusion. In the intuitive process, the Judge adopts psychological process, which may or may not be based by his subjective preference or biases. In this process the judge arrives at a conclusion more by intuition or emotion rather than reason. The judge may believe a witness in part (which is permissible in India) or whole and then draw a conclusion by justifying it from the reasoning supplied by him either by his own belief or experience. In all these methods the object is to arrive at the truth. If judge succeeds in finding out the truth, the method may be justified.*

*4. Reasons are the rational explanation to the conclusion. Reasoning is the process by which we reach to the conclusion. Reasoning is the mental process of looking for reasons for beliefs, conclusions, actions or feelings. In philosophy, the study of reasoning typically focuses on what makes reasoning efficient or inefficient, appropriate or inappropriate, good or bad. This is done by either examining the form and structure of the reasoning within the argument or by considering the broader methods used to reach particular goals of reasoning.*

*5. 'Homer' a Greek philosopher in eight century B.C. used mystic stories that used gods to explain the formation of the world. 'Aristotle' is the first writer, who gave an extended, systematic treatment of methods of human reasoning. He identified two methods of reasoning:*

*(a) Analysis: in which we try to understand the object by looking at its component parts.*

*(b) Synthesis: in which we try to understand a class of objects by looking at the common properties of each object in that class.*

*'Aristotle developed syllogistic logic: which analyses reasoning in a way that ignores the contents of the arguments and focuses on the form or structure of the argument. He points out:*

> *"[If] no pleasure is a good, neither will any good be the pleasure" Second: Premise: "A belongs to none of B's.*

*Conclusion: "B [does not] belong to any of A's".*

*Premise: "Most of the deaths on Delhi roads are caused by blue line buses."*

*Conclusion: "All blue line buses are driven rashly and negligently."*

*There are various forms of reasoning:-*

*Deductive Reasoning*

*Reasoning in an argument is valid if the argument's conclusion must be true, when the premises (the reasons that support the conclusion) are true, also known as syllogism.*

*Premise: Dravid, Ganguly, Tendulkar, Laxman and Dhoni have averaged 60 runs each in an inning in this season.*

*Conclusion: Indian team will score 300 runs in the inning.*

*The reasoning is valid, because there is no way that premise is not true and so the conclusion cannot be doubted.*

*Within the field of formal logic, a variety of different forms of deductive reasoning have developed. These forms include syllogistic logic, propositional logic and predicate logic.*

*Inductive Reasoning:*

*It contrasts with deductive reasoning. Even in the best, or strongest cases of inductive reasoning, the truth of the premise does not guarantee the truth of the conclusion. Instead, the conclusion of an inductive argument follows with some degree of probability. The conclusion of the inductive argument contains more information than it is already contained in the premises.*

*David Hume gives an example:*

*Premise: The sun has risen in the east every morning up to now.*

*Conclusion: The sun will also rise in the east tomorrow.*

*Adductive Reasoning:*

*Adductive reasoning or argument to the best explanation often involves both deductive and inductive reasoning. However as the conclusion in the adductive argument does not follow with certainty from its premises, it is best thought of as a form of inductive*

*reasoning. What separates them is an attempt to favor one conclusion above others, by attempting to falsify alternative explanations or by demonstrating the likelihood of the favored conclusion, given a set of more or less disputable assumptions.*

*Reasoning by Analogy:*

*It is also form of inductive reasoning. Reasoning by analogy goes from one particular thing, or category, to another particular thing or category. Even the best reasoning from analogy can only make the conclusion probable, given that the truth of the premises is not certain.*

*Very frequently analogical reasoning is used in common sense, science, philosophy and humanities, but it is only accepted as an auxiliary method. A refined approach is case based reasoning.*

*All these methods may contain formal fallacies and informal fallacies. Some of the examples of these fallacies are a red herring argument or an argument containing circular reasoning.*

*6. Rationality is a term related to the idea of reason. It has dual aspects. One aspect associates it with comprehension, intelligence or inference. Such inference is drawn in ordered ways like syllogism. The other aspect associates rationality with explanation, understanding and justification.*

*A logical argument is rational if it is logically valid. Rationality is, however, broader term than logical. It also includes 'uncertain but sensible' argument based on probability, expectation, personal experience, whereas logic deals with provable facts, and demonstrably valid relations between them.*

*A simple philosophical definition of rationality refers to "practical syllogism".*

*The accused did not like the deceased.*
*The accused always avoided him.*
*The deceased came and set besides the accused.*
*Therefore the accused attacked him.*

*Now all that is required to be rational is to believe the action. The argument is logically valid but not necessarily sound. The premise may be incorrect*

*German sociologist Max Weber distinguished between four types of rationality.*

*Purposive o r Instrumental rationality:*

*Expectation about the behavior of other human beings or objects in the environment.*

*Value/ Belief oriented rationality:*
*Action for one might call reasons intrinsic to the other; some ethical, aesthetic, religious or other motive.*

*Effectual:*

*Action determined by actor's specific effect, feeling or emotion, which are meaningfully oriented.*

*Traditional:*

*Determined by ingrained habituation.*

*Max Weber emphasized that it is very unusual to find any one of these orientations. Combinations are the norm. First two are significant and the third and fourth are subtypes.*

*Bonded Rationality*

*Humans can be reasonably approximated or described as rational entities. Some people are, however, hyper rational, and would never do anything to violate their preferences. The concept of bounded rationality assumes that perfectly rational decisions are not feasible in practice due to finite computational resources applicable to them.*

*Perfect Rationality*

*Some people always act in a rational way, and are capable of arbitrarily complex deductions towards that end. They are always capable of thinking through all possible outcomes and choosing the best things to do.*

*Super rationality:*

*Two logical thinkers analyzing the same problem will come up with the same correct answer. If two persons are good in math's, and they are given a complicated sum to do, both will get the same answer.*

*7. Rational decisions and thoughts are based on reason rather than on emotion. A rational person is someone, who is sensible and is able to make decisions based on intelligent thinking. Equity justice and good conscience are the hallmark of judging. One who seeks to rely only on principles of law, and looks only for the decided cases to support the reasons to be given in a case or acts with bias or emotions, loses rationality in deciding the cases. The blind or strict adherence to the principles of law sometimes carries away a judge and deviates from the objectivity of judging issues brought before him.*

*8. The traditional theory of adjudication is that a judge must search for the relevant rule of law derived from settled legal principles found in precedents and then apply it to the facts of the case. The approach basically assumes that the answer to any legal problem is to be found by searching in the reports and locating the relevant case. Benjamin Cardozo likens the process of identifying a precedent to matching 'the colors of the case at hand against the colors of many sample cases'.1 The sample nearest in shade supplies the applicable rule. Thus, the decision should be the same regardless of the identity of the judge. The traditional view is seen as 'the archetype of legal science in the practice of law'. It places 'emphasis on uniformity, consistency and predictability, on the legal form of transactions and relationships' and, sometimes, on literal, rather than purposive interpretation.*

*9. The principal rationale for the theory is the notion that people rely on certainty in the law in deciding how to settle their affairs. It is said, with some justification, that the willingness of people to engage in commercial activities and transactions depends on the reliability of the rights and obligations assigned by the law. The less predictability and certainty there is, the less likely it is that parties will be able to settle disputes without litigation, and this is clearly contrary to public policy. Following precedent and treating similar cases alike enhances certainty and enables formal equality to be achieved.*

*10. Judge Cardozo in one of his lectures2 delivered at Yale University in 1921, said: "There is an inescapable relation between the truth without us and the truth within. The spirit of the age, as it is revealed to each of us, is too often only the spirit of the group in which the accidents of birth or education or occupation or fellowship have given us a place. No effort or revolution of the mind will overthrow utterly and at all times the empire of these subconscious loyalties".*

*11. In recent times, a more radical view of decision-making has emerged, which has been given the label 'critical legal studies'4. It is described as the intellectual successor of realism, though it appears to go further than realism. Perhaps unsurprisingly, the critical legal scholars seem to be exclusively academics. They have been described, variously, as self-consciously leftist, nihilist and as people who 'sincerely want to be radicals'. The central tenet of this movement is that the act of*

*adjudication is a political function. These theorists suggest that legal thought is necessarily incoherent and indeterminate and legal doctrine can be manipulated to justify an almost infinite spectrum of possible outcomes. It is nothing more than a sophisticated vocabulary and repertoire of manipulative techniques for categorising, describing, organising and comparing. Law is viewed as being political, and legal reasoning as a technique used to rationalise, in legal jargon, the political decisions that are actually made.*

*12. One cannot discount the possibility that subconscious factors are at play in the decisions. In Garcia v. National Australia Bank Ltd.5, a wife had given a guarantee for loans to businesses conducted by the husband. When the bank called in the loans, she sought to avoid liability, relying upon the principles in Yerkey v. Jones6 to the effect that married women are under a special disability and require special protection against improvident bargains. The bank countered this argument by contending that in today' s society it is neither necessary nor appropriate to give special protection to married women. The High Court disagreed. The majority was bound to and did acknowledge that both Australian society and the role of women in it has changed in the last six decades. However, they went on to say that there are also things that remain unchanged. 'There is still a significant number of women in Australia in relationships which are, for many and varied reasons, marked by disparities of economic and other power between the parties. Their decision was clearly influenced by what they thought was right in light of what they termed 'the disparities between the parties'7. Kirby J. agreed in the orders but disagreed with the majority's underlying rationale. He said that:*

*[w]hatever may have been the position in Australian society of 1939, it is offensive to the status of women today to suggest that all married women, as such, are needful of special protection supported by a legal presumption in their favour.*

*13. What produced the difference in opinion about the position of a modern married woman? It was certainly not grounded in the evidence, as no sociologist, economist or psychologist was called. The result can only partly be explained by the application of strict legal principle. It is evident that the judges did attempt to discover in what respects the position and role of women had changed since the 1930s, although they did this without the assistance of any evidence. This*

*notwithstanding, it is likely that the judges were also influenced by their subjective views about whether or not women require 'special protection'. The extent of this influence is something we can never know, and perhaps the judges themselves will never know.*

*14. The reasons are very often based on personal beliefs, morality, biases and prejudices harboured patently or latently. We may not even know such prejudices which shadow our judgments. They pollute our thoughts and act as a dangerous virus which corrupts our thought process. We do not try to sanitise ourselves, perhaps because there is no accepted process to do it and more because we refuse to acknowledge such biases.*

*15. In law, we know of personal bias, pecuniary bias, and official bias. A predisposition to decide for or against one party without proper regard to the true merits of the dispute is bias. A biased decision also stands included in it the attributed and broader purview of the word "malice", which in common acceptation means and implies "spite" or "ill will".*

*16. A judicial bias in common accepted norm means, that no man can be a judge of his own cause. It is a clear rule of law embodied in principles of natural justice, as well as natural equity and is rigorously enforced.*

*17. The other area of decision making is objectivity, which is a particular discipline of reasoning. The pursuit of ethical objectivity takes the form of the search for some ethical objects. The argument goes, the ethical statements that presume some known or identifiable objects rely upon a fact or a quality and its evaluation, The ethics however cannot be simple truthful description of specified objects. The real ethical questions cross over to the realm of practical questions which do not involve valuing. They involve a complex mixture of philosophical beliefs , religious beliefs , and factual beliefs as well.*

*18. John Rawls argues in presenting his ideas on objectivity of 'justice as fairness'; the first essential is that a conception of objectivity must establish a public framework of thought sufficient for the concept of judgment to apply and for conclusions to reach on the basis of reasons and evidence after discussion and due reflection.*

*19. In any argument, more so in making judgments if the persons are reasonable in taking note of other peoples points of view, and in accepting information in*

*good faith with an open mind, the gap between rationality and reason with objectivity may narrow down. The idea here is not for a person to reinforce his views with new inputs to justify himself but to allow him to be enlightened and take a more ethical decision. A reasonable person will take advantage to interactive discussion and try to reach underlying issues with greater objectivity.*

*20. While answering a rather difficult question as to whether a person found guilty of conduct and proof of causing disharmony in relations is entitled to divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage, (which is still not a ground of divorce, in law and is more in realm of judge made law) where the marriage has gone dead with no signs of revival, requires rational thinking with objectivity. The applicability of common reasoning would disentitle such person the relief. The ethical reasoning would however support not to deny relief and allow dead relations to survive, rather put the party to be blamed with punitive conditions harsh enough to meet the injustice caused to the non-blaming party.*

*21. Adam Smith in his 'Theory of Moral Sentiments', argues the reasoning can be judged by viewing other people and their claims with examining different grounds for respect and tolerance. There is no room for sentiments in reasoning. The instinctive psychology and spontaneous responses may not always deviate from ethical reasoning. To that extent reasoning and feeling are deeply interrelated in all moral determination and conclusions.*

*22. 'Benjamin N. Cardozo in 'The Nature of the Judicial Process', In his Lecture I. Introduction. The Method of Philosophy, reasons:- "The judicial process is there in microcosm. We go forward with our logic, with our analogies, with our philosophies, till we reach a certain point. At first we have no trouble with our paths, they follow the same lines. Then they begin to diverge, and we must make a choice between them. History or custom, or social utility or some compelling sentiment of justice or some times perhaps a semi-intuitive apprehension of the pervading spirit of our law must come to the rescue of the anxious judge, and tell him where to go".*

*23. Professor Amartya Sen argues in, 'The Idea of Justice', on ethical objectivity and reasoned scrutiny:-*

*"It is hard to see that ethical judgments demand rahi aql- the use of reason. The question that remains, however, is this: why should we accept that reason has to be the ultimate arbitrator of ethical beliefs ? Is there some special role of reasoning- perhaps reasoning of a special kind- that must be seen as overreaching and crucial for ethical judgments? Since reasoned support can hardly be in itself a value giving quality, we have to ask: why precisely, is reasoned support so critical? Can it be claimed that reasoned scrutiny provides some kind of guarantee of reaching the truth? This would be hard to maintain, not only because the nature of truth is moral and political beleif is such a difficult subject, but mainly because of such rigorous of searches, in ethics or in any other discipline, could still fail."*

*24. Although most judges strive diligently to avoid bias in making their decisions and firmly believe their rulings are free from extraneous influences, subconscious factors may sometimes lead a judge to make a factual determination on unacceptable grounds. Judges are not 'dehumanized vehicles of faultless, logical truth'. We are all prone to using subconscious simplifying strategies when processing significant amounts of information. One such strategy is to create mental categories so that when we are faced with a given set of facts, we approach them with these categories in mind. If we are not careful this may result in perceived or actual bias. Stereotypes may affect judgment through their impact on processing evidence (that is, in the findings of facts).*

*25. Negative stereotypes about minorities may affect decision-making in a myriad of areas. Subconscious caste and religious discrimination is one area that has been the subject of a substantial degree of analysis, particularly in India. Subjective judgments about character, motivation and intellectual ability may be applied by the decision-maker to a class as a whole. These subject judgments may be rationalised by the decision maker to enable him to maintain an egalitarian self-image.*

*26. Cognitive illusions enable decision-makers to process voluminous information efficiently, though they can produce systematic errors in judgment. Common cognitive illusions include making estimates based on irrelevant starting points ('anchoring'), and perceiving past events to have been more predictable than they actually were ('hindsight bias'). Psychologists have identified many other cognitive illusions that are said to infect decisions, but the two serve as examples.*

*Anchoring causes people making numerical estimates to rely on the initial value available to them, no matter how irrelevant it is. For example, claims for damages, awards or proposals for levels of penalties to be imposed by the court may tend to anchor the final determination of the amount. Hindsight bias consists of using known outcomes to assess how predictable an event was at a previous point in time, for example, reconstructing how foreseeable a car accident was to the motorist involved before the event.*

*27. As judges are not always particularly enlightening when it comes to explaining how decisions were reached, it is difficult to say with any certainty that cognitive illusions infect them.*

*28. Law is an interpretive concept. Ronald Dwarkin in 'Law's Empire'- 'Law beyond Law', suggests:- "Judges should decide what the law is by interpreting the practice of other judges deciding what the law is. General theories of law, for us are general interpretation of our judicial practice. We rejected conventionalism, which finds the best interpretation in the idea that judges discover and enforce special legal conventions, and pragmatism, which finds in it the different story of judges as independent architects of the best future, free from the inhibiting demand that they must act consistently in principle with one another. I urged the third conception, law as integrity, which unites jurisprudence and adjudication. It makes the content of law depend not on special conventions or independent crusades but on more refined and concrete interpretations of the same legal practice it has begun to interpret."*

*29. Munroe Smith in 'Jurisprudence', Columbia University Press 1909, eulogized:- "In their effort to give to the social sense of justice articulate expression in rules and in principles the method of the law finding experts has always been experimental. The rules and principles of case law have never been treated as final truths, but as working hypothesis, continually retested in those great laboratories of the law, the Courts of justice. Every new case is an experiment, and if the accepted rule which seems applicable yields, a result which is felt to be unjust, the rule is reconsidered. It may not be modified at once, for the attempt to do absolute justice in every single case would make the development and maintenance of general rules impossible; but if a rule continues to work injustice it will eventually be reformulated. The principles themselves are continually retested, for if the*

*rules derived from a principle do not work well, the principle itself must ultimately be re-examined."*

*30. Justice Oliver Wendell Holmes told us, "the life of the law has not been logic, it has been experience."*

**********

***References:***


1. *The Nature of the Judicial Process, Introductory lecture, "The Method of Philosophy".*
2. *The Storrs Lectures, Yale University, 1921.*
3. *The Nature of the Judicial Process, Concluding lecture, "Adherence to Precedent, The Subconscious Element in the Judicial Process".*
4. *P. Jhonson, "Critical Legal Studies Symposium: Do You Sincerely Want to be Radical" (1984) Stan L Rev 1.*
5. *(1998) 194 CLR 395 (Aust).*
6. *(1939) 63 CLR 649 (Aust).*
7. *S. Evans, "Defending Discretionary Remedialism" (2001) 23 Sydney Law Review 463, 494.*
8. *John Rawls, A Theory of Justice (1971).*
9. *Benjamin N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process (1949).*
10. *Amartya Sen, The Idea of Justice (2009).*
11. *Ronald Dworkin, Law's Empire (Harvard University Press, Cambridge 1986).*

***Other References:***

1. *Lord Reid "The Judge as Law Maker' (1972-73).*
2. *Cardozo 'The Nature of the Judicial Process' (1949)*
3. *A Hutchinson and P. Monahan, ' Law, Politics and the Critical Legal Scholors: The Unfolding Drama of American Legal Thought', (1984) 36 Stanford Law Review 199, 206.*
4. *D McBarnet and C Whelan 'The Elusive Spirit of the Law: Formalism and theStruggle for Legal Control, (1991) 54 Modern Law Review 848, 849*
5. *Davies 'Asking the Law Questions' (1994)*


*(ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)*

রাজস্থান হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুনিল আম্বানির **(Sunil Ambwani)** উপরিল্লিখিত লেখাটি সকল বিচারকের জন্য অতি অবশ্য পাঠ্য। কারণ উপরের লেখাটি পাঠে একজন বিচারক উচ্চমানের আদর্শ বিচারক হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে সক্ষম হবেন।

*জাতিসংঘ ২০০৬ সালের ২৩নং রেজুলেশন এর মাধ্যমে যে ব্যাঙ্গালোর নীতিটি সংশোধীত আকারে গ্রহণ করেন এ পর্যায়ে তা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ*

***<u>ECOSOC 2006/23</u>***

***Strengthening basic principles of judicial conduct***

*The Economic and Social Council,*

*Recalling the Charter of the United Nations, in which Member States affirm, inter alia, their determination to establish conditions under which justice can be maintained to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without any discrimination,*

*Recalling also the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines in particular the principles of equality before the law, of the presumption of innocence and of the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,*

*Recalling further the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,1 which both guarantee the exercise of those rights, and that the International Covenant on Civil and Political Rights further guarantees the right to be tried without undue delay,*

*Recalling the United Nations Convention against Corruption,2 which in its article 11 obliges States parties, in accordance with the fundamental principles of their legal systems and without prejudice to judicial independence, to take measures to strengthen integrity and to prevent opportunities for corruption among members of the judiciary, including rules with respect to the conduct of members of the judiciary,*

***Convinced that corruption of members of the judiciary undermines the rule of law and affects public confidence in the judicial system,***

***Convinced also that the integrity, independence and impartiality of the judiciary are essential prerequisites for the effective protection of human rights and economic development,***

*Recalling General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, in which the Assembly endorsed the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in Milan from 26 August to 6 September 1985,*

*Recalling also the recommendations adopted by the Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in Cairo from 29 April to 8 May 1995, concerning the independence and impartiality of the judiciary and the proper functioning of prosecutorial and legal services in the field of criminal justice,*

*Recalling further that in 2000 the Centre for International Crime Prevention of the Secretariat invited a group of chief justices of the common law tradition to develop a concept of judicial integrity, consistent with the principle of judicial independence, which would have the potential to have a positive impact on the standard of judicial conduct and to raise the level of public confidence in the rule of law,*

*Recalling the second meeting of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, held in 2001 in Bangalore, India, at which the chief justices recognized the need for universally acceptable standards of judicial integrity and drafted the Bangalore Principles of Judicial Conduct,*

*Recalling also that the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity thereafter conducted extensive consultations with judiciaries of more than eighty countries of all legal traditions, leading to the endorsement of the Bangalore Principles of Judicial Conduct by various judicial forums, including a Round Table Meeting of Chief Justices, held in The Hague on 25 and 26 November 2002, which was attended by senior judges of the civil law tradition as well as judges of the International Court of Justice,*

*Recalling further Commission on Human Rights resolution 2003/43, on the independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers, in which the Commission took note of the Bangalore Principles of Judicial Conduct and brought those principles to the attention of Member States, relevant United Nations organs and intergovernmental and non-governmental organizations for their consideration,*

*Recalling Commission on Human Rights resolution 2003/39 on the integrity of the judicial system, in which the Commission emphasized the integrity of the judicial system as an essential prerequisite for the protection of human rights and for ensuring that there was no discrimination in the administration of justice,*

*1. Invites Member States, consistent with their domestic legal systems, to encourage their judiciaries to take into consideration the Bangalore Principles of Judicial Conduct, annexed to the present resolution, when reviewing or developing rules with respect to the professional and ethical conduct of members of the judiciary;*

*2. Emphasizes that the Bangalore Principles of Judicial Conduct represent a further development and are complementary to the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, endorsed by the General Assembly in its resolutions 40/32 and 40/146;*

*3. Acknowledges the important work carried out by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity under the auspices of the United Nations Office on Drugs and Crime, as well as other international and regional judicial forums that contribute to the development and dissemination of standards and measures to strengthen judicial independence, impartiality and integrity;*

*4. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within available extrabudgetary resources, not excluding the use of existing resources from the regular budget of the Office6 and in particular through its Global Programme against Corruption, to continue to support the work of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity;*

5. *Expresses appreciation* to Member States that have made voluntary contributions to the United Nations Office on Drugs and Crime in support of the work of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity;

6. *Invites* Member States to make voluntary contributions, as appropriate, to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund to support the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, and to continue to provide, through the Global Programme against Corruption, technical assistance to developing countries and countries with economies in transition, upon request, to strengthen the integrity and capacity of their judiciaries;

7. *Also invites* Member States to submit to the Secretary-General their views regarding the Bangalore Principles of Judicial Conduct and to suggest revisions, as appropriate;

8. *Requests* the United Nations Office on Drugs and Crime, within available extrabudgetary resources, not excluding the use of existing resources from the regular budget of the Office, to convene an open-ended intergovernmental expert group, in cooperation with the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity and other international and regional judicial forums, to develop a technical guide to be used in providing technical assistance aimed at strengthening judicial integrity and capacity, as well as a commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, taking into account the views expressed and the revisions suggested by Member States;

9. *Requests* the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice

*at its sixteenth session on the implementation of the present resolution.*

*Annex*

# ***Bangalore Principles of Judicial Conduct***

*WHEREAS the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge,*

*WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights8 guarantees that all persons shall be equal before the courts and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,*

*WHEREAS the foregoing fundamental principles and rights are also recognized or reflected in regional human rights instruments, in domestic constitutional, statutory and common law, and in judicial conventions and traditions,*

*WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the proper administration of justice,*

*WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfil their role in upholding constitutionalism and the rule of law,*

*WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society,*

*WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honour judicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system,*

*WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial conduct lies with the judiciary in each country,*

*AND WHEREAS the Basic Principles on the Independence of the Judiciary9 are designed to secure and promote the independence of the judiciary and are addressed primarily to States,*

*THE FOLLOWING PRINCIPLES are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct that bind the judge.*

### *Value 1*
### *Independence*

***Principle***

*Judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A*

*judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.*

*Application*

*1.1. A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge's assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*

*1.2. A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the particular parties to a dispute that the judge has to adjudicate.*

*1.3. A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence by, the executive and legislative branches of government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom.*

*1.4. In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in respect of decisions that the judge is obliged to make independently.*

*1.5. A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties in order to maintain and enhance the institutional and operational independence of the judiciary.*

*1.6. A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to reinforce public confidence in the judiciary, which is fundamental to the maintenance of judicial independence.*

*Value 2*

*Impartiality*

*Principle*

*Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.*

*Application*

*2.1. A judge shall perform his or her judicial duties without favour, bias or prejudice.*

*2.2. A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary.*

*2.3. A judge shall, as far as is reasonable, so conduct himself or herself as to minimize the occasions on which it will be necessary for the judge to be disqualified from hearing or deciding cases.*

*2.4. A judge shall not knowingly, while a proceeding is before, or could come before, the judge, make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding or impair the manifest fairness of the process, nor shall the judge make any comment in public or otherwise that might affect the fair trial of any person or issue.*

*2.5. A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to a reasonable observer that the judge is unable to decide the matter impartially. Such proceedings include, but are not limited to, instances where:*

*(a) The judge has actual bias or prejudice concerning a party or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceedings;*

*(b) The judge previously served as a lawyer or was a material witness in the matter in controversy; or*

*(c) The judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the matter in controversy; provided that disqualification of a judge shall not be required if no other tribunal can be constituted to deal with the case or, because of urgent circumstances, failure to act could lead to a serious miscarriage of justice.*

***Value 3***

***Integrity***

*Principle*

*Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.*

*Application*

*3.1. A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer.*

*3.2. The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done.*

***Value 4***

***Propriety***

*Principle*

*Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge.*

*Application*

*4.1. A judge shall avoid impropriety and the appearance of impropriety in all of the judge's activities.*

*4.2. As a subject of constant public scrutiny, a judge must accept personal restrictions that might be viewed as burdensome by the ordinary citizen and should do so*

*freely and willingly. In particular, a judge shall conduct himself or herself in a way that is consistent with the dignity of the judicial office.*

*4.3. A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession who practise regularly in the judge's court, avoid situations that might reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.*

*4.4. A judge shall not participate in the determination of a case in which any member of the judge's family represents a litigant or is associated in any manner with the case.*

*4.5. A judge shall not allow the use of the judge's residence by a member of the legal profession to receive clients or other members of the legal profession.*

*4.6. A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but, in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of the judiciary.*

*4.7. A judge shall inform himself or herself about the judge's personal and fiduciary financial interests and shall make reasonable efforts to be informed about the financial interests of members of the judge's family.*

*4.8. A judge shall not allow the judge's family, social or other relationships improperly to influence the judge's judicial conduct and judgement as a judge.*

*4.9. A judge shall not use or lend the prestige of the judicial office to advance the private interests of the judge, a member of the judge's family or of anyone else, nor shall a judge convey or permit others to convey the*

*impression that anyone is in a special position improperly to influence the judge in the performance of judicial duties.*

*4.10. Confidential information acquired by a judge in the judge's judicial capacity shall not be used or disclosed by the judge for any other purpose not related to the judge's judicial duties.*

*4.11. Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:*

*(a) Write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the administration of justice or related matters;*

*(b) Appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the law, the legal system, the administration of justice or related matters;*

*(c) Serve as a member of an official body, or other government commission, committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and political neutrality of a judge; or*

*(d) Engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial duties.*

*4.12. A judge shall not practise law while the holder of judicial office.*

*4.13. A judge may form or join associations of judges or participate in other organizations representing the interests of judges.*

*4.14. A judge and members of the judge's family shall neither ask for, nor accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or*

*omitted to be done by the judge in connection with the performance of judicial duties.*

*4.15. A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or authority to ask for, or accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done in connection with his or her duties or functions.*

*4.16. Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may receive a token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is made provided that such gift, award or benefit might not reasonably be perceived as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality.*

***Value 5***

***Equality***

*Principle*

*Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office.*

*Application*

*5.1. A judge shall be aware of, and understand, diversity in society and differences arising from various sources, including but not limited to race, colour, sex, religion, national origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status and other like causes ("irrelevant grounds").*

*5.2. A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, manifest bias or prejudice towards any person or group on irrelevant grounds.*

*5.3. A judge shall carry out judicial duties with appropriate consideration for all persons, such as the parties, witnesses, lawyers, court staff and judicial*

*colleagues, without differentiation on any irrelevant ground, immaterial to the proper performance of such duties.*

*5.4. A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, direction or control to differentiate between persons concerned, in a matter before the judge, on any irrelevant ground.*

*5.5. A judge shall require lawyers in proceedings before the court to refrain from manifesting, by words or conduct, bias or prejudice based on irrelevant grounds, except such as are legally relevant to an issue in proceedings and may be the subject of legitimate advocacy.*

### *Value 6*

### *Competence and diligence*

*Principle*

*Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.*

*Application*

*6.1. The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.*

*6.2. A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court's operations.*

*6.3. A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for that purpose of the training and other facilities that should be made available, under judicial control, to judges.*

*6.4. A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law,*

*including international conventions and other instruments establishing human rights norms.*

*6.5. A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.*

*6.6. A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the judge's influence, direction or control.*

*6.7. A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial duties.*

***Implementation***

*By reason of the nature of judicial office, effective measures shall be adopted by national judiciaries to provide mechanisms to implement these principles if such mechanisms are not already in existence in their jurisdictions.*

***Definitions***

*In this statement of principles, unless the context otherwise permits or requires, the following meanings shall be attributed to the words used:*

*"Court staff" includes the personal staff of the judge, including law clerks;*

*"Judge" means any person exercising judicial power, however designated;*

*"Judge's family" includes a judge's spouse, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law and any other close relative or person who is a companion or employee of the judge and who lives in the judge's household;*

*"Judge's spouse" includes a domestic partner of the judge or any other person of either sex in a close personal relationship with the judge.*

***কলম্বো থেকে প্রকাশিত The Daily FT. LK এর ইন্টারনেট সংস্করনে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১৮ তারিখে প্রকাশিত Judicial Integrity Group কর্তৃক প্রকাশিত From Independence to Accountability– The Bangalore Principles of Judicial Conduct লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ***

***From Independence to Accountability – The Bangalore Principles of Judicial Conduct***

*Thursday, 15 March 2018 00:00 - - 1545*

*Following is the edited text of a presentation titled 'From Independence to Accountability – The Bangalore Principles of Judicial Conduct' by Judicial Integrity Group Coordinator Dr. Nihal Jayawickrama made at the Conference of Chief Justices and Presidents of Supreme Courts and Constitutional Courts of Africa convened by the Chief Justice of the Supreme Constitutional Court of Egypt, in Cairo last week Although two Sri Lankans were intimately involved in the processes that led to the formulation of the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Sri Lanka Judiciary remains one of the few judiciaries in the world that have failed to incorporate these Principles in a code of judicial conduct of its own.*

***Judicial independence***

*In 1985, the United Nations agreed upon certain basic principles that underpin judicial independence and called upon governments to implement them. They are contained in the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*

*Judicial independence is the right enjoyed by people when they invoke the jurisdiction of the courts seeking and expecting justice. It is not a privilege accorded to the judiciary. It refers to the state of mind of the judge. It refers also to the institutional arrangements that enable the judge to enjoy that state of mind. These include constitutional guarantees of security of tenure and of remuneration, removal from office only for misbehaviour or infirmity of body or mind, and protection against vexatious litigation instituted by dissatisfied parties.*

*Within that constitutional framework, and buttressed by the judicial oath, it was assumed that a person appointed to judicial office will acquire that state of mind that would enable him or her to decide any matter honestly and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence, and without fear of interference from anyone, including other judges.*

*Twenty-one years later, in 2006, the United Nations invited governments to encourage their judiciaries to implement the Bangalore Principles of Judicial Conduct. It described the Bangalore Principles as being "a further development" of, and as being "complementary" to, the 1985 Principles relating to judicial independence. Why did it become necessary to look beyond judicial independence? Why did the focus move from securing judicial independence to ensuring the ethical conduct of members of the judiciary; from judicial independence to judicial accountability? I would venture to suggest five reasons.*

*First: The independence of the judiciary was traditionally believed to be endangered by state authorities and state functionaries. With the steady growth of the corporate sector, the independence of the judiciary has to be secured from business and corporate*

*interests too. In the contemporary world, judicial independence implies not only that the judiciary should be free from governmental and political pressure, but also that judges should not succumb to the enormous power, wealth and resources of the corporate sector.*

*Second: In the countries of Central and Eastern Europe that rejected their authoritarian regimes in the final decade of the twentieth century, the judiciary had been a component of the machinery of the State. The judges were bureaucrats wedded to the authoritarian State. Now, almost overnight, they were required to emancipate themselves. They were required to demonstrate a strong attachment to democracy and human rights. They were required to become major players in fashioning the social, moral and political fabric of their emerging democracies. They needed to adopt values that matched these public expectations. They needed self-regulatory standards that recognised the new responsibilities which they had accepted.*

*Third: Even in the old, established, functioning democracies, the role of the judge had begun to change. With the emergence of an international human rights regime, the function of the judge now extended beyond dispute resolution. The judge was called upon to address broad issues of social values and human rights, and to decide controversial moral issues, and to do so in increasingly pluralistic societies. A judge may not be equipped to do this if he or she continued to live in what one distinguished judge described as a regime that is "monastic" in many of its qualities. On the other hand, if judges should be, and be seen to be, involved in the community in which they live, and to be in touch with current social norms, it becomes necessary to identify standards of conduct appropriate to that new role.*

*Fourth: Credible evidence had begun to surface of widespread corruption in judicial systems in many parts of the world. It was claimed in service delivery surveys that those who sought and accepted bribes included not only court staff and the opponent's lawyer, but also the judge. A commission of inquiry into corruption in an African country documented numerous proved instances of personal secretaries, typists, court clerks, prosecutors and magistrates soliciting or accepting bribes. In my own country, a national survey of court users and other stakeholders found that corruption was rampant in the judicial system, and that most judges were aware of its occurrence. They even identified five of their colleagues as bribe takers.*

*Corruption in the judiciary extends beyond conventional bribery. An insidious and equally damaging form of corruption arises from the interaction between the judiciary and the executive, and from the relationship between the judiciary and the legal profession. For example, the political patronage through which a judge may have acquired his office, a promotion, preferential treatment or the promise of employment after retirement, gives rise to corruption when the executive makes demands on such judge. Similarly, when a family member regularly appears before a judge, or when a judge selectively ignores sentencing guidelines when a particular counsel appears, or statistics reveal a high rate of decisions in favour of the executive, the conduct of the judge is almost certain to raise, in the minds of others, the suspicion that the judge is susceptible to undue influence in the discharge of his or her of duties.*

*Fifth: Evidence had begun to surface that, in many countries, the people were losing confidence in their judicial systems. They were dissatisfied with the*

*escalating cost of justice. They were dissatisfied with the delays; the inevitable postponements to accommodate lawyers who needed to be in other courts at the same time. They were dissatisfied with the complicated procedural steps that often also meant several gatekeepers requiring payment to facilitate movement to the next stage of the proceedings. As for the judiciary itself, we have it on the authority of Mr Justice Michael Kirby, once Australia's longest serving judge, that there invariably is, though not necessarily in every court, "a rude judge, a slow judge, an ignorant judge, a prejudiced judge, a sleeping judge, an absentee judge, and an eccentric judge".*

*These were all seen as indicators of judicial systems in a state of crisis. The people were frustrated by the failure of the authorities to address these issues. The frustration was such that, in certain jurisdictions, some did not hesitate to take the law into their own hands. In Venezuela, for instance, angry citizens took to lynching alleged murderers, rapists and even car-thieves on nearly a weekly basis somewhere in the country. The question, therefore, was whether a judge could claim that what goes on below the bench, in the court registry, and outside the courtroom, is not a matter for him or her, and that the judge's only concern is with the niceties of legal argument?*

***Judicial accountability***

*I was then functioning as Executive Director of Transparency International at its secretariat in Berlin. Responding to this phenomenon of judicial independence being traded for money and other benefits, we took the initiative, with the assistance of UNCICP in Vienna (now UNODC) to invite a group of Chief Justices to formulate a concept of judicial accountability without eroding the*

*principle of judicial independence. The challenge was to determine how the judiciary could be held to account in a manner that was consistent with the principle of judicial independence. Power is given on trust, and judicial power is no exception. How does one achieve the right balance between autonomy in decision-making and independence from external forces on the one hand, and accountability to the community on the other?*

***Judicial Integrity Group***

*That group of Chief Justices – or the Judicial Integrity Group, as it has now come to be known – first met in Vienna in 2000. They were drawn from ten common law countries in Asia and Africa which applied many different laws but shared a common judicial tradition and spoke a common legal language. The UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, the Chairman of the UN Human Rights Committee, and the Vice-President of the International Court of Justice, also participated in this initiative.*

*At that meeting, the Judicial Integrity Group recognised that the principle of accountability demanded, firstly, a universally acceptable statement of core judicial values which are capable of being enforced by the judiciary without the intervention of the executive and legislative branches of government; secondly, that the judiciary should assume an active role in strengthening judicial integrity by introducing such systemic reforms as are within its competence and capacity; and thirdly, that transparency at every critical stage of the judicial process will enable the community, especially through its legal academics, civil society, and a free media, to judge the judges.*

***The Bangalore Draft***

*At the request of the Group, I prepared an initial draft statement of principles of judicial conduct. I did not attempt to reinvent the wheel. Instead, I drew on rules and principles already expressed in national codes of judicial conduct (wherever they existed) and in regional and international instruments.*

*At its second meeting in Bangalore in 2001, after three days of discussion, the Group agreed upon the text of a document that came to be known as the Bangalore Draft Code of Judicial Conduct. That draft suffered from a fundamental weakness in that it was the product of judges of the common-law tradition. It needed to be authenticated by judges of other legal traditions as well.*

***The Bangalore Principles***

*Over the next twenty months, the Bangalore Draft was translated into several national languages and widely disseminated among senior judges of both common law and civil law systems from over 75 countries. It was discussed at several judicial conferences. It was reviewed by constitutional and supreme courts and by judges' associations, especially in Central Europe. In Strasbourg, the Consultative Council of European Judges (CCJE) held a special meeting to enable its members to discuss it. The CCJE commissioned a study on it, and then reviewed it from the perspective of the civil law system.*

*With the benefit of the wisdom of others gathered in this intensive consultation exercise, the "Bangalore Draft" was further revised. It was then placed before a Round-Table Meeting of Chief Justices drawn principally from civil law countries, held at the Peace Palace at The Hague in November 2002. That meeting was also attended by Judges of the International Court of Justice. Nearly every legal system in the world was represented.*

*Several changes were made to the Draft, and from that meeting emerged the Bangalore Principles of Judicial Conduct. They are based on six core judicial values: Independence, Impartiality, Personal Integrity, Propriety, Equality, and Competence and Diligence. At a meeting in Colombo in January 2003, the Group also prepared Principles of Conduct for Judicial Personnel, following a consultation process with selected court registrars.*

***Endorsement by the United Nations***

*In April 2003, the Bangalore Principles were presented by the UN Special Rapporteur to the UN Commission on Human Rights. In a resolution that was unanimously adopted, the Commission brought them "to the attention of Member States, the relevant UN organs and intergovernmental and non-governmental organisations for their consideration".*

*In 2006, the Economic and Social Commission (ECOSOC) invited Member States to encourage their judiciaries to take into consideration the Bangalore Principles when developing rules with respect to the professional and ethical conduct of judges. In 2007, an Inter-Governmental Expert Group of over a hundred participants, many of whom were judges, examined and agreed upon a 175-page Commentary on the Bangalore Principles prepared by the Judicial Integrity Group at the request of ECOSOC. That Commentary is designed to facilitate a better understanding of the applicability of the core values and principles to issues, situations and problems that are likely to arise or emerge. It is also designed to enable judges and the community in general to understand the cross-cultural basis of the Bangalore Principles.*

*In 2010, the Judicial Integrity Group agreed on Measures for the Effective Implementation of the Bangalore Principles. That statement of measures is in two parts. The first describes action that is required to be taken by the judiciary. The second describes the institutional arrangements that are required to be established to ensure judicial independence and accountability, and which are exclusively within the competence of the State.*

***Subsequent developments***

*Four other significant developments have since taken place. The first was the UN Convention Against Corruption (UNCAC) which imposed a treaty obligation on states parties to take measures to strengthen judicial integrity, citing a code of judicial conduct as one such measure. The state parties to that Convention have now endorsed a detailed Implementation Guide and Evaluative Framework in respect of Article 11 which addresses the issue of judicial and prosecutorial integrity. That Guide draws extensively from the Bangalore Principles and related documents.*

*The second was the adoption in 2013 by Chief Justices of the Asian Region, and the subsequent endorsement in 2016 by the Chief Justices of the Balkan Region, of the Istanbul Declaration on Transparency in the Judicial Process. The third, which arose out of the 2015 UN Congress on Crime held in Doha, is the launching by UNODC of the Global Judicial Integrity Network to promote the implementation of the Bangalore Principles and Article 11 of UNCAC. It is an initiative that seeks to bring together judges' associations and judicial networks to exchange good practices, and provide capacity-building support, advisory services, tools, networking*

*opportunities and other relevant resources to national judiciaries.*

*Finally, in 2016, a sixteen-year journey ended when the United Nations formally included the Bangalore Principles of Judicial Conduct in its Compendium of UN Standards and Norms relating to the Administration of Justice. It is now the global standard of judicial conduct.*

***Implementation of the Bangalore Principles***

*The Bangalore Principles are intended to establish standards of ethical conduct for judges. They are designed to provide guidance to judges in the performance of their judicial duties, and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand the judicial role. They offer the community a standard by which to measure and evaluate the performance of the judicial sector.*

*The Bangalore Principles provide the judiciary with a framework for regulating judicial conduct. It is for each national judiciary to adopt, or adapt, them, having regard to their own judicial systems. They need to be crafted to meet the needs of each court. The issues that arise in courts of first instance are not likely to be of relevance in the appellate courts.*

*In the United Kingdom, for example, there is a Guide to Judicial Conduct for the Supreme Court, and a separate Guide to Judicial Conduct for the rest of the judiciary. On the other hand, in the Philippines, there is a single code that is applicable to judges at all levels. The Bangalore Principles have been the model for codes of judicial conduct from Belize in the Caribbean to the*

*Marshall Islands in the Pacific, from Tanzania to the Philippines, from Bolivia to Jordan.*

*However, the issues that arise in their application may be different in each country. Some years ago, I had the opportunity, together with a Nigerian judge, to prepare a Judicial Ethics Training Manual for the Nigerian Judiciary. What I learnt from my Nigerian colleague and from Nigerian judges who participated in several "Training the Trainers" sessions was that several of the ethical issues that arise in that country will not be replicated even in some of the other countries on that continent. What is important is not to confuse the principles with the issues that are likely to arise in their application.*

*If all that a national judiciary does is to incorporate the Bangalore Principles into its own code of conduct, then, that code will remain a mere aspiration. There is much more that needs to be done to transform those aspirations into something more tangible and real in the lives of the people whom the judges are expected to serve.*

*To begin with, a credible, independent, mechanism, such as a Judicial Ethics Review Committee, consisting of judges but also including sufficient lay representation to attract the confidence of the community, needs to be established. That committee will receive, inquire into, and resolve complaints of unethical conduct. Unethical conduct is often different from misconduct that calls for disciplinary action.*

*Professional standards represent best practice which judges should aim to develop. They should not be equated with conduct justifying disciplinary proceedings unless a breach of professional standards is alleged to constitute conduct sufficient to justify and require*

*disciplinary sanction. It may be useful to establish a Judicial Ethics Advisory Committee consisting of senior or retired judges which judges may consult on issues that are likely to impact on judicial conduct.*

*A judicial reform process should not end there either. The Bangalore Principles should be employed to deliver effective, inexpensive and expeditious justice. The Implementation Measures and the Istanbul Declaration recommend a string of reforms capable of being initiated by the judiciary. For example, procedures need to be established to facilitate and promote access to justice. Modern case management techniques should be introduced, and the movement of a case should be monitored and controlled by the judge.*

*Transparency in the exercise of the judicial office, not only through public hearings, but also by making judgments and court records available to the public; standard, user-friendly forms and instructions; courthouses that are accessible to court-users; pre-determined arrangements for the assignment of cases; regular monitoring of the quality of justice, and public satisfaction with the delivery of justice, through case audits and surveys of court users, and the publication of the results of such surveys and audits; judicial ethics training; exposure to international human rights and humanitarian law, as well as environmental law; alternative dispute resolution; and judicial outreach programmes to educate the public on the role of the justice system in society and to address common misconceptions about the system, are among the measures that have been identified as being essential elements of a reform programme based on the Bangalore Principles.*

***The obligation of the state***

*A code of judicial conduct cannot stand alone. It must be complemented with constitutional guarantees of judicial independence. The constitution should provide for an independent appointment mechanism. Qualifications for judicial office should be prescribed, and these should include not merely legal expertise, but also social sensitivity and other essential qualities. Judicial tenure must, of course, be guaranteed, and removal from judicial office should only be for conviction of a serious crime, proved physical or mental incapacity, gross incompetence, or conduct that is manifestly contrary to the impartiality and integrity of the judiciary.*

*The judiciary should be provided with sufficient funds to perform its functions efficiently and without an excessive workload, and judges should receive remuneration that is commensurate with the status, dignity and responsibilities of their office.*

***Conclusion***

*Finally, I wish to highlight two matters. The first is to emphasise that the strength and, indeed, the legitimacy of the Bangalore Principles and related instruments are derived from the fact that they were crafted by judges, based on their own experience as judges and are intended to be utilised by judges who form the core of the justice system.*

*The second is to say what a humbling experience it was for me, when preparing the draft Principles, and thereafter the draft Commentary, to learn that these core judicial values and principles and even detailed statements of their applicability were already to be found in the texts of ancient Egypt and in Hindu Law in or around 1500 BC.; in Buddhist philosophy in 500 BC; in the Twelve Tables of Rome in 450 BC (which contains*

> *the injunction that "The setting of the sun shall be the extreme limit of time within which a judge must render his decision"); in Chinese law around 312 BC; in the legal systems that flourished in Africa at the same time as they did in Greece and Rome; in the writings of Jewish scholars in or about the 12th century AD; in the teachings in the Old Testament; and, in very specific and comprehensive terms, in Islamic Law.*
>
> *The judicial values are not only global; they are also eternal. They are part of our common heritage.*

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে দুর্নীতির বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রায়টি মাননীয় আপীল বিভাগ *"ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ বানাম এম. আর. ট্রেডিং কোম্পানী [৭২ ডিএলআর (২০২০) (আপিল বিভাগ) পাতা- ১]"* মোকদ্দমায় প্রদান করেছেন। বিচার বিভাগের দুর্নীতির মূল উৎপাটনের লক্ষ্যে সবেচেয়ে গৌরবজ্জ্বল রায় এটি। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে, এ রায়টি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরিল্লিখিত রায়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

***"Reports of the Decisions of the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh***

***Appellate Division***

***(Civil)***

| | |
|---|---|
| ***Syed Mahmud Hossain CJ*** | ***National Bank Limited and another*** |
| ***Md. Iman Ali J*** | ***.......... Petitioner*** |
| ***Hasan Foez Siddique J*** | |
| ***Mirza Hussain Haider J*** | ***Vs*** |
| ***Zinat Ara J*** | |
| ***Abu Bakar Siddiquee J*** | ***MR Trading Company and others*** |
| ***Md. Nuruzzaman J*** | ***......... Respondents*** |
| ***Order*** | |
| ***May 16th, 2019*** | |

## *Constitution of Bangladesh, 1972*

***Article 104***

***When collusion and fraud have been established and illegal order/direction and decrees have been obtained from the Courts, this Court cannot shut its eyes and remain a silent spectator. This Court must come forward to undo the wrongs by setting aside the illegal decrees.***

***Constitution of Bangladesh, 1972***
***Article 104***

***The Court has the duty and obligation to rise to the occasion in order to do substantial and complete justice. Since collusion and fraud affect the solemnity, regularity and orderliness of the proceedings of the Courts, this Court, in exercise of its extra-ordinary power, is authorised to set aside the decrees obtained illegally by collusion.***

***Duty of the Judges***

***It is the duty of the Judges to maintain high ethical standard and impartiality. It is duty of the Judges to act at all times in a manner that promotes public confidence in respect of the integrity and impartiality of the judges and the judiciary as a whole.***

***A reasonable person would perceive that the Judges ability to carry out judicial responsibilities with integrity, honesty, impartiality and competence has been impaired and that their conduct reflects adversely on their honesty, impartiality, temperament and fitness to serve as judges. The learned Judges of the High Court Division have issued an absolutely illegal order directing the Artha Rin Adalat to decree the suits in a specified manner which has eroded the confidence of the litigants to the suits and will have the effect of undermining the credibility of the judiciary as whole.***

***Fraud***

***When at the instance of the writ petitioner the Rule was discharged as not being pressed, consequently, ad-interim direction given by the High Court Division became non-est. In fact, a gigantic fraud has been committed upon the Court inasmuch as the writ petitioner was active in concealing the facts having full knowledge of the fact that the interim order does not exist.***

***Duty of the lawyers***

***The lawyers being officers of the Court are equally responsible to maintain the dignity, prestige and image of the Court as well as the judiciary as a whole. They totally failed to perform their duties as deserved by the Court.***

*Rokonuddin Mahmud, Senior Advocate, instructed by Zainul Abedin, Advocate-on-Record- For the petitioners.*

*Abdul Baset Majumder, Senior Advocate (with Farid Ahmed, Senior Advocate) instructed by Md. Ferozur Rahman, Advocate-on-Record- For the Respondents.*

***Order***

*Delay in filing this petition is condoned.*

*2. In unprecedented circumstances, National Bank Ltd. and another have filed this leave petition against the interim order dated 05.10.2017 passed in Writ Petition No. 13673 of 2017 inasmuch as Rule issued in the said writ petition was discharged as not being pressed within 42 days of issuance of the same.*

*3. On 01.03.2016, (1) National Bank Limited and (2) Agrani Bank Limited filed Artha Rin Suit No. 382 of 2016 before the Artha Rin Adalat No. 3, Dhaka against (1) Md. Mizanur Rahman and (2) Razia Rahman for recovery of loan of Taka 209,83,85,128.63 (two hundred nine crore eighty three lac eighty five thousand one hundreed twenty eight and paisa sixty three) and, if so required, by selling the mortgaged property as required, by selling the mortgaged property as described in the schedule to the plaint.*

*4. The defendant-respondent No. 1 filed an application for getting a decree in the said suit in terms of a memorandum of understanding allegedly entered into on 30.08.2017 between National Bank Limited and Md. Mizanur Rahman which was rejected vide order No. 19 dated 27.09.2017 by the Artha Rin Adalat No. 3, Dhaka in Artha Rin Suit No. 382 of 2016. Against that rejection order, the defendant No. 1 writ petitioner filed writ petition No. 13673 of 2017 in the High Court Division.*

*5. A Division Bench of the High Court Division, on hearing the learned Advocate for the writ petitioner passed the following order, on 05.10.2017, as prayed for in terms of prayers (a) and (b) to the said Writ Petition;*

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the impugned order No. 19 dated 27.09.2017 (Annexure- D) passed by the Artha Rin Adalat, No. 3, Dhaka in Title Suit No. 382 of 2016 rejecting the application of the petitioner filed praying for decreeing the suit as per terms of the contract entered into between the parties on 30.08.2017 Annexure- A should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.*

*The respondent No. 1 is directed to pass a decree for an amount of taka 126 (one hundred and twenty six crore) in Artha Rin Suit No. 382 of 2016 and taka 10 (ten) crore in Artha Rin Case No. 1618 of 2016 i.e. total taka 136 (one hundred and thirty six crore) as per terms of the contract (Annexure- A) and to return the rest of the sale proceeds amounting to Taka 48,56,00,000 (forty eight crore fifty six lac) after adjustment of the loan to the petitioner within 7 (seven) days from the dae of receipt of this order and redemption of the rest mortgaged property i.e. 8.50 floors (eight point fifty floors) totl 2,61,460 (two lac sixty one thousand four hundred and sixty) square feet area of 37 Dilkusha Commercial Area, Dhaka and land of plot No. 355 and 555 of Mouza Paikpara, Dhaka together with building standing on the land of said plots within a period of 7 (seven) days from the date of receipt of this order.*

*The Rule is made returnable within 4 (four) weeks."*

*6. The defendant writ-petitioner did not implead the Agrani Bank Ltd. in the said writ petition though Agrani Bank was plaintiff No. 2 in the suit.*

*7. On 16.11.2017, pursuant to the interim order of the High Court Division, the Artha Rin Adalat passed the following judgment and decree in the two Artha Rin Suits.*

*8. The contents of the judgment and decree passed by the Artha Rin Adalat No. 3 in Artha Rin Suit No. 1618 of 2016 are as follows:-*

*"Heard The judgment dated 25.10.2017 of the honorable High Court Division in Writ Petition No. 13673 of 2017 in short is that-*

*'The respondent No. 1 is directed to pass a decree for an amount of Tk. 126 (one hundred and twenty six crore) crore in Artha Rin Suit No. 382 of 2016 and taka 10 (ten) crore in Artha Rin Case No. 1618 of 2016 i.e. total taka 136 (one hundred and thirty six crore) crore as per terms of the contract (Annexure- A) and to return the rest of the sale proceeds amounting to taka 48,56,00,000 (forty eight crore fifty six lac) crore after adjustment of the loan to the petitioner within 7 (seven) days from the date of*

*receipt of this order and rememption of the rest mortgaged property i.e. 8.50 floors (eight point fifty floors) total 2,61,460 (two lac sixty one thousand four hundred and sixty) square feet area of 37 Dilkusha Commercial Area, Dhaka and land of point No. 355 and 555 of Mouza Paikpara, Dhaka together with building standing on the land of said plots within a period of 7 (seven) days from the date of receipt of this order.*

*Thus it appears that the honorable High Court Division has directed this Court, to pass decree in above way.*

*According to the above direction of the honorable High Court Division in Writ Petition No. 13673 of 2017 the suit bearing number Artha Rin Suit No. 1618 of 2016 be decreed for an amount of taka 10 (ten) crore as per terms of the contract (Annexure- A) and the rest of the sale proceeds amounting to Taka 48,56,00,000 crore (forth eight crore fifty six lac) be returned after adjustment of the loan to the petitioner within 7 (seven) days from the date of receipt of the order of the honorable High Court Division and redemption of the rest mortgaged property i.e. 8.50 floors (eight point fifty floors) total 2,61,460 (two lac sixty one thousand four hundred and sixty) square feet area of 37 Dilkusha Commercial Area, Dhaka and land of plot No. 355 and 555 of Mouza Paikpara, Dhaka together with building standing on the land of this plots within a period of 7 (seven) days from the date of receipt of the order of the honorable High Court Division."*

*9. Similarly, said Artha Rin Adalat passed the judgment and decree in Artha Rin Suit No. 382 of 2016 as well. The contents of the said judgment and decree run as follows:*

*"Heard. The judgment dated 05.10.2017 of the Hon'ble High Court Division in Writ Petition No. 13673 in short is that-*

*The respondent No. 1 is directed to pass a decree for an amount of taka 126 (one hundred and twenty six crore) in Artha Rin Suit No. 382 of 2016 and taka 10 (ten) crore in Artha Rin Case No. 1618 of 2016 i.e. total Taka*

*136 (one hundred and thirty six crore) crore as per terms of the contract (Annexure- A) and to return the rest of the sale proceeds amounting to Taka 48,56,00,000 (Forty eight crore fifty six lac) crore after adjustment of the loan to the petitioner within 7 (seven) days from the date of receipt of this order and redemption of the rest mortgaged property i.e. 8.50 floors (eight point fifty floors) total 261460 (two lac sixty one thousand four hundred and sixty) square feet area of 37, Dilkusha, Commercial area, Dhaka and land of plot No. 355 of Mouza Paikpara, Dhaka together with building standing on the land of said plots within a period of 7 (seven) days from the date of receipt of this order.*

*Thus, it appears that the honourable High Court Division has directed this Court to pass decree in the above way.*

*According to the above direction of the Hon'ble High Court Division in Writ Petition No. 13673 of 2017 the suit bearing number Artha Rin Suit No. 382 of 2016 be decreed for an amount of tka 126 (one hundred and twenty six crore) crore as per terms of the contract (Annexure- A) and the rest of the sale proceeds amounting to Taka 48,56,00,000 (forty eight crore fifty six lac) crore be returned after adjustment of the loan to the petitioner within 7 (seven) days from the date of receipt of the order of the honorable High Court Division and redemption of the rest mortgaged property i.e. 8.50 floors (eight point fifty floors) total 2,61,460 (two lac sixty one thousand four hundred and sixty) square feet area of 37 Dilkusha Commercial Area, Dhaka and land of plot No. 355 na 555 of Mouza Paikpara, Dhaka together with building standing on the land of said plots within a period of 7 (seven) days from the date of receipt of the order of the honorable High Court Division."*

*10. It further appears from the materials on record that after getting decrees in the aforesaid two Artha Rin Suits, the writ-petitioner-respondent prayed before the High Court Division for non-prosecution of the writ petition and the said bench of the High Court Division passed the following order.*

*"The 16th day of November, 2017*

*Mr. Md. Humayun Bashar,*
*.......... For the Petitioner.*

*The learned Advocate for the petitioner submits that he has instructions from his client not to proceed with the Rule.*

*In the result, the Rule is discharged for non-prosecution."*

*11. on 28.04.2019, that is, long after passing order of discharging the Rule, the writ petitioner respondent filed Contempt Petition No. 239 of 2019 in another bench of the High Court Division against Chowdhury Mustak Ahmed, Managing Director of the National Bank Ltd. bringing allegation of violation of interim order dated 05.10.2017 passed in the aforesaid writ petition No. 13673 of 2017 inasmuch as interim order lost its existence after passing the order discharging the said Rule on 16.11.2017. In the said contempt petition, said bench of the High Court Division issued Rule and directed the contemner Chowdhury Mustak Ahmed to appear in the Court personally. In such peculiar circumstances, the petitioners have filed this civil petition for leave to appeal.*

*12. Mr. Rokanuddin Mahmud, learned Senior Counsel appearing for the petitioners, submits that the High Court Division exceeded its jurisdiction in directing the Artha Rin Adalat to pass decrees inasmuch as it cannot dictate the Adalat or any other court, subordinate to it, mentioning terms of the decree. He submits that such type of interim direction without hearing the other side is unprecedented and law does not permit the High Court Division to make such command to the Adalat where the suit is pending for adjudication. He further submits that after getting the decrees on 16.10.2017 the writ petitioner got an order discharging the Rule from the High Court Division practising fraud upon the Court. He further submits that after discharging the Rule, the interim order passed by the High Court Division became non-existent so the decrees passed pursuant to the interim order became nullity. Lastly, he submits that initiation of contempt proceeding in Cntempt Petition No. 239 of 2019 in the High Court Division on the basis of non-existent order is liable to be dropped.*

*13. Mr. Abdul Baset Majumder, learned senior Counsel appearing for the respondent, submits that earlier the hrespondent filed an application before the Artha Rin Adalat for decreeing the*

*suit in terms of the agreement dated 30.08.2017. Since there is an agreement between the parties, the High Court Division did not commit any error of law in passing the impugned direction.*

*14. Fraud and collusion are secret in its origin and inception. Collusion may be either apparent and patent or what is more common secret and covered by apparent show of honesty. A deliberate deception with the design of securing some unfair or undeserved benefit are elements of fraud and collusion which must necessarily be inferred from the circumstances, considering all the facts together. Let us examine the facts and circumstances of this case.*

*15. For our perusal, we brought the record of Writ Petition No. 13673 of 2017 from the record room of the High Court Division and perused the cause list dated 05.10.2017. It appears from the original Writ Petition that affidavit of the same was sworn on 05.10.2017. The petitioner served notice to the office of the Attorney-General vide serial No. 13476 dated 05.10.2017. From the cause list dated 05.10.2017 it appears that the same appeared as item No. 70 in the cause list of the said Division Bench of the High Court Division on the same date, i.e. 05.10.2017. It is the usual practice of the Court that the Bench Officer, on receiving the writ petition, would post the petition in the cause list of the next working day and send the same to the press for publication through concerned officials. That is in order to post the instant writ petition on 05.10.2017, concerned Bench Officer, at least, should have received the said writ petition on 04.10.2017 for communicating its number and names of the parties to the press for publishing the same in the cause list of the next date, that is, on 05.10.2017 keeping the petition in the custody of the Court. In such view of the matter it is apparent that posting of the writ petition on 05.10.2017, that is, on the date of swearing affidavit and serving notice to the office of Attorney-General, was unusual and result of manipulation and highhandedness. Keeping National Bank and Agrani Bank Ltd. (Plaintiff No. 2 but not make party in writ petition) in the dark the defendant writ petitioner respondent No. 1 managed to get the impugned order collusively from a particular Bench of the High Court Division, which has got the force of final order.*

*16. From order No. 19 dated 27.09.2017 it appears that the Adalat, while rejecting the prayer of the defendant writ petitioner-respondent, observed that-*

> *"এমতাবস্থায় ধার্য তারিখ বিহীন অধার্য তারিখে নথি উপস্থাপন করে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সম্পত্তি সংক্রান্তে চুক্তিপত্রের b, e, g, h, i ক্রমিকে বর্ণিত শর্ত সমূহ চুক্তি পত্রের seller অর্থাৎ দরখাস্তকারী বিবাদীপক্ষ প্রতিস্থাপন না করেই সম্পত্তির মূল্য বাবদ ঋণের টাকা সমন্বয় হবে মর্মে অত্র মামলায় ডিক্রি প্রদানের প্রার্থনা করে বাদীপক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত আইনের ১৩(৩) ধারা মোতাবেক উক্তরূপ স্বীকৃতির ভিত্তিতে যেরূপ রায় বা আদেশ পেতে বাদী অধিকার, সেরূপ রায় বা আদেশ প্রার্থনায় আদালতের নিকট দরখাস্ত প্রদানের জন্য নথিতে বিদ্যমান ধার্য তারিখ পর্যন্ত সময় ক্ষেপন না করে তাৎক্ষণিক আদেশ প্রার্থনা করে মামলায় বর্তমান পর্যায়ে আইনগত বিবেচনাযোগ্য নয় বিধায় বিবাদীর দরখাস্ত দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।*
>
> *ধার্য তারিখ কপি জমাঅন্তে পক্ষভুক্তি দরখাস্ত শুনানী।"*

*17. It further appears from the said order that the writ petitioner respondent in his application, inter alia, stated, "অত্র মামলায় ডিক্রি প্রদানের প্রার্থনা যুক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর অন্যথায় নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।" (underlined by us) It further appears from the aforesaid order that the learned Advocate for the plaintiff writ resondent-petitioner prayed for time for hearing of the said application on the date fixed for hearing of the suit. The Adalat observed, "এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের শুনানি অন্তে বিবাদীপক্ষের অদ্যই অর্থাৎ তাৎক্ষণিক আদেশ প্রদানের প্রার্থনার প্রেক্ষাপটে বিবাদীর বিগত ২১.০৯.২০১৭ তারিখে দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেয়া হলো। (underlined by us) which indicates that the defendant made pressure upon the Adalat to dispose of the application instantly with a definite object. It further observed that, "রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় লিখিত জবাব দাখিল করেন নাই। এবং নথিতে আগামী ১৩.১১.২০১৭ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে মধ্যবর্তি ধার্য তারিখ ব্যতিরেকে দরখাস্তকারী বিবাদী অত্র দরখাস্ত দাখিল করে তাৎক্ষনিক আদেশ প্রার্থনা করেন।" (underlined by us) It is to be mentioned here that section 13(3) of Artha Rin Adalat Ain provides that if at any stage of the suit, the statement in the plaint of the plaintiff be admitted by the defendant out of his written statement or by any other means and the plaintiff submits a petition in the Court praying for such judgment or order as he is entitled to on the basis of such admission, the Court will pass suitable Judgment or order without waiting for setting other points in issue existing among the plaintiff and the defendant. Here, in this case, prayer for decree was filed by the defendant not by the plaintiff. The law, as*

*mentioned above, does not provide any provision to file such application by the defendant. Another important aspect of this case is that the defendant in its application (Annexure- B to the writ petition) prayed for passing decree in following terms:*

> *"১। উপরোক্ত ৪৬,১৪০ বর্গফুট (১ম পক্ষ ও হারাহারিভাবে জমির মুল্য সহ মোট মূল্য ১৮৪,৫৬,০০,০০০ (একশত চুরাশি কোটি ছাপান্ন লক্ষ) কোটি টাকা হইতে ঋণ ও সুদ সহ ১২৬,০০,০০,০০০ (একশত ছাব্বিশ কোটি) কোটি টাকা ঋণ সমন্বয় হইবে এই মর্মে মোকদ্দমাটি ডিক্রি হইবে। বাদী বাকী ৪৮,৫৬,০০,০০০ (আট চল্লিশ কোটি ছাপান্ন লক্ষ) কোটি টাকা এম, আর, ট্রেডিং এর বরাবরে ডিক্রির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফেরৎ দেওয়ার ডিক্রি হইবে।*
>
> *উক্ত ঋণের বিপরীতে বাদী ব্যাংকে জব্দকৃত বক্রী ৮ তলা, অর্থাৎ ২,৬১,৪৬০ (দুই লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত ষাট) বর্গফুট স্পেস ২০টি কমন স্পেস সহ ৩৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকার ভূমি সহ বন্ধকৃত সম্পত্তি এই বিবাদী এম, আর, ট্রেডিং কোং এর বরাবরে ডিক্রির দাবী হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে (অপাঠ্য) করে দেওয়ার ডিক্রি হইবে।"*

*18. Maintainability of such prayer for decreeing the suit, at the instance of the defendant, regarding his claim in Artha Rin Suit and jurisdiction of the Adalat to pass such decree in favour of the defendant was vital issue in the suits but the High Court Division did not allow the Adalat to consider such issue by commanding/dictating the Adalat to decree the suits.*

*19. Earlier the Adalat, on perusal of the application as well as the agreement, particularly, terms No. b, e, g, h and i of the same, rejected the said application. Thereafter, the said defendant rushed to the High Court Division and obtained Rule and ad-interim order as mentioned earlier, thereby, compelled the Adalat to pass the defendant's desired decrees in two suits as per prayer quoted above.*

*20. From the Rule issuing order dated 05.10.2017 it appears that the substantive prayer of the writ petitioner-respondent was for declaring the order No. 19 dated 27.09.2017 passed by the Artha Rin Adalat in Title Suit No. 382 of 2016 was without lawful authority and of no legal effect. That is, the writ petitioner-respondent was entitled to get an order for simple declaration that the Order No. 19 dated 27.09.2017 passed by the Artha Rin Adalat No. 3, Dhaka in Title Suit No. 382 of 2016 unlawful in terms of the prayer if the Rule was made absolute. It is not understood, how the High Court Division could direct the Adalat to decree the suits*

*before setting aside the order No. 19 dated 27.09.2017 and also before hearing of the National Bank Ltd. and Agrani Bank Ltd, the two plaintiffs of the said suit.*

*21. From the ad-interim order passed in the said writ petition, it appears that the said Division Bench of the High Court Division directed Artha Rin Adalat to pass a decree for an amount of Taka 126 Crore in Artha Rin Suit No. 3.82 of 2016 and Taka 10 (ten) Crore in Artha Rin Suit No. 1618 of 2016, that is, in total for a sum of Taka 136 crore and it also directed to return the rest of the sale proceeds amounting of Taka 48,56,00,000 to the writ petitioner within 7 days after adjustment of the aforesaid loan amount and to redeem the rest of the mortgaged property. Even after final hearing of writ petition the defendant writ petitioner was not entitled to get such order since the High Court Division cannot dictate any Court to pas a decree mentioning the terms and conditions of the agreement, if any, without examining the validity of such agreement upon hearing the other party to the said agreement. Even the High Court Division itself did not bother to examine the alleged agreement not as to whether the application filed by the defendant with the prayer quoted above was maintainable or not. W do not find any provision within the four comers of the Artha Rin Adalat Ain t decree the suit in favour of the defendant considering his claim. It is to be mentioned here that the defendant got such decree before filing written statement.*

*22. From the materials on record as well as from the statement made in this civil petition it appears that pursuant to the aforesaid ad-interim direction, the Artha Rin Adalat passed decrees in two Artha Rin Suits upon quoting the aforesaid direction, thereby, complied with the direction of the High Court Division in favour of the defendant inasmuch as the Rule was issued to verify whether the impugned Order No. 19 dated 27.09.2017 passed only in Title Suit No. 382 of 2016 was in accordance with law or not. Though no Rule was issued in respect of the Artha Rin Suit No. 1618 of 2016, the said Bench of the High Court Division also directed to decree the suit in respect Artha Rin Case No. 1618 of 2016 as well, which was not only unprecedented but under no circumstance can be sustained in law. Such direction/command was not issue bonafide and fairly. In fact, it was collusive, cunning, deceitful and fraudulent order.*

*23. Mysterious enough is that in the said ad-interim direction, the said Bench of the High Court Division also directed to return the sale proceed of Taka 48,56,00,000 to the writ petitioner-respondent after adjustment of the loan of the writ petitioner in the bank which was a sum of Taka 136,00,00,000 within 7 (seven) days and to redeem the rest of the mortgaged property without giving any opportunity to the writ respondent-petitioners of being heard. Even the High Court Division did not bother to allow the Artha Rin Adalat to examine the witnesses to prove the alleged memorandum of understanding and to ascertain as to whether the same was genuine and lawful or not and the same was entertainable and enforceable in the Artha Rin Adalat or not. Perhaps this is the only case, where the defendant not being a bank or a financial institution obtained decree for Taka 48,56,00,000 after adjustment of the entire loan amount and got an order of redemption of mortgaged property without filing any suit in the competent court or making set off or counter claim, though not permissible in the Artha Adalat Ain. The entire facts and circumstances appear to be grossly against the law and judicial conscience.*

*24. How has the case of the Agrani Bank Ltd. been adjudicated upon? We do not find any answer anywhere either in the order of the High Court Division or in the decrees of the Adalat.*

*25. It is well settled that after discharging the Rue the ad-interim order passed earlier became non-existent and it loses its efficacy but the present writ petitioner filed contempt petition before another bench of the High Court Division bringing allegation that Chowdhury Mustak Ahmed, Managing Director of National Bank Limited has violated the judgment and order dated 05.10.2017 passed in Writ Petition No. 13673 of 2017 willfully and, accordingly, said Bench issued Rule upon said Chowdhury Mustak Ahmed asking him as to why proceeding of contempt of Court should not be drawn up against him for willful violation of the order dated 05.10.2017 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 13673 of 2017. That Bench of the High Court Division also directed him to appear before the Court in person on 12.05.2019 at 10.30 am to give explanation with regard to non-compliance of the order passed by the High Court Division dated 05.10.2017 in Writ Petition No. 13673 f 2017, when at the instance of the writ petitioner-respondent the said Rule was discharged as*

*not being pressed, consequently, ad-interim direction given by the High Court Division became non-est. In fact, a gigantic fraud has been committed upon the Court inasmuch as the writ petitioner was active in concealing the facts having full knowledge of the fact that the interim order passed in Writ Petition No. 13673 of 2017 does not exist. Having full knowledge the respondent resorted to such fraudulent attempt of misleading another Bench of the High Court Division only to harass and humiliate Chowdhury Mustaq Ahmed, the Managing Director of National Bank Ltd. bringing contempt petition against him. It is to be mentioned here that Mr. Md. Humayun Bashar, learned Advocate prepared both the writ petition and the contempt petition in his office and put his signatures in both the vokalatnamas. Said Humayun Bashar himself prayed for non-prosecution of the Rule issued in Writ Petition No. 13673 of 2017 and got the order discharging the said Rule. Knowing full well about the said order discharging the Rule be prepared and filed the contempt petition on behalf of the contempt petitioner respondent No. 1 and, thereby, deliberately committed fraud upon the Court.*

*26. It is settled principle that the relief which cannot be granted in the Rule should not be granted in the interim prayer. An interim relief can be granted only in aid of and as ancillary to the main relief which may be available to the party on final determination of his right in a proceeding. The main purpose of passing an interim order is to evolve a workable formula or the workable arrangement to the extent called for by the demands of the situation. It is well settled that an interim order merges with the final order and does not exist by itself. An interim order would be non-est in the eye of law when the Rule is discharged. It must, in such circumstances, take effect as if there were no interim order. Here in this case, the respondent hurriedly obtained the interim order and rushed to the Artha Rin Adalat and obtained the decrees as mentioned above. Thereafter, the writ petitioner prayed for discharging the Rule issued in the writ petition as not being pressed. After discharging the Rule, the interim order became non-est and the basis of the aforesaid two decrees lost its existence, and, consequently, the decrees became nullity.*

*27. The writ petitioner-respondent moved Contempt Petition No. 239 of 2019 on 28.04.2019 against the leave petitioner No. 2*

*alleging violation of the order dated 05.10.2017 passed in Writ Petition No. 13673 of 2017. The said order was non-est in the eye of law because of Rule issued in the said writ petition was discharged long before initiation of contempt proceeding. Every person is liable to make full and correct statement in his petition. Suppression of the fact of getting the Rule discharged and production of such non-est interim direction at the time of filing of the contempt petition bringing allegation of violation of the said non-est interim order and obtaining Rule on such misconceived contempt petition is tantamount to practising fraud upon the Court, Knowing full well about the non-existent interim order, the respondent made false representation before the Court of law with dishonest intention, so he is guilty of practising fraud upon the Court,*

*28. The leave petitioners have filed this leave petition against the interim order dated 5.10.2017 passed in Writ petition No. 13673of 2017 inasmuch as the said interim order does not exist after the Rule was discharged. But fact remains that pursuant to the interim order, the Artha Rin Adalat decreed the suits in Artha Rin Suit Nos. 382 of 2016 and 1618 of 2016. In view of such peculiar and extraordinary circumstances we have no option but to set aside those decrees exercising our jurisdiction vested under article 104 of the Constitution. When collusion and fraud have been established and illegal order/direction and decrees have been obtained from the Courts this Court cannot shut its eyes and remain a silent spectator. This Court must come forward to undo the wrongs by setting aside the illegal decrees. This apex Court has the duty and obligation to rise to the occasion in order to do substantial and complete justice. Since collusion and fraud affect the solemnity, regularity and orderliness of the proceedings of the Courts this Court, in exercise of its extra-ordinary power is authorized to set aside the decrees obtained illegally by collusion.*

***29. It is to be remembered here that it is the duty of the Judges to maintain high ethical standard and impartiality. It is duty of the Judges to act at all***

***times in a manner that promotes public confidence in respect of the integrity and impartiality of the Judges and the judiciary as a whole. In view of the facts and circumstances stated above what would be the perceptions of a reasonable person?***

***30. A reasonable person would perceive that the Judges ability to carry out judicial responsibilities with integrity honesty, impartiality and conduct reflects adversely on their honesty impartiality, temperament and fitness to serve as Judges.***

***31. The learned Judges of the High Court Division have issued an absolutely illegal order directing the Artha Rin Adalat to decree the suits in a specified manner which has eroded the confidence of the litigants to the suits and will have the effect of undermining the credibility of the Judiciary as whole.***

*32. Similarly the lawyers hearing officers of the Court are equally responsible to maintain the dignity prestige and image of the Court as well as the judiciary as a whole. In this case they totally failed to perform their duties as deserved by the Court. Particularly, the lawyer, who filed contempt petition bringing allegation of violation of the interim order after getting the order discharging the Rule issued in Writ Petition No. 13673 of 2017, must answer about his conduct and bona fide.*

*33. Accordingly, the leave petition is disposed of. The judgment and decrees dated 16.10.2017 passed by the Artha Rin Adalat No. 3, Dhaka in Artha Rin Suit Nos. 382 of 2016 and 1618 of 2016 are set aside. The Adalat is directed to proceed with both the suits in accordance with law. The Rule issued in Contempt Petition No. 239 of 2019 is hereby discharged.*

*34. Alhaj Md. Mizanur Rahman, proprietor of MR. Trading Company of No. 37, Dilkusha Commercial Area, Motijheel, Dhaka is directed to pay cost f Taka 1,00,00,000 (Taka one crore) within 15 (fifteen) days from the date of service of the copy of this order.*

*Let a copy of this order be communicated to Alhaj Md. Mizanur Rahman, Proprietor of MR Trading Company of No. 37, Dilkusha Commercial Area, Motijheel, Dhaka at once. The amount of said Taka 1,00,00,000 (Taka one crore) as cost is to be deposited in the account of this Court.*

নূর মোহাম্মদ খান বানাম রাইসা আজিজ বেগম [৭২ ডিএলআর (এডি) (২০২০) পাতা ১০] মোকদ্দমা এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মোকদ্দমার প্যারা ১০৯, ১১২, ১১৪ এবং ১১৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*109. In fact the appeal was allowed by the High Court Division due to some unscrupulous Government Officials' illegal and collusive activities in favour of Khadiza.*

*112. It is a common knowledge that many Government Officials of various departments are situated on hired buildings. For this reason the Government has to bear huge expense for payment of rents. Therefore, it is our pious wish that the Government would retain the valuable property i.e. the suit property, itself, which is situated at the heart of Dhaka by allotting the same to any*

*Government Department or in the alternative the Government may construct a building for Government Departments/Officers, so that this valuable property does not again fall into the hands of land/property grabbers with the help of some unscrupulous Government Officials.*

*114. Before parting with the judgment, we could like to note that the power of this Court under article 104 of the Constitution is an extensive one though it is not used often or rendomly. It is generally used for doing complte justice in any cause or matter pending before it in rare occasions in exceptional or extra-ordinary cases for avoiding miscarriage of justice. To meet unwarranted and unpredicted exceptional situation this power is vested in this Division for doing complete justice. Article 104 widens our hands so that this Division is not prowerless in exceptional matters. The matters (appeals CPLA) in our hands are matters requiring exercise of this power, to save a valuable property of the Government from the clutches of greedy land/property grabbers, that too with the active collaboration and help from the Government Officials. Therefore, we have no other option than to exercise our power under article 104 of the Constituion. In the instant matters, it is absolutely necessary to do so.*

*115. Moreover, if we do not exercise the power, given by our beloved Constitution under article 104 in these matters, it would give a wrong massage to the unscrupulous land/property grabbers and in such case this judgment would be used as a tool/device to grab other Government properties with the seal of the Court. Therefore, under compelling circumstances, we have exercised our power under article 104 of the Constitution in dealing with the appeals and the CPLA for doing complete justice.*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্ষপঞ্জি তথা ক্যালেন্ডারের উপরের অংশে বর্নিত উদ্ধৃতিসমূহ এই মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*"যারা সৎ পথে জীবিকা অর্জন করে, তারা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু"*

*-আল কোরআন।*

*"সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন।"*

*- বঙ্গবন্ধু।*

*"মুক্তির সংগ্রামের চেয়েও দেশে গড়ার সংগ্রাম কঠিন; তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।"*

*- বঙ্গবন্ধু।*

*"ঘুষদাতা ও ঘুষ-গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি"*

*- আল হাদিস।*

*"মানুষের জন্য প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য মানুষ নয়"*

*- শেখ হাসিনা।*

*"আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ"*

*- শেখ হাসিনা।*

*দুর্নীতি ছেড়ে সেবা দিন, নৈতিকতার শপথ নিন।*

*বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, সকল প্রকার শ্রমজীবী মানুষ এবং বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শ্রমিক ভাইবোনদের রক্ত পানি করা শ্রমের টাকায় আমাদের মত রাষ্ট্রের সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারী, বিচারক, বিচারপতি, সামরিক বেসামরিক বাহিনীর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অন্ন সংস্থানের মাধ্যম। উপরিল্লিখিত শ্রমিক ভাই-বোনদের কষ্টার্জিত অর্থে আমাদের পরিবারের ভরণপোষণ, পড়ালেখা, যাবতীয় সকল রকম সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা হয়। উপরিল্লিখিত মেহনতি শ্রমিক ভাইবোনেরা আমাদের মত সকল বেতনভোগীদের তাদের কষ্টার্জিত অর্থ প্রদান করে এই জন্য যে, আমরা যেন আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সৎভাবে, দক্ষতার সাথে, নিরপেক্ষতার সাথে এবং দেশপ্রেমের সাথে করতে পারি। আমাদের মেহনতি শ্রমিক ভাই-বোনেরা কোনদিন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং দেশের সম্পদ লুট করার মতো কোন কর্ম করেনা। দেশের সম্পদ লুটতরাজ করে হাতেগোনা কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী। মেহনতি কৃষক শ্রমিক ভাই-বোনদের কষ্টার্জিত অর্থ সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ব্যায় হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু সংখ্যক বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারী কৃষক-শ্রমিক ভাই-বোনদের সম্পদ দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ-এ লিপ্ত। মেহনতি কৃষক শ্রমিকের রক্ত পানি করা অর্থ কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী লুটেরা বাহিনীর মতো লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। জনগনের বেতনভোগী এসব দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী, বিচারক, বিচারপতিদের জনগনের আদালতে দাঁড় করানোর এখনই সময় । কেবলমাত্র তাহলেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।*

*জনগনের সম্পত্তি দেখভালের সর্বশেষ স্তরে জনগন বিচারকগনের উপর আস্থা রেখেছেন। সুতরাং বিচারকগনের বিশাল গুরুদায়িত্ব হলো জনগনের সম্পত্তি যেন কোন জোচ্চর, ঠক, বাটপার এবং জালিয়াত চক্র গ্রাস করতে না পারে।*

*যেকোন মোকদ্দমার বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিমিত্ত প্রদত্ত যুক্তিসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণসমূহ যথেষ্ট যুক্তিসম্পন্ন হতে হবে। যুক্তিহীন রায় বিচার বিভাগকে জনগনের নিকট প্রশ্নবিদ্ধ করে। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণগুলি যুক্তিসম্মত না হলে সে সিদ্ধান্ত বা রায় জনমনে আস্থাহীনতার সৃষ্টি করে।*

*বিচারকের প্রজ্ঞা ও সততা* ***(wisdom and integrity)*** *ছাড়া মানসম্মত বিচার ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না।*

*বিচারকের প্রজ্ঞা ও সততা এবং রায় প্রদানকালে তার সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণগুলি যদি যুক্তিসম্মত এবং নৈতিকতাসম্পন্ন না হয় তবে সে বিচার ব্যবস্থা উন্নত বিচার ব্যবস্থায় নিজেকে কখনই অধিষ্টিত করতে সক্ষম হবে না।*

*বিচারকের রায় হবে সহজ সরল মাতৃভাষায় তথা বাংলা ভাষায়, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণগুলো হবে শ্রেষ্ঠ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিচারিক বিবেচনাপ্রসূত। একজন সহজ সরল সাধারণ মানুষ পড়ে যেন উক্ত সিদ্ধান্তের কোন ভুল ধরতে না পারে।*

অধস্তন আদালতসমূহের মধ্যে ঢাকা জেলা জজ আদালত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদালত। এটি প্রথমত রাজধানীতে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত ঢাকা জেলা জজ এর আওতাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান আকাশচুম্বীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, অফিস, আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা জেলা জজ এর আওতাধীন বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস অবস্থিত। এককথায় ঢাকা জেলা জজ আদালত বাংলাদেশের সকল জেলা জজ আদালত থেকে অবস্থানগত কারণে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এটা ধরে নেয়া হয় যে, বাংলাদেশের সকল জেলা জজ পদমর্যাদার ব্যক্তিগনের মধ্য হতে সততা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা এবং নীতিনৈতিকতায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাকেই ঢাকা জেলার জেলা জজ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ঢাকার জেলা জজ বাংলাদেশের অধস্তন আদালতের সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ঢাকার জেলা জজ বাংলাদেশের সকল অধস্তন আদালতের বিচারকদের অনুকরনীয়, অনুস্মরনীয় এবং আদর্শ বিচারক। ঢাকার জেলা জজের নিকট থেকে জাতির অনেক প্রত্যাশা। কারণ তিনি তার কর্মদক্ষতায় বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন।

*প্রকৃত মালিক বিহীন বাংলাদেশের সকল অর্পিত সম্পত্তি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের তথা জনগনের সম্পত্তি এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি* ***(Public Property)*** *তথা পাবিলক ট্রাষ্ট সম্পত্তি* ***(Public Trust Property))****। এটি অবশ্যই খন্ডনযোগ্য। কেবল মাত্র প্রকৃত মালিক যথাযথ ভাবে পরিচয়* ***(identity)*** *প্রমান করতে পারলে ফেরতযোগ্য।*

*সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(১) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।*

*অর্পিত সম্পত্তি আপিল আদালতের তর্কিত রায় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত পরিস্কার যে, রায়টি বিচারকের প্রজ্ঞা এবং পুংখানুপুংখ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক একটি রায় নয়।*

হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করেন নাই। হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি মালিকের বিদ্যুৎ বিলের কোন কাগজ নাই। হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির কোন সরকারী খাজনা প্রদানের রশিদ নাই। হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিককে স্থানীয় তথা সাভার থানার কেহ চিনে না। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে কোন সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

*স্বীকৃতমতেই যেখানে নালিশী সম্পত্তিতে ১৯৬৫ সালে সেনসাস লিষ্ট অনুযায়ী প্রথমে শত্রু সম্পত্তি পরবর্তীতে* ***Vested Property*** *এবং বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হয় এবং ২৯৫/৭৫ ভিপি কেস মূলে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং দরখাস্তকারী সমিতিতে ১৯৭৫ সালে লীজ প্রদান করা হয়। আবেদনকারীদ্বয় মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার এবং তাহার ভাই শ্রী রোহী*

*চন্দ্র সাহা কেন তাদের কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তিকে পরিত্যাক্ত রেখে দীর্ঘ ৪০/৫০ বৎসর নীরব ছিলেন সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই।*

*প্রায় হাজার কোটি টাকা মূল্যের মূল্যবান সম্পত্তির তথাকথিত মালিক দাবিকারী মূল মোকদ্দমায় ১ নং আবেদনকারী শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার পি, ডাব্লিউ -১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, নালিশী জমিতে আমার টিনের ঘর আছে। কয়েক হাজার কোটি টাকার সাভারের সম্পত্তির মালিক নালিশী জমিতে শুধুমাত্র একটি টিনের ঘর করতে ৪০/৫০ বৎসরে সমর্থ হন।*

*মূল মামলার আবেদনে তথা অপির্ত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং ৪৭৯/২০১২ এর আবেদনের হলফনামায় ১ নং আবেদনকারী শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার এবং তার ভাইয়ের ঠিকানা কালসি, সেকশন ১২, ব্লক-গ, পল্লবী, থানা মিরপুর জেলা ঢাকা-১২১৬ বর্ণনা করেন। সাভার শহরের কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক নিজের সম্পত্তিতে না থেকে মিরপুরের কালসিতে ভাড়া বাসায় কেন থাকেন তার কোন ব্যাখ্যা নাই। এমনকি কালসী কত নম্বর বাসায় থাকেন এবং সেই বাসার হোল্ডিং নাম্বারও প্রদান করেন নাই। অর্থাৎ আবেদনকারীদ্বয় যে প্রকৃতপক্ষে ভূয়া এবং জালিয়াত তা দিনের আলোর মত প্রমাণিত সত্য।*

মূল মামলার হলফনামায় ১নং আবেদনকারী শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার, বয়স ৬৫(পয়ষট্টি) বৎসর পেশা- চাকুরী, ধর্ম- ইসলাম, ঠিকানা উভয় কালসি, সেকশন-১২, ব্লক- ‘গ’, পল্লবি, থানা-মিরপুর, জেলা-ঢাকা-১২১৬ বর্ননা করেছেন। কিন্তু তিনি কোথায় চাকুরী করতেন সে বিষয়ে নথিতে কোন তথ্য নাই। অর্থাৎ শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার হলফ

করে আদালতে মিথ্যা বলেছেন। এমনকি ধর্ম ইসলাম লিখে আদালতের সাথে প্রতারণা করেছেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল আপীল মোকদ্দমা নং ২০/২০১৭ এর প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ এ রায় প্রদানকালে অর্পিত সম্পত্তি আইন, ২০০১-এ বর্ণিত বিধি বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন না করে রায় প্রদান করেন।

আপীল আদালতের রায় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আপীল আদালত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-এ ধারা ১০ উপধারা ৬ (গ) মোতাবেক মূল মোকদ্দমার আবেদনকারীদ্বয় তথা মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার (অত্র ২ নং প্রতিপক্ষ) এবং রোহী চন্দ্র সাহা যে ক্ষেত্র মোহন পোদ্দারের সন্তান সে সম্পর্কে সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা কিংবা আপীল আদালতের বিবেচনায় যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে আবেদনকারীদ্বয়ের মালিকানার বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান করে উক্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রায়টি প্রদান করেন নাই। এমনকি ধারা ১০ উপধারা (৮) (চ) মোতাবেক আপীল আদালত তার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রদান কালে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সহ সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করেন নাই।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০৭ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> ***107.*** *(1) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, an Appellate Court shall have power-*
>
> *(a) to determine a case finaly;*
>
> *(b) to remand a case;*
>
> *(c) to frame issues and refer them for trial;*
>
> *(d) to take additional evidence or to require such evidence to be taken.*
>
> *(2) Subject as aforesaid, the appellate Court shall have the same powers and shall perform as nearly as may be the same duties as are conferred and imposed by this Code on Courts of original jurisdiction in respect of suits instituted therein.*

শফি এ চৌধুরী বনাম পূবালী ব্যাংক (৫৪ ডিএলআর ৩১০) মোকদ্দমায় মাননীয় বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক (পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি) অভিমত প্রদান করেছেন যে,

> *9. There is hardly any doubt that section 107 of the Code clothes the Appellate Court with all the powers of the Court of original jurisdiction. Reliance in this respect may be made in the decisions reported in AIR 1924 Nagpur 80, AIR 1942 Cal 539, AIE 1951 All 64 FB, AIR 1969 (SC) 1349. The appellate Court can also take into consideration subsequent events and even the change in law (Ref. AIR 1928 Cal 43, AIR 1931 Bom 280, AIR 1974 (SC) 2068).*
>
> *10. It appears that this provision of the Code amply empowers a Court in its first appellate jurisdiction to consider all and each question of fact as well as the law including the question relating to the rejection of a plaint and also the maintainability of the suit.*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

*ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি*

*২২। (১) ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।*

*(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।*

*(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয়* ***(question of fact)*** *এবং আইনগত বিষয়* ***(question of law)*** *যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।*

*অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর ধারা ২২(৩) মোতাবেক ট্রাইব্যুনালকে তথ্যগত বিষয়ে* ***(question of facts)*** *এবং আইনগত বিষয়* ***(question of law)*** *বিষয়ের উপর যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মামলায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আপীল ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ, ঢাকা অত্র আপীল মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে তথ্যগত* ***(question***

*of fact) এবং আইনগত বিষয়ে (question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ততো দূরের কথা বিন্দুমাত্র আলোচনাও করেন নাই।*

*অর্পিত সম্পত্তি আপীল ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র বিবাদী আপিলকারী সরকারপক্ষকে দোষারূপ করে বাদী প্রতিপক্ষের পক্ষে রায় প্রদান করেন।*

বর্তমান মোকদ্দমায় নথিপত্র বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল আদালত দরখাস্তকারীদ্বয় শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা পোদ্দার (অত্র ২নং প্রতিপক্ষ) এবং শ্রী রোহী চন্দ্র সাহা পোদ্দার নিজেদেরকে মূল মালিক ক্ষেত্র মোহন এর সন্তান দাবী করে মূল মালিকের উত্তরাধিকারী হিসেবে দরখাস্তটি দাখিল করেন। কিন্তু দরখাস্তকারীগণের মালিকানার বিষয়ে অর্পিত সম্পত্তি আপিল্যান্ট ট্রাইব্যুনাল তথা জেলা জজ, ঢাকা সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে মালিকানার বিষয়ে অনুসন্ধানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তথা দরখাস্তকারীদ্বয় নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ক্ষেত্রমোহন এর সন্তান অনুসন্ধান না করে, শুধুমাত্র তাদের দাখিলকৃত জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শনী- ২, জন্ম সনদ পত্র প্রদর্শনী- ৩ এবং সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকত্ব সনদ পত্র প্রদর্শনী- ৪ বিবেচনা করে তাদেরকে কয়েক হাজার কোটি টাকার সাভারের গুরুত্বপূর্ণ জনগনের সম্পত্তি জালিয়াত চক্রকে দিয়ে দেন, এমনকি সাভারের স্থানীয় লোকদের সাক্ষী গ্রহণ না করে ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে কিনা তাও যাচাই না করে লুটেরা চক্রকে পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি দিয়ে দেন যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

*প্রতারনা সবকিছুকে নস্যাৎ করে (Fraud vitiates everything)। অত্র মোকদ্দমায় আবেদনকারীদ্বয় আদালতে অপরিচ্ছন্ন হাতে এসেছেন।*

*স্বীকৃত মতেই নালিশী সম্পত্তির সি. এস. মালিক রমনী মোহন রায় এবং আর. এস. খতিয়ানে মালিকের নামের নীচে হাল সাং ভারত পক্ষে বাংলাদেশ সরকার লেখা আছে।*

১নং আবেদনকারী পি, ডাব্লিউ- ১ হিসেবে সাক্ষ্যে বলেছেন যে, নালিশী জমি তার দাদা ক্ষেত্র মোহন সাহা পোদ্দার সি. এস. মালিক রমনী মোহন রায় হতে বন্দোবস্ত নিয়েছিল এবং তিনি উক্ত বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র আদালতে দাখিল করেছেন। নথিতে একটি বন্দোবস্ত দলিলের সীল-স্বাক্ষরবিহীন অস্পষ্ট ফটোকপি আছে। যেটি খালি চোখে দেখলে বুঝা যায় এটি অতি সম্প্রতি তৈরী করা জাল কাগজ। অর্থাৎ ১নং আবেদনকারী পি, ডাব্লিউ- ১ হিসেবে আদালতে দাড়িয়ে জাল কাগজ দাখিল করে আদালতের সাথে প্রতারনা করেছেন। জালিয়াতি ও প্রতারক আবেদনকারীদ্বয় জাতির শত্রু।

আবেদনকারীদ্বয় বীরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দারের সন্তান হলে তাদের বাবা মার সাথে তাদের পারিবারিক ছবি আদালতে দাখিল করতেন। বাবা-মার নামের ভোটার তালিকা উপস্থাপন করতেন। বাবা মা কবে মারা গিয়েছেন কোথায় তাদের দাহ করা হয়েছে বলতে পারতেন। তাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নাম, ঠিকানা বলতে পারতেন। সাবির্ক পর্যালোচনায় এটি দিবালোকের মত স্পস্ট যে, আবেদনকারীদ্বয় বীরেশ চন্দ্র সরকার পোদ্দারের সন্তান হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হয়েছেন।

সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা বীরেশ চন্দ্র পোদ্দারের তথাকথিত ছেলে বলে নিজেকে দাবী করে ১নং আবেদনকারী পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে আদালতে দাড়িয়ে তার সাক্ষ্যে বলেছেন, “সরকার কখনো নালিশী জমি ভোগ দখলে ছিল না, আমরা সব সময়ই দখলে ছিলাম।” কিন্তু সার্ভেয়ার, ভিপি শাখা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০৭.০২.২০১১ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঢাকা বরাবরে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন (সংযুক্তি- এফ) এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমিন বাজার রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা এর বিগত ০৩.০৬.২০১৪ তারিখের প্রতিবেদন (সংযুক্ত- জি-১) সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উভয় প্রতিবেদন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

*এনেক্সার- এফ*

*বরাবর*
*অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)*
*ঢাকা।*

*বিষয়ঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।*

*সূত্রঃ স্মারক নং- জে: প্র: ঢা:/অর্পিত/০৩-০১-২০১০-৪৫(২) তারিখ: ২৯/০৯/১৪১৭ বাংলা ১২/০১/২০১১ ইং*

*সূত্রঃ ডিপি কেস মিস কেস নং- ০৩-০১/২০১০ মাওলানা ইউসুফ গং বনাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার ঢাকা।*

*উপযুক্ত বিষয়ে নির্দেশনার আলোকে গত ১০.০১.২০১১ ইং তারিখে সাভার থানাধীন গন্ধারীয়া মৌজার বিরোধীয় ভূমির উপর তদন্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত করি। তদন্তকালীন সময়ে আবেদনকারী মাওলানা মোঃ ইউনুস ও সাভার থানা অসহায় পরিবার বহুমুখি সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং সাভার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাবার অফিসের কানুনগো জনাব, আব্দুল বাতেন ও সার্ভেয়ার জনাব আসাদুজ্জামান ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে স্থানীয় পুলিশ ফোর্স সহ জনসাধারন সরে জমিনে উপস্থিত থাকেন।*

*(ক) সাভার থানার সি.এস/এস.এ ৩০, ৭২ ও ৭৮ দাগে মোট জমির পরিমান ১৫.৭৪ (এ) বাহার আর. এস দাগ নং- ৪৪, ৪৮, ৩১২, ও ৩১৩ দাগের যথাক্রমে ০৫৬+০.১৬+৩.১২+৩.১৩ = ১৫.৫৬ (এ:) কৃষি ম্যাপ পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত দাগসমূহে*

অবস্থানকারী মালিকের বাড়ীঘর মতে এবং চর্তুপাশে বাউন্ডারী ওয়ালকৃত দখলী প্লটের বাস্তব নমুনা অনুযায়ী স্ক্যালম্যাপ তৈরী করা হয় এবং উক্ত ম্যাপমতে বর্তমান দখলকারদের নামে তালিকা প্রনয়ন করা হয়। (যাহা অত্র প্রতিবেদনের সাথে প্রদর্শনী- ১ ও ২ আকারে চিহ্নিত)।

(খ) আলোচ্য ১৫.৭৪ এ (ভূমির মধ্যে আর. এস ২১২ ও ২১৩ দাগের লীজকৃত ও লীজ বহির্ভূত জমিতে ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন যায়গায় সমিতির সদস্যগণ বাড়ীঘর তৈরী, তথা পরিকল্পনার মাধ্যমে চলাচলের পথ ও তাদের ধর্মিয় কাজকর্ম ও আচার আচরণের জন্য একটি মসজিদ নির্মান করেছেন মর্মে দেখা যায়। বাকী জমি খালী পতিত অবস্থায় রয়েছে। এবং দখলকৃত ভূমির কিছু পরপরই অসহায় পরিবার পূর্ববাসন বহুমুখি সমবায় সমিতির সাইনবোর্ড লটকানো আছে মর্মে দেখা যায়।

(গ) আর. এস দাগের ০.৫৬ একর ভিটি ভূমিতে বেশ কিছু রেন্ডিগাছ রোপিত আছে যাহা বর্ণিত সমিতির কমিটগণ কর্তৃক অস্পষ্ট বলে তদন্তে প্রকাশ পায়। উক্ত পারের বয়স প্রায় ৮/১০ বৎসর হবে বলে অনুমান করা যায়। এবং আর. এস. ৪৮ দাগের ০.১৬ একর ভূমি নিচু/নিম্ন ভূমি বলে দেখা যায়। যা উক্ত সমিতির নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে বলে তারা জানান।

(ঘ) মূল ভিপি ২৫৯/৭৫ এর নথির কাগজপত্র ও order sheets পরীক্ষা ও পত্যার্পন তালিকা পরীক্ষা করে দেখা যায় মূল এস. এ সরুপ মালিক ধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা পোদ্দার ১৯৬৫ সনের পূর্বে ভারতে চলে যাওয়ায় তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক হইতে ১৩৮২ বাংলা সন হইতে তমিজ উদ্দিন গং দের নামে লিজ হয়। পরে তারা আর লিজ নবায়ন করেন নাই। বর্নিত ভূমি ১৫.৭৪ (এ:) ভি.পি পত্যার্পন তালিকার ১৭২নং ক্রমিকে তালিকা ভুক্ত রয়েছে। (তালিকা সংযুক্ত) প্রদর্শনী নাম্বার (৩) এবং আর এস রেকর্ডের ২২৬ নাম্বার খতিয়ানে ইহা ভিপি হিসাবে রেকর্ড হয়ে সরকারের অনুকূলে চুড়ান্ত প্রকাশনা পায়। (আর এস খতিয়ান সংযুক্ত প্রদর্শনী নাম্বার ৪)।

(ঙ) নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আবেদনকারী মাওলানা মোঃ ইউনুস বাস্তহারা সমাজ কল্যান সমিতি (সেবা সংঘ) কেন্দ্রিয় কার্যালয় ৪৪ক চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। গর্ভমেন্ট রেজিঃ নাম্বার ঢ-০১৬৩৬ নামে সমিতির রেজি: করান। স্থানীয় সদস্যগণ জানান যে, মাওলানা সাহেব আমাদেরকে জমি বরাদ্দ দেওয়ার নামে আমাদের নিকট থেকে বহু টাকা নিয়ে কয়েক বৎসর উধাও হয়ে যায় এবং নিরুদ্দেশ থাকে। আমরা অসহায় হয়ে পড়লে তৎপর সমিতির সদস্য জনাব সিরাজুল ইসলাম পরবর্তীতে ''সাভার থানা'' অসহায় পরিবার পূর্ণবাসন বহুমুখী সমিতির লিঃ নামে নতুন ভাবে আরেকটি সমিতে রেজি: করেন যার রেজি: নাম্বার- ৪৮/২০০০ ইং (তবে মাওলানা ইউনুস তার উধাও ও বিরুদ্দেশ থাকার কথা অস্বীকার করেন।)

(চ) পরবর্তী পর্বর বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জনাব সিরাজুল ইসলামের নতুন ভাবে গঠিত ও রেজি:কৃত সমিতির তদবীরে সাভার থানা অসহায় পরিবার পূর্ণবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর অনুকূলে ৪০০ (চারশত) সদস্যকে সমাহারে

"একসনা ভিত্তিক" একখানা বন্দোবস্ত/লিজ প্রদানের জন্য আদেশ করার মর্মে দাবী করে এ বিষয়ে একাধিক পত্র রয়েছে মর্মে দেখা যায়।

(ছ) মন্ত্রণালয়ের একাধিক পত্রের নির্দেশনায় মাওলানা মোঃ ইউনুসের সমিতির কার্যক্রম বলবত না থাকায় সমিতির সদস্যদের আস্থা অর্জনের জন্য মাওলানা মোঃ ইউনুস বাংলা ১৩৮৮-১৪১৬ পর্যন্ত ২৯ বৎসরের জন্য ১১,২০,০০০/- (এগার লক্ষ বিশ হাজার) টাকায় বর্ণিত ২৯৫/৭৫ ভিপি মোকদ্দমা ভুক্ত ভূমি হাতে ১০.০০ (দশ একর) ভূমি তার নামে সহকারী কমিশনার (ভূমি)র স্বাক্ষরিত বরাদ্দপত্র এবং তগমীলদার স্বাক্ষরিত ভিপি আদায় ডি.সি আর দাখিল করেন এবং জনাব আবুল বেপারী ৭.৫০ একর জমি ১৫০ জনের মধ্যে লিজ বরাদ্দ পত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাভার মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্র দাখিল করেছেন মর্মে দেখা যায়। তবে এ বিষয়গুলো মূল নথির order sheets এ কোথায় লিপিবদ্ধ দেখা যায় না বিধায়, ইহা তৈরীকৃত ভুয়া বরাদ্দ পত্র বা ভুয়া ডি,সি আর মর্মে আখ্যায়িত করা যায়। তবে মাওলানা ইউনুস জনান যে, ইহা তাহার কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজ পত্র নয়। (দাখিলকৃত বরাদ্দপত্র সি.সি আর প্রদর্শনী- নাম্বার- ৫,৬,৭) বিষয়টি উদঘাটন করে এ বিষয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা অপরিহার্য।

(জ) নালিশী সম্পত্তি সরকারী অর্পিত সম্পত্তি যাহা একসনা ভিত্তিক লীজের মাধ্যমে লীজ প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে আবেদনকারী মাওলানা ইউনুস বা তত পরবর্তী সিরাজুল ইসলামের কথিত সমিতির বরাবরে লিজ প্রদানের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা দেখা যায় না।

**(ঝ) সরকার হেফাজতীয় ভিপি তালিকা ভুক্ত সম্পত্তি এহেন ভুয়া সম্পত্তি কাগজ পত্রের মাধ্যমে যে কোন সময় বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশেই একটি প্রাইভেট হাউজিং কোম্পানী গড়ে উঠেছে। যার নাম গান্ধারীয়া Osen Sity। এই ভিপি সম্পত্তির চতুরপার্শে তাদের সাইনবোর্ড লটকানো দেখা যায়। সরকারী ভিপি ১৫.৭৪ (এ:) ভূমি উক্ত হাউজিং এর পেটর মাঝখানে যে কোন সময় সরকারী সম্পত্তি উক্ত হাউজিং কোম্পানীর গ্রাশ করার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না।**

(ঞ) তদন্তে অনুমান করা যায় যে, বর্ণিত ভিপি দাগ সমূহের পার্শ্ববর্তী দাগের মালিকগন ভিপি দাগ সমুহের আংশিক ভূমি তাদের দাগের সাথে মিশ্রিত এফারকার করে নিয়েছেন অথবা দখলের পায়তারা করিতেছেন। তাই সরকারী সম্পত্তির সীমানা পিলার স্থাপন করা অতীব জরুরী বলে মনে করি, নতুবা অদুর ভবিষ্যতে অহেতুক অবৈধ দখলদারদের সাথে সরকারকে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হবে।

(ট) এমতাবস্থায় ১৫.৭৪ একর ভিপি ভূমির সীমানা পিলার স্থাপন করে সরকারী স্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে সমহার সদস্যদের মাঝে "একসনা ভিত্তিক"

লীজ বরাদ্দ প্রদান করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার ভূমি সাভার মহোদয়দেরকে বলা যেতে পারে।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য যৌথ ভাবে প্রনয়নকৃত ম্যাপ, নামের তালিকা ও অন্যান্য কাগজ পত্র সহ অত্র প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

<u>সংযুক্ত কাগজপত্রঃ</u>
১। প্রণয়নকৃত স্কেল ম্যাপ ০১ কপি।
২। নামের তালিকা ০১ কপি।
৩। ভিপি প্রত্যর্পন তালিকা ০১ কপি।
৪। আর.এস খতিয়ান ০১ কপি।
৫। দাখিলকৃত ভূয়া অন্যান্য কাগজ পত্র ০৩ কপি।
মোট = ১০ কপি।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট
০৭.০২.২০১১
মোহাম্মদ মহসীন পাটোয়ারী
সার্ভেয়ার
ভি.পি শাখা, ঢাকা।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট
০৭.০২.২০১১
মোঃ আঃ আলীম
সার্ভেয়ার
ভি.পি শাখা, ঢাকা।

## <u>এনেক্সার- জি-১</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমিন বাজার রাজস্ব সার্কেল
আলমনগর, হেমায়েতপুর
সাভার, ঢাকা।

স্মারক- ৩১.৩০.২৬২৭.০০১.৪২.০০৬.১৪-৬৯ (সং) তারিখঃ ০৩.০৬.২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ভি. পি. কেস নং- ২৯৫/৭৫ এর বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয় কার্যালয়ের অর্পিত সম্পত্তি শাখার স্বারক সংখ্যা ০৫.৪১.২৬০০.০২৬.৪৩.০০৩.১০.৯৮৫ তারিখ- ২০.০৫.২০১৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সাভার উপজেলাধীন গান্ধারিয়া মৌজাস্থিত ভিপি কেস নং- ২৯৫/৭৫ এর ভূমির বিষয়ে নথি পর্যালোচনা করে অত্রাফিসের সার্ভেয়ার প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়

১। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন গান্ধারিয়া মৌজার ২নং খতিয়ানের এস. এ ৩০নং দাগের ১৫.০২ একর, ৭২নং দাগের ০.১৬ একর, ৭৮নং দাগের ০.৫৬ একর মোট ১৫.৭৪ একর ভূমির মালিক বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার ১৯৬৫ সনের পূর্বে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে ভারতে চলে যাওয়ায় ১৯৬৫ সনের ৩রা ডিসেম্বরের ১১৯৯নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ও বাংলাদেশ সরকারের ০১.০২.১৯৭২ ইং তারিখের ৭৪ ই,পি ৪/৭২ নং স্মারক ও ২০.০১.১৯৭৫ তারিখের ৫২ এল নং স্মারক অনুযায়ী বর্ণিত সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভিপি সম্পত্তি ২৯৫/৭৫নং ভিপি কেসের মাধ্যমে ১। তজিম উদ্দিন ২। তমিজ উদ্দিন ৩। মতি মিয়া ৪। মলি মিয়া ৫। আঃ গফফার পিতা- মৃত আঃ জব্বার এর নামে বাংলা ১৩৮২ সন হতে ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ইজারা গ্রহীতাগন যথারীতি ১৩৮৭ সন পর্যন্ত ইজারা নবায়ন করেন।

৩। উক্ত ইজারা গ্রহীতাগণ দীর্ঘদিন ইজারা নবায়ন না করার সুযোগে আঃ মান্নান গং বিভিন্ন আদালতে স্বত্বের মামলা রুজু করে সর্বশেষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ২৩৯০/০৬নং সিভিল রিভিশন মামলায় ০৫.০৮.২০০৯ ইং তারিখে সরকার পক্ষে রায় হয়। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯.০৫.২০০৯ ইং তারিখে ৩২৬নং ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয়ের ০২.০৭.২০০৯ ইং তারিখের ২০১১নং স্মারক পত্রের আদেশ মোতাবেক সাভার থানা অসহায় পরিবার পুর্নবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর অনুকুলে উক্ত ১৫.৭৪ একর ভিপি জমির মধ্যে ১.০০ একর এবং সমিতির ৩৮ জন সদস্যের অনুকুলে ১.৯০ একর মোট ২.৯০ একর জমি বাংলা ১৩৮৮ হতে ১৪১৫ সন পর্যন্ত ইজারা প্রদান করা হয়।

৪। পরবর্তীতে উক্ত ইজারা আদেশের বিরুদ্ধে মাওলানা মোঃ ইউনুস বিজহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঢাকা আদালতে ০৩.০১.২০১০ ভিপি আপীল মামলা রুজু করলে বিজ্ঞ আদালত আপীল না-মঞ্জুর করেন এবং উক্ত আপীল মামলার নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত ১৫.৭৪ একর জমির মধ্যে ১। সাভার থানা অসহায় পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষে রহিমা বেগম সভাপতি এর অনুকুলে ১.০০ একর ২। সাবার থানা অসহায় পরিবার পুর্নবাসন বহুকুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৪২০ জস সদস্যের পক্ষে সভাপতি এর অনুকুলে ১২.৬০ একর এবং ৩। সাভার থানা অসহায় পরিবার জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা এর পক্ষে সভাপতি এর অনুকুলে ০.২৪ একর এবং ৪। বিভিন্ন লোকের নামে ১.৯০ একর মোট ১৫.৭৪ একর জমি বকেয়াসহ বাংলা ১৪১৯ সন পর্যন্ত লীজ প্রদান করা হয় এবং উক্ত লীজিদের অনুকূলে সার্ভেয়ার এর মাধ্যমে সরেজমিনে দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

৫। বর্তমানে উক্ত ১৫.৭৪ একর জমির মধ্যে সাভার থানা অসহায় পরিবার পুর্নবাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি এর পক্ষে সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান ও বর্তমান সভাপতি রহিমা বেগম এর অনুকূলে ১.০০ একর ২। সাভার থানা অসহায় পরিবার পূর্নবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৪২০ জন সদস্যের পক্ষে সভাপতি রহিমা বেগমের এর অনুকূলে ১২.৬০ একর এবং ৩। সাভার থানা অসহায় পরিবার জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা এর পক্ষে সভাপতি রহিমা বেগম এর অনুকুলে ০.২৪ একর সর্বমোট ১৩.৮৪ একর সর্বমোট ১৩.৮৪ একর জমি বাংলা ১৪২০ সন পর্যন্ত নবায়ন করা হয়েছে।

৬। বর্ণিত ভূমির বিষয়ে বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতের অন্যান্য মোকদ্দমা নং- ০১/০৮ এর ২৩.০৭.২০১৩ ইং তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষ সাভার থানা অসহায় পরিবার পূর্নবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বৈধ সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক দাবী করে ২য় পক্ষের নামীয় লীজ বাতিল/স্থগিতের আবেদন করেন। অন্যদিকে ২য় পক্ষের দাখিলকৃত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল রিভিশন নং- ৩৫৪২/১৩তে মহামান্য হাইকোর্ট ০৬.১০.২০১৩ ইং তারিখের বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতের ০১/০৮ নং অন্যান্য মোকদ্দমায় ২৩.০৭.২০১৩ ইং তারিখের প্রদত্ত রায় ৪ (চার) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞ মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের ৪ (চার) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ সময় বর্ধিত করে ২৭.০১.২০১৪ ইং তারিখে ০৬ (ছয়) মাসের স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। ন্যায়

*বিচারের স্বার্থে এবং মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ১ম পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের কার্যক্রম আগাম ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। সিভিল রিভিশন নং- ৩৫৪২/১৩ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।*

*সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।*

*সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৩ ফর্দ্দ।*

*স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট*
*০৩.০৬.১৪*
*মোঃ শামছুল আরিফ*
*সহকারী কমিশনার (ভূমি)*
*আমিনবাজার রাজস্ব সার্কেল, ঢাকা।*

*সিনিয়র সহকারী কমিশনার*
*অর্পিত সম্পত্তি শাখা*
*জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।*

নথি পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন গান্ধারিয়া মৌজার ২নং খতিয়ানের এস. এ ৩০নং দাগের ১৫.০২ একর, ৭২নং দাগের ০.১৬ একর, ৭৮নং দাগের ০.৫৬ একর মোট ১৫.৭৪ একর ভূমির মালিক বিরেশ চন্দ্র সাহা পোদ্দার ১৯৬৫ সনের পূর্বে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে ভারতে চলে যাওয়ায় ১৯৬৫ সনের ৩রা ডিসেম্বরের ১১৯৯নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ও বাংলাদেশ সরকারের ০১.০২.১৯৭২ ইং তারিখের ৭৪ ই,পি ৪/৭২ নং স্মারক ও ২০.০১.১৯৭৫ তারিখের ৫২ এল নং স্মারক অনুযায়ী বর্ণিত সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

অপরদিকে, ভিপি শাখা, ঢাকার মোঃ মহসীন পাটোয়ারী এবং আলীম সার্ভেয়ারদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০২.২০১১ তারিখের প্রতিবেদন মোতাবেক সাভার থানার সি.এস/এস.এ ৩০, ৭২ ও ৭৮ দাগে মোট জমির পরিমান ১৫.৭৪ (এ) বাহার আর. এস দাগ নং- ৪৪, ৪৮, ৩১২, ও ৩১৩ দাগের যথাক্রমে ০৫৬+০.১৬+৩.১২+৩.১৩ = ১৫.৫৬ (এ:) কৃষি ম্যাপ পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত দাগসমূহে অবস্থানকারী মালিকের বাড়ীঘর মতে এবং চর্তুপাশে বাউন্ডারী ওয়ালকৃত দখলী প্লটের বাস্তব নমুনা অনুযায়ী স্ক্যালম্যাপ তৈরী করা হয় এবং উক্ত ম্যাপমতে বর্তমান দখলকারদের নামে তালিকা প্রনয়ন করা হয়। (যাহা উক্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রদর্শনী- ১ ও ২ আকারে চিহ্নিত)।

ভিপি শাখা, ঢাকার মোঃ মহসীন পাটোয়ারী এবং আলীম সার্ভেয়ারদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০২.২০১১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে আশংকা করা হয়েছিল এই বলে যে,

> *"(ঋ) সরকার হেফাজতীয় ভিপি তালিকা ভুক্ত সম্পত্তি এহেন ভূয়া সম্পত্তি কাগজ পত্রের যে কোন সময় বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশেই একটি প্রাইভেট হাউজিং কোম্পানী গড়ে উঠেছে। যার নাম গান্ধারীয়া* ***Osen Sity****। এই ভিপি সম্পত্তির চতুরপার্শে তাদের সাইনবোর্ড লটকানো দেখা যায়। সরকারী ভিপি ১৫.৭৪ (এ:) ভূমি উক্ত হাউজিং এর পেটর মাঝখানে যে কোন সময় সরকারী সম্পত্তি উক্ত হাউজিং কোম্পানীর গ্রাশ করার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না।"*

*মজার ব্যাপার হলো এই যে, সার্ভেয়ারদ্বয়ের উপরিল্লিখিত আশংকা বাস্তবে পরিণত হতে বেশী সময় লাগেনি। উপরিল্লিখিত প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল ০৭.০২.২০১১ সালে এবং এর এক বছর পর তথা ২০১২ সালে পাকিস্তানী হায়নাদের মতো একই কায়দায় তাদের এদেশীয় দোসর প্রচন্ড ক্ষমতাশালী এক অশুভ চক্র জনগনের কয়েক হাজার কোটি টাকার মূল্যবান সম্পত্তিটি লুট করার জন্য বীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা পোদ্দারের দুইজন ছেলে জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করে, কিছু জাল কাগজ পত্র সৃজন করে তাদের দিয়ে আলোচ্য অর্পিত সম্পত্তি মোকদ্দমা নং- ৪৭৯/২০১২ বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.২০১২ তারিখে ঢাকার জেলা জজ এবং অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে। তারপর সবকিছুই ইতিহাস। বাংলাদেশের জনগন অবাক হয়ে দেখলো জনগণের সম্পত্তি কিভাবে পাকি হানাদারদের প্রেত্মাত্তারা সরকারী অফিস-আদালতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগীতায় লুট করলো।*

*কয়েক হাজার কোটি টাকার সাভার উপজেলাধীন গান্ধারীয়া মৌজার জনগনের সম্পত্তি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রেত্মাত্তারা আবেদনকারীদ্বয়দের দিয়ে জাল কাগজ সৃষ্টি করে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল দায়ের করেছে এটি দিনের আলোর মত স্পষ্ট।*

*উপরিল্লিখিত সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় আমাদের দ্বিধাহীন মতামত হল  আপীল আদালত তথা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল আপীল মোকদ্দমা নং ২০/২০১৭ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশটি একটি অযৌক্তি রায় ও আদেশ। যা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।*

সার্বিক পর্যালোচনায় এবং সকল কাগজপত্র বিচার বিশ্লষণে অত্র রুলটি মঞ্জুরযোগ্য। আপীল আদালত তথা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল আপীল মোকদ্দমা নং- ২০/২০১৭ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ তারিখের রায় সম্পূর্ণ বাতিল যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় আদালতের সাথে প্রতারণার জন্য অত্র ২নং প্রতিপক্ষকে ১,০০,০০০,০০/- (এক কোটি) টাকা জরিমানা করে রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

আদেশ হয় যে, আপীল আদালত তথা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল আপীল মোকদ্দমা নং ২০/২০১৭ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও ডিক্রি (ডিক্রি স্বাক্ষরের তারিখ ০৯.১১.২০১৭) এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

অত্র মোকদ্দমার নালিশী হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পুনরায় যেন কোন জালিয়াত চক্র, প্রতারক চক্র দখল করতে না পারে তৎপ্রেক্ষিতে

নালিশী সম্পত্তিটি পুনরায় জাল দলিল সৃজন করে গ্রাস করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে মূল মালিক "ক্ষেত্রমোহন" এর নামে নালিশা সম্পত্তিতে সাভার অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের জন্য একটি শিশু পার্ক নির্মানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে উক্ত "ক্ষেত্রমোহন সাভার শিশু পার্ক" এর অভিভাবক নিযুক্ত করা হলো।

*অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে দ্রুত পাঠানো হউক।*

অত্র দরখাস্তকারী, *'সাভার থানা অসহায় পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'* কে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাভার থানা অসহায় পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর অসাধারণ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার কারণে রাষ্ট্র তথা জনগনের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা হল।

*অত্র মোকদ্দমাটি বিচার বিভাগের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা। অত্র মোকদ্দমা পঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রতিটি সদস্য তাদের পরবর্তী বিচারিক জীবন সফল ভাবে এবং জনগনের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। সে লক্ষ্যে অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি বাংলাদেশের সকল অধস্তন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকগণকে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।*

*অত্র রায় ও আদেশের সই মহুরী নকল মাননীয় আইন মন্ত্রী এবং মাননীয় ভূমি মন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য দ্রুত পাঠানো হউক।*

*অত্র রায়ের একটি অনুলিপি সরাসরি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষনের জন্য প্রেরণ করা হউক, যাতে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অত্র নালিশী অর্পিত সম্পত্তি সহ লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার রাষ্ট্র তথা জনগনের সম্পত্তি পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী এবং তাহাদের এদেশীয় দোসরদের মত লুটেরা বাহিনীর হাত হতে রক্ষা করতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারেন। অত্র রায়ের সই মহুরী অনুলিপি অতিসত্বর বই আকারে বাধাই করে রেজিস্ট্রার জেনারেল স্ব-শরীরের উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করবেন।*

*অত্র মোকদ্দমার সকল নথি পত্র বিচার বিভাগের জন্য এবং জাতীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমার যাবতীয় নথি সাধারণ ভাবে রক্ষিত না রেখে বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেলের বিশেষ জিম্মায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র মোকদ্দমার সকল নথির বিষয়ে বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল জিম্মাদার হিসেবে থাকবেন।*

*অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট নথির ফটোকপি জেলা জজ আদালত, ঢাকায় দ্রুত প্রেরণ করা হউক।*

<u>বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল</u>

আমি একমত